বিরাজ-বৌ

নাটক

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

সর্ব্বজন পরিচিত উপন্যাস হইতে

কানাই বসু

কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুইটাকা চারিআনা

সাহিত্যাচার্য্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করবার লোভ
সংবরণ করতে পারলুম না।

প্রণত—

কানাই

চরিত্র

পুরুষ

নীলাম্বর পীতাম্বর	...	সপ্তগ্রাম নিবাসী দুই গৃহস্থ ভ্রাতা
যদু	...	উহাদের পুরাতন ভৃত্য
নবীন	...	ঐ প্রজা
মতি মোড়ল	...	নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র গ্রামবাসী
ভোলানাথ মুখুজ্যে	...	গ্রামস্থ বৃদ্ধ মহাজন
রাজেন্দ্র	...	কলিকাতাবাসী জমিদারপুত্র
পাঁচু সেখ	...	চৌকিদার
বিশু	...	গ্রাম্য বালক
যোগীন	...	নীলাম্বরের ভগ্নীপতি

ডাক্তার, রোগীর আত্মীয় ব্যক্তি, বৃদ্ধ সাধু, পুরোহিত, পুণ্যকামী ব্যক্তি ও তাহার ভৃত্য, যাত্রিগণ ও পথিকগণ

স্ত্রী

বিরাজ	...	নীলাম্বরের স্ত্রী
মোহিনী	...	পীতাম্বরের স্ত্রী
হরিমতি (পুঁটি)	...	ইহাদের ভগ্নী
সুন্দরী	...	ঐ দাসী
তুলসী চাঁড়ালনী	...	ঐ আশ্রিতা গ্রাম্য রমণী

নার্স, রোগীর আত্মীয়া, রোগিনী, ভিখারিণীদ্বয় ও পূজার্থিনীগণ

ভূমিকা

বিরাজ-বৌ উপন্যাসের নাট্যরূপ এইবার লইয়া তিনবার দেওয়া হইল। কথায় বলে বার বার তিনবার। দেখা যাক, এবারের প্রচেষ্টা কতদূর সফল হয়। যদি হয়, তবে বিরাজ-বৌ-এর বরাত ও আমার হাতযশ।

প্রথম নাট্যরূপ দান বহুকাল পূর্ব্বের ঘটনা। তখন শ্রীগিরিমোহন মল্লিকের পরিচালনায় স্টার থিয়েটার চলিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরাজ-বৌকে রূপান্তরিত করিলেন এবং স্টার রঙ্গমঞ্চে নামিয়া বিরাজ-বৌ সাধারণকে দর্শন দিল। কিন্তু সে নাটক রঙ্গমঞ্চ ছাড়িয়া মুদ্রাযন্ত্রের মারফৎ সাধারণের ঘরে ঘরে বিরাজ করে নাই। সে নাট্যরূপ কোথায় তাহা জানি না।

অনেকদিন পরে। তখন নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁহার সম্প্রদায় লইয়া "নব নাট্যমন্দির" নামে স্টার থিয়েটার গৃহে অভিনয় করিতেছেন। সে সন ১৩৪১ সালের কথা। একদিন অসামান্যা সুন্দরী বিরাজ-বৌ-এর উপর শিশিরকুমারের দৃষ্টি পড়িল, এবং বলা বাহুল্য, মনও পড়িল। তিনি নূতন রূপে সাজাইয়া বিরাজকে সঙ্গে লইয়া মঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন।

এবার বিরাজ-বৌ খালি মঞ্চাবতরণ করিয়াই থামিল না। সে মুদ্রারাক্ষসকে ভয় না করিয়া পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিল পাঠক সমাজে।

সে সময়ে শিশিরকুমারের যাদুস্পর্শে এই নব-সাজের বিরাজ-বৌ যে নাট্যরসিক সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সে

সাজ আজ আর চলে না। তাই বিরাজ-বৌ আবার নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল।

এবারকার নাট্যরূপের বিচার যথাসময়ে হইবে, তাহার জন্য আমি সবিনয়ে ও ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিব। কিন্তু একটা নিবেদন বিচারক-মণ্ডলীর কাছে করিয়া লই। তাহা এই যে, আমার এই নাটক পূর্ব্বের প্রকাশিত নাটকের পরিমার্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত বা কোনও রূপ সংস্করণই নহে। দুই নাটকের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নাই। অথবা যদি থাকে তাহা মাত্র ভগ্নী সম্বন্ধ। উভয়ে একই উপন্যাস-জননীর সন্তান, উভয়ের দেহে একই রক্ত বহিতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িতেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-জাত (গল্পজাতগুলির কথা বলিতেছি না) যে কয়টি নাটক এতদিন প্রকাশিত হইয়াছিল, বিরাজ-বৌ ব্যতীত তাহাদের সবগুলিই পেশাদার ও সৌখীন নাট্যসমাজে প্রচুর আদর পাইয়া আসিয়াছে। ইহারা ষোড়শী, রমা ও বিজয়া। কিন্তু বিরাজ-বৌ বোধহয় ততখানি আদর পায় নাই।

আদর না পাওয়ার জন্য দায়ী যে-ই হোক না কেন, বিরাজ-বৌ নিজে নয় নিশ্চয়। কারণ শরৎচন্দ্র বিরাজ-বৌকে নাট্য-সম্পদ দিতে কার্পণ্য করেন নাই। বরং তাঁহার অন্যান্য অনেক গ্রন্থ অপেক্ষা বেশিই দিয়াছেন। সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

নাটকের প্রধান অবলম্বন যে সংঘাত তাহা সৃষ্টি হয় বিভেদ বা বিভিন্নতার দ্বারা। (ইংরাজীতে যাহাকে contrast বলে তাহাকেই আমি বিভেদ বা বিভিন্নতা বলিতেছি।) নাটকের প্রথম প্রয়োজন বিভিন্ন রূপের, বিভিন্ন গুণের ও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। সে প্রয়োজন মিটাইতেছে নীলাম্বর, পীতাম্বর, রাজেন্দ্র, যোগীন, বিরাজ, মোহিনী, সুন্দরী, পুঁটি সকলেই। ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। স্ত্রী-পুরুষ

প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। এমন কি এই কাহিনীতে যে কয়েকজন স্বামী-স্ত্রী আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও প্রখর বিভেদ আছে। নীলাম্বরে বিরাজে, ভালবাসা যতই থাকুক, প্রকৃতির বৈষম্যের দরুণ বিরোধের অন্ত নাই। পীতাম্বরের সহিত মোহিনীরও মতের বা মতির মিল একটুও নাই, যদিও লক্ষ্মী মেয়ে মোহিনী স্বামীর সহিত কলহ করে না। হরিমতি ও তাহার স্বামী যোগীন—ইহাদের মধ্যেও মনান্তর না থাকিলেও মতান্তর আছে প্রচুর।

কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের বিভেদই বড়ো কথা নয়। ইহার চেয়ে (নাট্যকারের পক্ষে) লোভনীয় বিভেদ শরৎচন্দ্র দিয়াছেন একই মানুষের প্রকৃতির মধ্যে। পৃথক মানুষের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ত আছেই, একই মানুষের মধ্যে কত বিরোধ হইতেছে। পূর্ব্বের মানুষের সহিত পরের মানুষের কত প্রভেদ! বিরাজের সবার বড়ো পরিচয় তাহার সতীত্বাভিমান। তাই সেই বিরাজকে পরপুরুষের বজরায় উঠিয়া কুলত্যাগ করিতে হইল। নীলাম্বরের মতো পত্নীগতপ্রাণ প্রেমিক স্বামী জগতে দুর্লভ। সেই নীলাম্বর উপবাসিনী রুগ্না সাধ্বী স্ত্রীকে কলঙ্ক দান করিল, কঠিন আঘাত করিয়া মাথা ফাটাইল। পীতাম্বর শঠ, পীতাম্বর শ্রদ্ধাবিশ্বাসহীন, পীতাম্বর স্বার্থপর। কিন্তু পীতাম্বর কালমৃত্যুর মুখে পড়িয়াও দাদার পা ছাড়িল না, প্রাণরক্ষার জন্যও রোজা ডাক্তার ঔষধ কিছুই স্বীকার করিল না। চিরকালের ভীতা সঙ্কুচিতা মোহিনী একদিন নিঃসঙ্কোচ সত্য ও স্বাধিকারের শক্তিতে দুর্ভাগ্য-বিক্ষুব্ধ সংসারের হাল দৃঢ়মুষ্টিতে তুলিয়া লইল। এ সকল গুণ যদি নাটকীয় উপাদান না হয়, তবে নাটক প্রস্তুত হইবে কী লইয়া?

আর একটি অতি মূল্যবান নাট্যবস্তু শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে দিয়াছেন অজস্র—তাহা Dramatic Irony, ভাগ্যের বিড়ম্বনা। নিজের সতীত্ব

লইয়া যত গর্ব্বোক্তি, যত অতিশযোক্তি বিরাজ করিয়াছে সবই তাহার ভবিষ্যৎ বিড়ম্বনার দ্যোতক। নহিলে এমন করিয়া ও-সব কথা বিরাজের মুখে তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তা দিতেন না।

কালো-কুচ্ছিত কাণা-খোঁড়া হইলেও স্বামী তাহাকে ভালবাসিত নিশ্চয়, এ সত্য অতি নিষ্ঠুর ভাবে বিধাতা তাহাকে প্রত্যক্ষ করাইলেন। যে মুখরা বিরাজ স্বামীকে বলিল—তুমি না হয গাছতলায় থাকতে পার, কিন্তু আমি ত পারি না, মেয়েমানুষের লজ্জা সরম আছে—আমাকে দাসীবৃত্তি করেও একটা আশ্রযে বাস করতেই হবে। হায! সেই বিরাজকেই অচিরকাল পরে গাছতলাতেই বাস করিতে হইল, একদিন নয় বহুদিন। এবং দাসীবৃত্তি করিয়াও তাহার আশ্রয় টিকিল না। উদাহরণ বাড়াইবার প্রযোজন নাই, রসিক পাঠক নাট্যসম্ভাবনার দিক দিয়া বিরাজ-বৌ উপন্যাস পড়িলে আনন্দ পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি ইহার নাট্য-সম্পদ সম্বন্ধে যে সামান্য চিন্তা করিয়াছি, তাহারই অল্প উল্লেখ করিলাম।

বার্ণাড-শ নই, আমার ভূমিকা পড়িবার জন্য পাঠকের তৃষ্ণা নাই, তাহা জানি। অতএব অলমতি বিস্তরেণ।

৯৩।১, সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা
১৫ই ভাদ্র, ১৩৫৪

কানাই বসু

বিরাজ-বৌ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে দুই ভাই নীলাম্বর ও পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর বাটীর প্রাঙ্গণ। একদিকে নীলাম্বরের ঘর, পাকা দেয়াল গোলপাতার চাল। অন্যদিকে পীতাম্বরের ঘরের একটা পাশ। নীলাম্বরের ঘরের সামনে পাকা রক, তাহা হইতে তিন ধাপ সিঁড়ি নামিয়াছে প্রাঙ্গণে। আর একটি দাওয়া-ওলা ঘর দেখা যাইতেছে প্রাঙ্গণের পিছন দিকে, এই ঘরের দেওয়াল ও দাওয়া মাটীর। এটি রান্নাঘর। রান্নাঘরের পাশে, পীতাম্বরের ঘরের দিকে ধানের মরাই, উঠানের প্রায় মধ্যস্থলে তুলসীমঞ্চ। সর্ব্বশুদ্ধ একটি পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছল গৃহস্থ বাটীর শ্রী সর্ব্বত্র পরিস্ফুট।

সকাল-বেলা

পীতাম্বরের ঘরের দিক হইতে পীতাম্বর প্রবেশ করিয়া সামনে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সে খর্ব্বকায় ও কৃশ। গায় গলাবন্ধ কোট, ছোট ঝুলের ধুতি, কোঁচা উলটাইয়া কোমরে গোঁজা, পায় মলিন ক্যানভাসের জুতা। তাহার বগলে কাগজপত্র (ফুলস্‌ক্যাপ আকারের বোর্ডের সহিত ফালি দিয়া বাঁধা)। বাম হস্তে দড়ি বাঁধা দোয়াত ঝুলিতেছে, দক্ষিণ হস্তে পুরাতন ছাতি। 'দুর্গা, দুর্গা' বলিতে বলিতে পীতাম্বর কয়েক পদ আসিয়াছে, এমন সময় তাহার পিছন হইতে তাহার স্ত্রী মোহিনী প্রবেশ করিল

মোহিনী। (সসঙ্কোচে) বলছিলুম—(পীতাম্বর শুনিতে পাইল বলিয়া মনে হইল না। তখন একটু উচ্চস্বরে) একটা কথা বলছিলুম—

পীতাম্বর ভ্রুকুটি করিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পিছনে ফিরিল না

পীতাম্বর। (বিরক্ত কণ্ঠে) সেই পিছু না ডেকে ছাড়লে না ! সকাল থেকে কথা বলবার সময় হল না, যেই বেরোব, অমনি (সুর নকল করিয়া) একটা কথা বলছিলুম।

মোহিনী। (তখন কাছে আসিয়াছে) তুমি যে আজ বড্ড তাড়াতাড়ি বেরোলে, তাই ভুলে—

পীতাম্বর। তাড়াতাড়ি বেরোব না তো কি—(হঠাৎ গলা নামাইয়া) তোমার আঁচল ধরে ঘরে বসে থাকতে হবে নাকি ? যেমন দেখছেন ! (এই কথার সঙ্গে সে নীলাম্বরের ঘরের পানে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল) আজ দিনটা কী, তা খেয়াল আছে ? তিন দিন ছুটির পর আজ আদালত খুলছে, দেরি করে গেলে, লোকে আর্জ্জি দরখাস্ত কি আমার জন্যে জীইয়ে রাখবে ? না, দরখাস্ত লিখে দেবার লোক সব মরেছে এই দুর্দ্দিনে ?

মোহিনী। তা, আমি কি অত শত জানি ? কবে আদালতের কাজ বেশি, কবে কী—

পীতাম্বর। তা জানবে কেন ? রোজগার কেমন ক'রে কত কষ্টে করতে হয়, তা জানতে এ বাড়ির লোকের নিষেধ আছে যে। ভাগ্যে জমি জিরেত গুলো ছিল। নাও, কী বল্‌বে চট্‌পট্‌ বল।

মোহিনী। (কুণ্ঠার সহিত) বলছিলুম, আমাকে একটা টাকা দেবে ?

পীতাম্বর। টাকা ? এ-ক-টা টাকা ? বলি এত নবাবি কেন ? য়্যাঁ ? তিন্ তিন্‌টে দিন রোজগার বন্ধ, আজও কী হবে কে জানে, আর পরিবার এলেন টাকা চাইতে ! আদর আর ধরে না।

মোহিনী। বড্ড দরকার গো, দাও না।

পীতাম্বর। কোথা পাব ? দেখছ আয় নেই তিন দিন—

মোহিনী। কাল সন্ধ্যে বেলায ত কৈলাশের মা সুদ না কী দিয়ে গেল। তোমার পায়ে পড়ি, দাও।

পীতাম্বর। তাও দেখা হয়েছে ? আ খেলে যা! এত দেখেছ, আর সে-গুলো যে বাক্সয় তুলে রাখলুম, সেটা দেখ নি ? যাও, যাও, মিছে দেরি করে দিও না। (অগ্রসর হইল)

মোহিনী। কোন দিন কি চাই ? না, কোন দিন তুমি হাত তুলে দুটো পয়সা দিয়েছ ? আজ বড্ড দরকার বলেই না এত করে বলছি। পযসা ত তোমার বাক্সেই থাকে চিরকাল, তা থাক্—

পীতাম্বর।` কী ? পিছু ডেকে হল না, আবার বাক্স খুঁড়ছ ? আচ্ছা! আজ রোজগারপাতি কী রকম হয় দেখি,তারপর (প্রহারের ভঙ্গীতে হাত তুলিয়া) ফিরে এসে তোমার এই বেয়াড়াপানা আমি বার করব।

প্রস্থানোদ্যত

মোহিনী। নিজের জন্যে চাই নি কোন দিন, চাইবও না গো। ঠাকুরের মানসিক করেছিলুম, তাই এমন ভিখিরির মতন—(অভিমানে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল)

পীতাম্বর। (যাইতে যাইতে ফিরিল, কিছু কোমল কণ্ঠে) নাওঃ, গণ্ডা দুয়েক পয়সা ছিল সম্বল পকেটে, তা কি থাকবার যো আছে। নাও, নিয়ে মাথা কেনো। (ছাতা বাম হাতে ঝুলাইয়া পকেট হইতে পয়সা বাহির করিল)

মোহিনী। দু আনা ? দু আনায় আমি কী করে--

পীতাম্বর। খুব হবে, খুব হবে। ঠাকুর দেবতা আর কত খান বাপু। চিরকাল পাঁচ পয়সার খেয়ে এসেছেন, গরীবের বাড়ি, নাও, ধর। (হাতে পয়সা দিল) নাও, দুগ্‌গা দুগ্‌গা বল দিকি, দুগ্‌গা দুগ্‌গা বল, অনেক দেরি হয়ে গেল।

'দুর্গা, দুর্গা' বলিতে বলিতে ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিল। মোহিনী পয়সা মাথায় স্পর্শ করিয়া, দুর্গা নাম উচ্চারণ করিয়া, ঘরে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় পীতাম্বর ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

পীতাম্বর। ওগো দেখ, পুজো টুজো দিতে ঠাকুরতলায় যাবে, কি কোথায় যাবে, আর ঘর দোর গুলো হাট করে খুলে রেখে যাবে, তা ক'র না যেন। জানলা গুলো ছিটকিনি এঁটে দোরে তালা দিয়ে তবে বাড়ি থেকে বেরিয়ো। আমার মাথাটি খেয়ো না, বুঝলে? দুগ্‌গা দুগ্‌গা……

ব্যস্তভাবে প্রস্থান

ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া মোহিনীও প্রস্থান করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে নেপথ্য হইতে মৃদুকণ্ঠে কীর্ত্তন জাতীয় সুর শোনা গেল। প্রবেশ করিল নীলাম্বর। তাহার আকৃতি পীতাম্বরের বিপরীত। দীর্ঘ, উন্নত, বলিষ্ঠ দেহ, গৌরবর্ণ, গায়ে জামা নাই। গলায় তাহার তুলসীর মালা। নীলাম্বর আসিয়া তাহার ঘরের রকে একটি খুঁটি ঠেস দিয়া বসিল, কণ্ঠের সঙ্গীত স্পষ্টতর হইল। যদু ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। নীলাম্বর গান থামাইয়া হুকায় মুখ লাগাইল।

তাহার দশবৎসর বয়স্কা অনূঢ়া ছোট বোন হরিমতী পিছন হইতে নিঃশব্দে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর হুকা বাম হাতে লইয়া, ডান হাত ঘুরাইয়া বোনের মাথার উপর রাখিয়া সস্নেহে কহিল—

নীলাম্বর। সকাল-বেলাই কান্না কেন দিদি?

হরিমতি। (মুখ রগড়াইয়া পিঠময় চোখের জল মাখাইয়া দিতে দিতে) বৌদি—

ক্রন্দন

নীলাম্বর। হ্যাঁ, বৌদি। বৌদি কী করেছে বল ত?

হরিমতি। গাল টিপে দিয়েছে।

নীলাম্বর। বটে!

হরিমতি। আবার 'কানী' বলে গাল দিয়েছে।

নীলাম্বর। (বোনটিকে পিছন হইতে টানিয়া সামনে বসাইয়া কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছাইয়া দিয়া) তোমাকে কানী বলে? এমন দুটি চোখ থাকতে তোমাকে যে কানী বলে, সে-ই কানী। কিন্তু গাল টিপে দেয় কেন?

হরিমতি। (কান্নার সুরে) মিছিমিছি।

নীলাম্বর। মিছিমিছি? আচ্ছা, চল ত দেখি।

রক হইতে নামিল

নেপথ্যে বিরাজ। ও যদু, যদু এলি? একটা কাজে যদি গেল ত—

বলিতে বলিতে রান্নাঘরের পাশ হইতে বড়বধূ বিরাজ
প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল

বিরাজ অসামান্যা সুন্দরী। লালপাড় শাড়ী পরণে, গায় জামা নাই,
কপালে উজ্জ্বল সিঁদুর টিপ্। আসিয়া ভাইবোনকে
এক সঙ্গে দেখিয়া সে জ্বলিয়া উঠিল

বিরাজ। ও! পোড়ারমুখি আবার নালিশ করতে এসেছিস?

নীলাম্বর। কেন আসবে না? তুমি কানী বলেছ, সেটা না হয় তোমার মিছে কথা। কিন্তু তুমি গাল টিপে দিলে কেন?

বিরাজ। দেবে না! অত বড় মেয়ে, ঘুম থেকে উঠে চোখে মুখে জল দেওয়া নেই, কাপড় ছাড়া নেই, গোয়ালে ঢুকে বাছুর খুলে দিয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছে! আজ এক ফোঁটা দুধ পাওয়া গেল না। [illegible] মারা উচিত।

নীলাম্বর। না, ঝিকে গয়লাবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু

তুমি দিদি হঠাৎ বাছুর খুলে দিতে গেলে কেন? ও কাজটা ত তোমার নয়।

হরিমতি। (দাদার পিছনে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে) আমি মনে করেছিলুম দুধ দোওয়া হয়ে গেছে।

বিরাজ। আর কোন দিন মনে কোরো।

বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরের সিঁড়ির দিকে চলিল

নীলাম্বর। (হাসিয়া) তুমিও একদিন ওর বয়সে মায়ের পাখী উড়িয়ে দিয়েছিলে। খাঁচার দোর খুলে দিয়ে মনে করেছিলে খাঁচার পাখী উড়তে পারে না। মনে পড়ে?

বিরাজ সিঁড়ির উপর দুই ধাপ উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল—

বিরাজ। পড়ে। কিন্তু ও বয়সে নয়, আরও ছোট ছিলুম।

সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া গেল

হরিমতি। চল না দাদা, বাগানে গিয়ে দেখি আম পাকল কি না।

নীলাম্বর। তাই চল দিদি।

ভৃত্য যদুর প্রবেশ

যদু। নারাণ ঠাকুরদা মশাই বসে আছেন, চণ্ডীমণ্ডপে।

নীলাম্বর। (অপ্রতিভ হইয়া মৃদুস্বরে) এরই মধ্যে এসেছেন?

রান্নাঘরের ভিতর হইতে শুনিতে পাইয়া বিরাজ দ্রুতপদে
বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল—

বিরাজ। যেতে বলে দে খুড়োকে। (স্বামীকে) এই রোগ থেকে উঠেছ, সকাল বেলাতেই যদি ও সব খাবে ত আমি মাথা খুঁড়ে মরব। কী সব হচ্ছে আজকাল? কী রে যদু, কথা কানে গেল না? খুড়োকে

বিদেয় করে আয়। এসে ঐ পোড়া কল্‌কে ফল্‌কে কোথায় কী আছে লুকোনো, সব টান মেরে ফেলে দিয়ে আয় নদীতে।

যদু বাহিরে গেল

বিরাজ রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যত, এমন সময় নীলাম্বর ও হরিমতিকে দুইপা যাইতে দেখিয়া সে ফিরিয়া বলিল—

বিরাজ। কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

হরিমতি। কোথাও না বৌদি, এই একটু—

বিরাজ। একটুও নয়, বেশিও নয়, কোথাও যেতে হবে না। (স্বামীর প্রতি) রোদ চড়ে গেছে, রোগা শরীরে হট্ হট্ করে বনে বাদাড়ে ঘোরা চলবে না তোমার। এইখানে বসে তামাক খাও, ভাইবোনে নালিশ ফরেদ কর। বাইরে বেরোলেই যত রাজ্যের অকাজ নিয়ে মাতবে তুমি।

নীলাম্বর। আমি বুঝি খালি অকাজ করেই বেড়াই বিরাজ?

বিরাজ। হ্যাঁ গো ঠাকুর, তোমার কাছে পরম সুকাজ, কিন্তু আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। গাঁয়ে রোগেরও সীমা নেই, আর তোমারও কাজের কামাই নেই। কার সেবা হচ্ছে না, কে ওষুধ পেলে না, কার গতি হল না—না বাবু, এই শরীরে তুমি যদি বাইরে বেরোও ত অনর্থ করব আমি, তা বলে দিচ্ছি।

পুনরায় রান্নাঘরে ঢুকিল

নীলাম্বর। কাজ নেই গিয়ে, এস দিদি এইখানেই বসি।

নীলাম্বর ও হরিমতি রকে বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হরিমতি দাদার ক্রোড়ের কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া বলিল—

হরিমতি। আচ্ছা দাদা, বৌদি কেন তোমাকে বোষ্টুম ঠাকুর বলে?

নীলাম্বর। (গলার তুলসীর মালা দেখাইয়া) আমি বোষ্টম বলেই বলে।

হরিমতি। (অবিশ্বাসের সুরে) যাঃ, তুমি কেন বোষ্টুম হবে? তারা ত ভিক্ষে করে। আচ্ছা, বোষ্টুমরা সব ভিক্ষে করে কেন দাদা?

নীলাম্বর। নেই বলেই করে।

হরিমতি। কিচ্ছু নেই তাদের? তাদের পুকুর নেই, বাগান নেই, ধানের গোলা নেই, কিচ্ছুটি নেই?

নীলাম্বর। (সস্নেহে হাত দিয়া বোনটির মাথার চুলগুলি নাড়িয়া দিযা) কিচ্ছুটি নেই দিদি, কিচ্ছুটি নেই। বোষ্টুম হলে আর কিচ্ছুটি থাকতে নেই।

হরিমতি। তবে তাদের কিছু দাও না কেন দাদা? আমাদের ত এত আছে।

নীলাম্বর। (সহাস্যে) তোর দাদা ত পারলে না। তুই যখন রাজার বৌ হবি দিদি, তখন দিস।

হরিমতি। (লজ্জায় দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া) যাঃ!

নীলাম্বর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিল।
নেপথ্যে পুরাতন দাসী সুন্দরীর গলা শোনা গেল

সুন্দরী। (নেপথ্যে) ও পুঁটি, বৌমা ডাকছেন, দুধ খাবে এস।

হরিমতি। (মুখ তুলিয়া মিনতির সুরে) দাদা, তুমি বলে দাও না, এখন দুধ খাব না। এখনও আমার একটুও ক্ষিদে পায় নি।

নীলাম্বর। (হাসিয়া) সে আমি যেন বুঝলুম, কিন্তু যে গাল টিপে দেবে, সে ত বুঝবে না।

সুন্দরীর প্রবেশ

সুন্দরী। বৌমা দুধ নিয়ে বসে আছেন পুঁটি। আর দেরি করলে আস্ত রাখবেন না।

নীলাম্বর। (তাহাকে তুলিয়া দিয়া) যা, কাপড় ছেড়ে দুধ খেয়ে আয় বোন, আমি বসে আছি।

হরিমতি অপ্রসন্নমুখে ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেল

সুন্দরী। এদিকে বৌদি বলতে অজ্ঞান, আবার একটা হাঁক দিলে ভয়ে কাঁটা।

নীলাম্বর। ও তবু পারে, আমি ওকে কখনও বকতে ঝকতে পারি না। অথচ ও-ই ত হাতে করে মানুষ করেছে।

সুন্দরী। আহা, তা আর করে নি। তিন বছরের মেয়ে, এই বৌ-বেটার হাতে দিয়েই ত মা গেলেন। তা বড়-বৌমারই বা বয়স কত তখন। সেই বয়সেই বৌমা এক হাতে সংসার, আর এক হাতে ঐ মেয়েকে তুলে নিলেন। নিজের কোলে একটা দিয়েও রাখলেন না ঠাকুর, ঐ মেয়েই যেন ওর পেটের মেয়ে।

নীলাম্বর। ও ছিল তাই পুঁটিকে বাঁচাতে পেরেছি সুন্দরী। নইলে আমি ত মড়া পুড়িয়ে আর—, তোর কাছে আর লজ্জা কী, তুই না জানিস কী। তবে যাই করি, মার বড় আদরের পুঁটীর আমি অযত্ন করি নি, মা ত দেখছেন।

বলিতে বলিতে উদ্‌গত অশ্রু লুকাইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। সুন্দরীও চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় যদু প্রবেশ করিল। তাহার কাঁধ হইতে একটি গামছা ঝুলিতেছে, গামছার প্রান্তে ঝুলির মত অংশে কিছু শাকসব্জী

যদু। এই ন্যাও বড়মা, তোমার পচ্চিমের গাছের কচি ডুমুর আর নোতুন নাউডগা।

সেই সময় ছোটবৌ মোহিনী খিড়কির দিক হইতে প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটি ছোট চুবড়িতে ফুল বেলপাতা

সুন্দরী। বৌমা তোমাকে খুঁজছিলেন যে গো।

যদু। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। অ ছোটমা, এগুলো নাও ত মা। এ পলতা কি এখানকার? এ সেই বামুন-ডাঙ্গার মাঠেথে তুলে এনেছি। বড়বাবুরে ভেজে দিও খনি। বড় মিঠে পলতা।

মোহিনী পলতা ডুমুর ও লাউডগা লইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল

সুন্দরী। পলতা আনবে, তাও আবার সেই বামুন-ডাঙ্গায় যেতে হবে কেন? এই ত দোরের পাশে—

যদু। না সুন্দুরী দিদি, বামুন-ডাঙ্গার মাঠের মতন এমন মিঠে পলতা তুমি পাবা কোথায়?

সুন্দরী। (সহাস্যে) পল্‌তার আবার মিঠে। বলে তেঁতুলের নেই মিষ্টি—

যদু। ন্যাও কথা। পলতা মিঠে নয়? বলো নি দিদি অমন কথা। তোমার গে ব্যাসম দে মেখে, দুটো কেলে জিরে ফেলে ভেজে খেয়ে দেখ ত একবার। তোমার গে অসগোল্লা ফেলে খেতে হবে না? হ্যাঁ।

সুন্দরী। তা শুধু পল্‌তা তুললে যদুদা, অমনি ঐ গাছের ফলও দুটো তুলে দেখলে না কেন।

যদু। তোমার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক, তেমন দিন হলি ত বাঁচি দিদি। বুড়োমানুষ, পারতোছ কই। তা, তোমার গে, তুমি দিদি হও, তুমিই দুটো তুলে ন্যাও কেনে—হাঃ হাঃ হাঃ—

সুন্দরী। আহা, আমি কেন পটল তুলতে গেলুম। তোমার মতন বুড়োও হই নি, হাবড়াও হই নি।

যদু। না সুন্দুরী দিদি, তোমার গে, তুমি উব্বশীর মতন ছেরককাল বেঁচে থাক ভাই, ছেরক্‌কাল বেঁচে থাক।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

বিরাজ প্রবেশ করিল

বিরাজ। (নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে আসিল) এইখানেই পাঠিযে দে ছোট-বৌ। (নীলাম্বরকে না দেখিয়া) কোথায় গেলেন আবার ? অ সুন্দরী, ইান গেলেন কোথায রে ?

সুন্দরী। এই চণ্ডীমণ্ডপের দিকে গেলেন, পেন্নাম করতে বোধহয়।

বিরাজ। যা দিকি, ডেকে আন। আজ কত বেলা হবে কে জানে।

সুন্দরীর প্রস্থান

বিরাজ তাহার ঘরের ভিতর হইতে আসন আনিয়া দাওয়ায় পাতিল

বিরাজ। আর যদুকে যে বল্লুম—হাঁরে সুন্দরী, যদু গেল কোথায় দেখ ত।

নীলাম্বরের প্রবেশ

নীলাম্বর। যদু কি আর যদুতে আছে। সাতগাঁর চক্কোত্তিদের বড়বাবুর আজ অন্নপ্রাশন, কোথায় পলতা, কোথায় কাঁচকলা, কোথায় ডুমুর ক'রে সে সাতগাঁ ছেড়ে সাতগাঁ চষে বেড়াচ্ছে। তুমিই ত পাঠিয়েছ।

বিরাজ। পাঠাব না ? এই যে পাঁচ দিন পরে আজ দুটো ভাত খাবে তুমি, আচ্ছা, তুমিই বলে দাও, আমি কী দিয়ে তোমার পাতে ভাত দিই ? তুমি এ খাবে না, সে খাবে না, শেষকালে কিনা মাছ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলে।

নীলাম্বর। ঐ মৃত দেহ ছাড়া বুঝি আর খাবার নেই ? পরমেশ্বরের বাগানে এত তরকারি রয়েছে।

বিরাজ। এত ত কত। ঐ থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। এ দিয়ে কি পুরুষমানুষ খেতে পারে ?

এক থালি ফল মিষ্ট লইয়া অবগুণ্ঠিতা মোহিনী প্রবেশ করিল

বিরাজ। তুমি আবার হাতের কাজ ফেলে উঠে এলে কেন ছোট-বৌ? পুঁটীকে দিয়ে পাঠালেই হত।

মোহিনী থালি রাখিয়া নীরবে প্রস্থান করিল

নীলাম্বর। এ কী? এত বেলায় এ সব কেন?

বিরাজ। হ্যাঁ, আজ রান্নার দেরি হবে। উঠে ব'সো।

নীরবে স্মিতমুখে নীলাম্বর দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া বিরাজ তর্জন করিল—

বিরাজ। উঠে এসে ব'সো, আর বেলা ক'রো না।

নীলাম্বর উঠিয়া আসনে বসিল

নীলাম্বর। যথা আজ্ঞা।

বিরাজ। কী হাসো, আমার গা জ্বালা করে। দিন দিন তোমার খাওযা কমে আসছে—সে খবর রাখ? গলার হাড় বেরোবার যো হচ্ছে, সে দিকে চেয়ে দেখ?

নীলাম্বর। অসুখ বিসুখ করলে একটু রোগা দেখায়ই মানুষকে।

বিরাজ। তুমি আমাকে বুঝিও না। এ সে রোগা নয়। এ কি আজ হয়েছে, না, তুমি নিজের পানে চোখ তুলে দেখ কোন দিন?

নীলাম্বর। দেখেছি গো দেখেছি, ও তোমার মনের ভুল।

বিরাজ। মনের ভুল? তুমি গুণে একটি ভাত কম খেলে আমি বলে দিতে পারি, রতি পরিমাণ রোগা হ'লে আমি গাযে হাত দিযে ধরে দিতে পারি, তা জান?

নীলাম্বর। জানি জানি, জানি যে তোমার মতন পাগল আর নেই সংসারে।

বিরাজ। (ডাক দিয়া) ও পুঁটি, তোর দাদার দুধটা নিয়ে আয় না। (গলা নামাইয়া) পাগল ? পাগল করেছিলে কেন ?

নীলাম্বর। করতে হয় নি। কিন্তু দুধ কী হবে ?

বিরাজ। আমি খাব। না, ঠাট্টা নয়, কাল ও-বাড়ির পিসিমা এসেছিলেন, শুনে বল্লেন—এত কম বয়সে মাছ ছেড়ে দিলে চোখের জ্যোতি কমে যায়, গায়ের জোর কমে যায়। না, না, সে হবে না, শেষকালে কী হতে কী হবে, তোমাকে মাছ ছাড়তে আমি দেব না।

নীলাম্বর। (হাসিয়া) আমার হয়ে তুই বেশি করে খাস, তা হলেই হবে।

বিরাজ। (রাগের সুরে) কী যে হাড়ি কাওরার মতন আবার তুই তোকারী কর।

নীলাম্বর। (অপ্রতিভ হইয়া) মনে থাকে না রে। ছেলে-বেলার অভ্যেস যেতে চায় না। কত তোর কান মলে দিয়েছি, মনে আছে ?

বিরাজ। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) মনে আবার নেই ? ছোটটি পেয়ে আমার ওপর কম অত্যাচার করেছ তুমি ? বাবাকে লুকিয়ে, মাকে লুকিয়ে, আমাকে দিয়ে তুমি কত তামাক সাজিয়েছ ! কম শয়তান তুমি !

নীলাম্বর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

নীলাম্বর। আজও সেই সব মনে আছে তোর ? কিন্তু তখন থেকেই তোকে ভালবাসতুম।

বিরাজ। (হাসি চাপিয়া) জানি। চুপ কর, পুঁটি আসছে।

বাম হাতে একটা ছিন্নবস্ত্র পরানো পুতুল ও ডান হাতে গরম দুধের বাটি লইয়া হরিমতি আসিল। বাটি পাতের কাছে বসাইয়া সে পাখা লইয়া বাতাস করিতে উদ্যত হইল

বিরাজ। আমাকে পাখাটা দে পুঁটি, যা তুই খেল্‌গে যা।

পুতুলকে কাপড় পরাইতে পরাইতে হরিমতি চলিয়া গেল।
সেইদিকে একটুক্ষণ চাহিয়া, পরে বিরাজ বলিল—

বিরাজ। সত্যি বলছি, অত ছোট-বেলায বিযে হওযা ভাল নয।

নীলাম্বর। কেন নয়? আমি ত বলি, মেযেদের খুব ছোট-বেলায বিয়ে হওয়াই ভাল।

বিরাজ। (মাথা নাড়িযা) না, আমার কথা নয আলাদা, কিন্তু পাঁচজনের ঘরে দেখছি ত। ঐ যে ছোট-বেলা থেকে মারধর সুরু হয়ে যায়, শেষে বড় হলেও সে দোষ ঘোচে না। সেই জন্তেই ত আমি আমার পুঁটির বিয়ের নামটিও করি নে। নইলে পরশুও রাজেশ্বরীতলার ঘোষালদের বাড়ি থেকে ঘটকী এসেছিল। সর্ব্বাঙ্গে গযনা, হাজার টাকা নগদ—তবুও আমি বলি, না আরও দুবছর থাক।

নীলাম্বর। (বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া) তুই কি পণ নিযে মেযে বেচবি না কি রে? না না—

বিরাজ। কেন নেব না? আমার একটা ছেলে থাকলে টাকা দিয়ে মেয়ে ঘরে আনতে হ'ত না? আমাকে তোমরা তিনশো টাকা দিয়ে কিনে আন নি? ঠাকুরপোর বিযেতে পাঁচশো টাকা দিতে হয নি? না, না, তুমি আমার ও-সব কথায় থেক না—আমাদের যা নিয়ম আমি তাই করব।

নীলাম্বর। (অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া) আমাদের নিয়ম মেয়ে বেচা এ-খবর কে তোকে দিলে? আমরা পণ দিই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে এক পয়সাও নিই নে। আমি পুঁটিকে দান করব। (দুধের বাটি তুলিল)

বিরাজ। (হাসিয়া) আচ্ছা, তাই ক'রো। কিন্তু ও কী? ঐ ফল ক'টাও খাওয়া গেল না? মাথা খাও, উঠো না—ও পুঁটি, শিগ্‌গির শোন, ছোট-বোয়ের কাছ থেকে দুটো সন্দেশ নিয়ে আয়।

নীলাম্বর। পাগল নাকি? যখন তখন সন্দেশ অমনি খেলেই হল? না, তাই খায় মানুষে?

পুঁটির প্রবেশ

বিরাজ। হাঁ, খায়। হয় মাছ ছাড়তে পাবে না, নয় এ-সব একটু বেশি করে খেতেই হবে, এই বলে দিলুম।

নীলাম্বর। তোর এই খাবার জুলুমের ভয়ে ইচ্ছে করে বনে গিয়ে বসে থাকি।

পুঁটী। আমাকেও দাদা—

বিরাজ। চুপ কর্ পোড়ারমুখী, খাবি নে ত বাঁচবি কী করে? এই নালিশ করা বেরোবে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে। কথায় কথায় দাদার কাছে নালিশ!

নীলাম্বর। শুনিস্ কেন ওর কথা দিদি। নালিস করা বেরোবে! রোজ নালিশ করবি শ্বশুরবাড়ির নামে। রোজ যাব দেখা করতে, যখন খুশী আমার কাছে নিয়ে আসব, এই সব কথা আগে ঠিক করে, তবে বিয়ে দেব না?

বিরাজ রেকাব, আসন ইত্যাদি তুলিয়া প্রস্থান করিতেছিল, ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—

বিরাজ। আচ্ছা, দেখা যাবে। বিরাজ বামনী আজই মরছে না।

প্রস্থান

নীলাম্বর। (ঘরের ভিতর নির্দ্দেশ করিয়া) তুই আয় ত বোন, মহাভারতটা নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে। বাইরে ত বেরোতে দেবে না।

হরিমতি ঘরের ভিতর ঢুকিল

মঞ্চ ঘুরিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপ। প্রশস্ত উচ্চ দাওয়া, সিঁড়ি নামিয়াছে, পাশ দিয়া গাছপালা ঘেরা পল্লীপথ, দূরে গ্রামের দৃশ্য, চণ্ডীমণ্ডপের সামনে খড়ের পালুই

যদু একটা কলিকাতে ফুঁ দিতেছিল। আগুন ধরিয়া উঠিল, সে হাতের মুঠার উপর কলিকা বসাইয়া গোটা-দুই টান দিযাছে, এমন সময় পিছন হইতে পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল নীলাম্বরের প্রজা নবীন দাস। নবীনের কাঁধে নূতন গামছা, হাতে লাঠি

নবীন। কী হচ্ছে গো খুড়োমশাই? বড়বাবু আছেন নাকি?

যদু। নবীন চন্দর যে। কী খবর? হ্যাঁ, বড়বাবু আছেন বই কি।

যদু পুনরায় হাতের মুঠায় মুখ লাগাইল। ভিতর দিক হইতে নীলাম্বরের খড়মের শব্দ আসিল। সঙ্গে সঙ্গে সে কলিকায় ফুঁ দিতে প্রবৃত্ত হইল

যদু। এই যে বড়বাবু আসতেছেন।

নীলাম্বরের প্রবেশ

নবীন আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। নীলাম্বর পৈতা স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। যদু ইতিমধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হইতে একটা মোড়া আনিয়া দাওয়ায় রাখিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল

নীলাম্বর। কী খবর নবীন, কোথাও যাচ্ছিস নাকি? গাওনা আছে বুঝি?

নবীন। আজ্ঞে না দেবতা, গাওনা টাওনা এখন বন্ধ আছে।

নীলাম্বর। কী রকম পালা গাইছিস, একদিন শোনালি না?

নবীন। আজ্ঞে, হুকুম করলেই হয়। গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করে যাব। তা গিয়েছিনু একবার মগরায়, মাহাজনের ঘরে চোত কিস্তির উসুল দিয়ে এনু। ঘরে ফিরছি, মনে করনু একবার দেবতার চরণ—

নীলাম্বর সিঁড়ির উপর বসিল

নীলাম্বর। দোকান ভাল চলছে ত রে?

নবীন। আপনার ছিচরণের আশীব্বাদ দেবতা। কাল রাত্তিরে মগরাতেই ছিনু, তা শুযে শুয়ে ভাবছিনু, যাঁর জমিতে বাস করি আমাদের সেই বড়বাবুও মাহাজন, আর এই মগরায় ইনিও মাহাজন, বামুনও বটে। কিন্তু একটা পয়সা বাকি থাকলে মাল বন্ধ। মাথা খুঁড়লেও মিলবে না। একেবারে কচ্ছপের কামড়, মেঘ না ডাকলে ছাড়ান নেই।

যদু আসিয়া হুকা দিয়া গেল। নীলাম্বর হুকায় মুখ দিল

নবীন। তা চলি আজ্ঞে। দুটো দিন বাড়ি ছিলাম না, তাতেই মনটা উতলা হযে আছে। ঘরে ঘরে রোগ দেখে গিছি কিনা।

হরিমতি মহাভারত হাতে প্রবেশ করিল

হরিমতি। ও দাদা, রদ্দুরে বসেছ কেন? বৌদি মানা করে দিয়েছে না?

নবীন। পেল্লায় বই যে দিদিঠাকরুণ। কী বই গো?

হরিমতি। মহাভারত।

নবীন। দিদি আমাদের একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতী। বড়বাবু, একটা কথা মনে পড়ল।

নীলাম্বর। কী কথা?

নবীন। বলি। যাও ত দিদি, দাদার জন্যে একটা পাখা নিয়ে এস ত।

বিস্মিত হরিমতি মহাভারত রাখিয়া ভিতরে গেল

নবীন। দিদিমণিকে দেখে মনে পড়ল। আমাদের মগরার রায়মশায়ের একটি ছেলে আছেন বড়বাবু, আহা, হীরের টুকরো ছেলে। এবার তেনারে দেখেই আমার দিদিঠাকরুণের কথা মনে পড়ে। আবার

এখন দিদিঠাকরুণকে দেখেই তেনার কথা মনে হল। যেমন কাত্তিকের মতন দেখতে, তেমনি একটা পাশের পড়া পড়তেছেন। আর বাপ অতি সজ্জন। আমার অনেক দিনের মাহাজন ত, পয়সাটা একটু বেশি চেনেন, তা হোক, টাকার নেকা জোকা নেই। তেমনি মান্যে গণ্যে—

নীলাম্বর। মেয়ে খুঁজছেন নাকি?

নবীন। তা তেমন পেলেই দেন। আমার সামনেই এক ঘটক এলেন কি না। শুনলাম কথাবাত্তা—তবে হাঁ'টা একটু বেশি আমাদের রায়মশায়ের। আবার পছন্দ-সই মেয়েটিও চাই। তা ভাবলুম বলি যে, কত্তা, মেয়ে আছেন আমাদের গাঁয়ে জ্যান্ত নক্ষী পিরতিমে। সে মেয়ে দেখলে হাঁ করতে ভুলে যাবেন কত্তা! (হাস্য)

নীলাম্বর। ছেলেটি তুমি ভাল বলছ? খরচ আমি করব, ঐ একটি বোনের বিয়ে বই ত নয়। তা একবার—, না, এখন থাক নবীন। বড়-বোয়ের ইচ্ছে নয় এত শিগগির পুঁটির বিয়ে দেয়।

নবীন। মানে, ছেড়ে থাকতে পারবেন না, হাঃ হাঃ হাঃ, তা আর জানি নে। পেটের মেয়ের বাড়া। এ আমি একটা কথার কথা বললাম!

পাখা হাতে হরিমতির প্রবেশ

আসি দেবতা।

প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল

নীলাম্বর। তুই খবরটা একটু রাখিস নবীন। একদিন নয় তোর সঙ্গে গিয়ে চুপি চুপি দেখে আসব।

নবীন। যে আজ্ঞে। তবে তাড়াতাড়িই বা কী? পরের ঘরে দিলেই পর হয়ে যাবেন।

নবীনের প্রস্থান

হরিমতি। কই দাদা পড় না।

সে দাদার পায়ের কাছে পৈঠার উপর বসিয়া মহাভারত কোলে লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। নীলাম্বর ভগ্নীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গভীর স্নেহে মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইল। আপন মনেই বলিল—

নীলাম্বর। না থাক।

হরিমতি। কী থাক? পড়বে না দাদা?

নীলাম্বর। সে কথা নয়। তুই থাক দিদি, তুই থাক।

তাহার চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিল

বিরাজ প্রবেশ করিল। বিরাজের পরিধানে এখন পট্টবস্ত্র, সদ্যস্নাত এলো চুল

নীলাম্বর। এ কী? আবার চান করলে নাকি?

বিরাজ। (সে কথার জবাব না দিয়া) যাই, বাবা পঞ্চানন্দের পূজোটা পাঠিয়ে দিই এইবার। হ্যাঁ গা, ভালো আছ ত? ও কী? চোখ ছল ছল করছে কেন? আবার কি—

বলিতে বলিতে কাছে আসিয়া বাহুর দ্বারা কপালের ও হাতের উল্টা পিঠ দিয়া বুকের উত্তাপ অনুভব করিল

না, গা ত ভালই আছে। কী জানি বাপু, আমি ত ভয়ে শুকিয়ে আছি। জানি নে এ বছর মার মনে কী আছে। ঘরে ঘরে কী কাণ্ড যে শুরু হয়েছে। পরশু সকালে শুনলুম আমাদের মতি মোড়লের ছেলের সর্ব্বাঙ্গে মা'র অনুগ্রহ হয়েছে—দেহে তিল রাখবার স্থান নেই।

নীলাম্বর। (ব্যস্ত হইয়া) মতির ছেলের? মতির কোন্ ছেলের বসন্ত দেখা দিয়েছে?

বিরাজ। বড়ছেলের। আহা, ঐ ছেলেই ওর রোজগারী। মা শীতলা, গাঁ ঠাণ্ডা কর মা। (উদ্দেশে প্রণাম করিল) গেল শনিবারে

তোমার জ্বরটা যখন বাড়ল, মাকে ডেকে বললুম, ভাল যদি কর মা, তবেই তোমার পূজো দিয়ে আবার খাব দাব, নইলে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করব।

বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল

নীলাম্বর। (আশ্চর্য্য হইয়া) তুমি উপোস করে আছ নাকি?

হরিমতি। হ্যাঁ দাদা, কিচ্ছু খায় না বৌদি—কেবল সন্ধ্যে-বেলায় এক মুঠো কাঁচা চাল আর এক ঘটি জল খেয়ে আছে। কারও কথা শোনে না।

নীলাম্বর। (অসন্তুষ্ট হইয়া) এইগুলো তোমার পাগলামি নয়?

বিরাজ। (অঞ্চলে চোখ মুছিয়া) পাগলামি নয়? আসল পাগলামি। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে ত বুঝতে পারতে। (পুনরায় চোখ মুছিল) পুঁটি, সুন্দরী পূজো নিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে যাস ত শিগ্‌গির করে নেয়ে নিগে।

হরিমতি। (আহ্লাদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) যাব, বৌদি।

বিরাজ। তবে যা, আর দেরি করিস নে।

হরিমতি ছুটিয়া চলিয়া গেল

বিরাজ। পাগলামি করেছি, কি কী করেছি, সে আমি জানি, আর যে দেবতা আমার মুখ রেখেছেন তিনিই জানেন। (একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) আমি ত তাহলে একটি দিনও বাঁচতুম না, সিঁথের এ সিঁদুর তোলবার আগে সিঁথে পাথর দিয়ে ছেঁচে ফেলতুম। ছি ছি, কী বকে যাচ্ছি। দুর্গা, দুর্গা। যাই, ভালয় ভালয় পুজোটা হয়ে যাক, আজ ক্ষিদে পেয়েছে আমার।

বলিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিল

নীলাম্বর মহাভারত তুলিয়া লইয়া পাতা উলটাইয়া যথাস্থান খুঁজিয়া পড়িতে শুরু করিয়াছে, এমন সময় বৃদ্ধ মতি মোড়ল আসিয়া একেবারে তাহার পায়ের নীচে সিঁড়ির উপর কাঁদিয়া পড়িল

মতি। ও দাদাঠাকুর গো—

নীলাম্বর। কী হয়েছে? কী? ও মতি—

মতি। ওগো দাদাঠাকুর, তুমি একবার না দেখলে ত আমার ছিমন্ত আর বাঁচে না।

কাঁদিতে লাগিল

নীলাম্বর। কী রকম হয়েছে খুলে বল, কাঁদিস নে।

মতি। একবার পায়ের ধূলো দাও দেবতা। ছিমন্ত যে আমার ফাঁকি দিয়ে চলে যায়—

আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল

নীলাম্বর। গায়ে কি খুব বেশি বেরিয়েছে মতি?

মতি। সে আর কী বলব। মা যেন একবারে ঢেলে দিয়েচেন। ছোটজাত হয়ে জন্মেছি দাঠাকুর, কিছুই ত জানি নি, কী করতে হয়—

বলিতে বলিতে সে নীলাম্বরের দুই পা জড়াইয়া ধরিল

একবার চল গো একবার চল।

নীলাম্বর। (ধীরে ধীরে পা ছাড়াইয়া লইয়া কোমল স্বরে) কিছু ভয় নেই মতি, তুই যা, আমি পরে যাচ্ছি। তুই ঘরে যা।

মতি। ঘরে গিয়ে যে টিকতে পারি নে ঠাকুর। সে মাগি আছাড়ি পিছাড়ি করছে। (উঠিল) ভুলে থেক নি দেবতা, আমাদের ওষুধ বিষুদ মন্তর তন্তর সব ঐ দুটি পায়ে। একবার পায়ের ধূলো দিয়ে পরাণটা রক্ষে করে যাও।

নীলাম্বর। যাব ত বলেছি মতি। যাবই আমি। তুই যা, মোড়ল-বৌ একলা আছে।

চোখ মুছিতে মুছিতে মতি চলিয়া গেল

নীলাম্বর চিন্তিত মুখে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। তখন খর রৌদ্রে মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। নেপথ্য হইতে হরিমতির কণ্ঠ আসিল—

হরিমতি। (নেপথ্যে) দাদা, বৌদি ঘরে এসে শুতে বলছে।

নীলাম্বর নীরবে বসিয়া রহিল। হরিমতির প্রবেশ

হরিমতি। শুন্‌তে পাও নি দাদা ?

নীলাম্বর ধীরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না

অনেকক্ষণ ঠায় বসে আছ। বৌদি বলছে রোদটা বড্ড চড়া হয়েছে, আর রোদের তাতে বসে থাকতে হবে না।

নীলাম্বর। (আস্তে আস্তে বলিল) সে কী করছে রে পুঁটি ?

হরিমতি। বৌদি ? বৌদি পূজোর জিনিসপত্তর গুছিয়ে দিচ্ছে।

নীলাম্বর। লক্ষ্মী দিদি আমার, একটি কাজ করবি ?

হরিমতি। (ঘাড় কাত করিয়া) হ্যাঁ করব।

নীলাম্বর। (কণ্ঠ অতি কোমল করিয়া) আস্তে আস্তে আমার চাদর আর ছাতিটা নিয়ে আয় দেখি।

হরিমতি। চাদর আর ছাতি ?

নীলাম্বর। হ্যাঁ, নিয়ে আয় ত দিদি।

হরিমতি। (চোখ কপালে তুলিয়া) বাবা রে ! বৌদি ঠিক এই দিকে মুখ করে বসে রয়েছে যে।

নীলাম্বর। পারবি নে আনতে ?

হরিমতি অধর প্রসারিত করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—

হরিমতি। না দাদা, দেখে ফেলবে। তুমি ঘরে চল।

নীলাম্বর। হুঁ, যাই। হরিমতির প্রস্থান

রৌদ্রের দিকে চাহিয়া চিন্তিত নীলাম্বর একবার উঠিল, আবার বসিয়া পড়িল। বিরাজ প্রবেশ করিল। তাহার হাতে চার পৃষ্ঠার এক চিঠি ও একটি খাম।

বিরাজ। তবু বাইরে বসে আছ? হ্যাঁ গা, আজই ত ডাকের দিন? না, কালকে?

নীলাম্বর। আজ।

বিরাজ। পূজো নিয়ে যাবে ঝি, অমনি চিঠিটা ফেলে দিয়ে আসবে।

নীলাম্বর। কাকে লিখলে, অত বড় চিঠি?

বিরাজ। ছোটমামিমা কদিন হল চিঠি দিয়েছেন, তা জবাব দেবার কি ফুরসৎ পেয়েছি তোমার জন্যে। কাল রাত জেগে তাই লিখে দিলুম।

নীলাম্বর। চার পাতা জুড়ে কী এত লিখলে? দেখি।

চিঠি লইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার মুখে হাসির রেখা ফুটিল

বিরাজ। তোমাকে অত দেখতে হবে না।

নীলাম্বর। হুঁ! এ ত দেখছি সবই শীতলার ব্রত কথা। কেমন করে শুধু মাত্র তাঁর আশীর্ব্বাদে এ বাড়িতে মরা বেঁচেছে, সিঁথের সিঁদুর হাতের নোয়া বজায় রয়ে গেছে, সেই কাহিনী।

বিরাজ। হ্যাঁ, বেশ। ওই আমাদের কাহিনী। দাও তুমি, আমার চিঠি দিয়ে দাও।

চিঠি ফিরাইয়া লইয়া ভাঁজ করিতে লাগিল

নীলাম্বর। (এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া) একটি কথা রাখবে বিরাজ?

বিরাজ। কী কথা?

নীলাম্বর। যদি রাখ ত বলি।

বিরাজ। রাখবার মতন হলেই রাখব। কী কথা?

নীলাম্বর। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) না, বলে লাভ নেই বিরাজ, তুমি কথা আমার রাখতে পারবে না।

বিরাজ। হ্যাঁ গা, ঠিকানাটা ঠিক লিখেছি ত ?

নীলাম্বর। হ্যাঁ।

বিরাজ ফিরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল। ফিরিয়া বলিল—

বিরাজ। আচ্ছা বল, আমি কথা রাখব।

নীলাম্বর একটুখানি হাসিল, একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, তার পর বলিল—

নীলাম্বর। এই মাত্র মতি মোড়ল এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল। তার বিশ্বাস, আমার পায়ের ধুলো না পড়লে তার ছিমন্ত বাঁচবে না। আমাকে এখুনি একবার যেতে হবে।

তাহার মুখপানে চাহিয়া বিরাজ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে বলিল—

বিরাজ। (গম্ভীর ভাবে) এই রোগা দেহ নিয়ে তুমি যাবে ?

নীলাম্বর। কী করব বিরাজ, কথা দিয়েছি। একটিবার যেতেই হবে।

বিরাজ। কথা দিলে কেন ?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল

বিরাজ। (কঠিন স্বরে) তুমি কি মনে কর তোমার প্রাণটা তোমার একলার ? ওতে কারও কিছু বলবার নেই ? তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার ?

নীলাম্বর কথাটা লঘু করিয়া ফেলিবার জন্য হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার হাসি আসিল না। সে কোন মতে বলিল—

নীলাম্বর। কিন্তু তার কান্না দেখলে—

বিরাজ। (কথার মাঝখানে বলিয়া উঠিল) ঠিক ত। তার কান্না দেখলে। কিন্তু আমার কান্না দেখবার লোক সংসারে আছে কি ?

বলিয়া চিঠিখানা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল—

বিরাজ। উঃ, পুরুষমানুষেরা কী? চার দিন চার রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটালুম, ও হাতে হাতে তার প্রতিফল দিতে এই রোগা শরীরে চলল বসন্ত রুগী ঘাঁটতে! আচ্ছা যাও, আমার ভগবান আছেন।

সে চলিয়া যাইতেছিল।

অতি ক্ষীণ হাসি নীলাম্বরের ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে বলিল—

নীলাম্বর। সে ভরসা কি তোদের আছে বিরাজ, যে কথায় কথায় ভগবানের দোহাই পাড়িস?

বিরাজ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধের স্বরে বলিল—

বিরাজ। না ভগবানের উপর ভরসা তোমাদেরই একচেটে, আমাদের নেই। আর ভরসা থাকে ভাল না থাকে ভাল, এই রোগা দেহ নিয়ে এই রোদে তোমাকে বাড়ির বার হতে আমি দেব না, তা তুমি যত তর্কই কর না কেন।

বিরাজ চলিয়া গেল

নীলাম্বর হতাশ ভাবে খুঁটি ঠেস দিয়া বসিল।

একটু পরে মতি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রবেশ করিল

মতি। ঘরে যেয়েই ফিরে এনু, ছিমন্ত কী রকম করতিছে—

বলিতে বলিতে সে সিঁড়ির উপর মাথা ঠুকিতে উদ্যত হইল।

নীলাম্বর তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া উঠাইল ও বলিল—

নীলাম্বর। চুপ, চুপ, চুপ কর মতি। কোন ভয় নেই।

মতি। ওগো আমার ছিমন্ত বুঝি—

নীলাম্বর। আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।

মতিকে টানিয়া লইয়া নীলাম্বর বাহির হইয়া গেল। একটু পরে পূজার নৈবেদ্য লইয়া সুন্দরী ও একটি ডাব হাতে হরিমতি আসিল

হরিমতি। দাঁড়াও সুন্দরীদিদি, বৌদিদি দক্ষিণের টাকা বার করে আনছে।

উভয়ে দাঁড়াইল

মোহিনীর প্রবেশ

মোহিনী। (অতি কুণ্ঠিত ও মৃদু কণ্ঠে) সুন্দরি, একটি কাজ করবে ?

সুন্দরী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল

এই পাঁচটি পয়সার চিনি সন্দেশ আর দু পয়সার দই কিনে বাবাকে দিও, আর এই একটি পয়সা দক্ষিণে, লক্ষ্মীটি।

সুন্দরী। এই ত পূজো যাচ্ছে ছোটবৌমা, আবাব কেন ?

মোহিনী। তা হোক, তুমি কারুকে ব'লো না সুন্দরি। লক্ষ্মীটি।

পয়সা দিয়া দ্রুত পদে যেন পলাইয়া গেল। বিরাজ প্রবেশ করিল।

তাহার এক হাতে একটি ছোট রেকাবে বাতাসা

বিরাজ। (নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে ঢুকিল) ওবে তোরা বাতাসাগুলো ফেলে যাচ্ছিস্ যে, অ সুন্দরি, চোখ কোন্ দিকে থাকে তোর ? হ্যাঁ রে পুঁটি, তোব দাদা কোথায় গেলেন ? পূজো যাচ্ছে, একবার দেখুক। দেখ দিকি ভেতরে—

চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর নির্দ্দেশ করিল।

পুঁটি উঠিয়া ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিয়া দাওযার উপর হইতে বলিল—

হরিমতি। না, এখানে ত নেই দাদা।

বলিয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার দৃষ্টি পড়িল দূরে মাঠের উপর। তাহার চোখ বিস্ফারিত হইল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল—

হরিমতি। ও মা, ঐ যে দাদা! ঐ ত কার সঙ্গে মাঠের ওপর দিযে ছুটে চলেছে—

শুনিয়া চমকিত বিরাজের হাত হইতে ঝন ঝন শব্দে থালি পড়িয়া গেল, সে পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সন্ধ্যার প্রাক্কাল

নীলাম্বরদের চণ্ডীমণ্ডপ। দাওয়ার উপর একটি মোড়ায় বৃদ্ধ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় বসিয়া তামাক টানিতেছে, নিচে পৈঠার উপর নবীন এক টুকরা কলাপাতা পাকাইতে পাকাইতে গান গাহিতেছে। গানটি কীর্ত্তন। অদূরে যদু দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছে। গান শেষ হইলে—

যদু। খাসা গাইছ নবীনচন্দর! বাঃ, বাঃ!

নবীন। খুড়ো, আমি কি আর শিখতে পেরেছি? এই গানই যখন আমাদের বড়বাবু গান, আহা, বনের পশুপাখী থির হয়ে শোনে।

যদু। যাই, গরুটারে গোয়ালে তুলে আসি।

প্রস্থান

ভোলানাথ একটা সুখটান দিয়া হুকা হইতে কলিকাটি তুলিয়া নবীনের হাতে দিল। নবীন পাতার নল সহায়তায় ধূমপান করিতে লাগিল

ভোলানাথ। তোদের বড়বাবুর যেমন কাণ্ড! আমাদের ন'পাড়ার অতদিনের হরিসভা পড়ে রইল, আর তিনি গেলেন গয়লাপাড়ায় গিয়ে কেত্তনের দল বসাতে।

নবীন। আজ্ঞে না, দল তিনি বসান নি কর্ত্তা। দল আমাদের, আমরা সন্ধ্যে-বেলায় বসে এট্টু-আদটু নাম করি, তিনি দয়াময় মধ্যিসধ্যি এট্টু পা'র ধূলো দান করেন। ওঁর ত বামুন গয়লা ভেদ নেই।

তবে তাও বলি ঠাকুরমশায়, বামুন সজ্জন মুনি ঋষিতে দেশ ত বিজ্‌ বিজ্‌ করছিল, কিন্তু ভগবান এসে জন্ম নিলেন এই গয়লার ঘরেই ত? না কী বলেন?

ভোলানাথ। যা বুঝিস না, সে কথা কইবি না, বুঝলি? ওসব শাস্ত্রের কথা, গভীর অর্থ, তুই ওর কী হদিস্‌ পাবি রে বেটা মুখ্‌খু গয়লার পো।

ভোলানাথের পরাজয়ে তৃপ্তির হাসি হাসিল নবীন

নবীন। হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ—তা কইতি পারেন কত্তা, তা অবিশ্যি কইতি পারেন। শাস্তরের কথা আমরা কী বুঝব। নেন্‌, ধরেন্‌।

কলিকা প্রত্যর্পণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

যদুর প্রবেশ

নবীন। আচ্ছা, উঠি খুড়ো। সেধোকে দোকানে বসিয়ে এসেছি, ছেলেমানুষ, ব'লো বড়বাবুকে যে বড় বিপদে পড়েই নবীন এসেছিল।

যদু। বলব।

নবীন। তবে বলি শোনো—

যদু আগাইয়া আসিল। নবীন তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া কথা কহিতে লাগিল। ভোলানাথ অপ্রসন্নমুখে সেই দিকে চাহিয়া তামাক টানিতে লাগিল

নবীন। এই ত চাষের আবস্থা, এবছরও একটা ফসল ঘরে তুলতে পারলাম না, ধান যা হয়ে'ল, আধপেটা খেতে কুলোল না, দেখছো ত? এই কাল ছোটবাবু দোকানে এসে কী হাঁকাহাঁকি, কী গাল্লাগালি। বলেন—ওসব চালাকি আমি শুনতে চাই নে, আমার আদ্দেক খাজনা মিটিয়ে দিয়ে যা খুসী করগে যা। দুঃখে ধাক্কায় আমারও মাথার ঠিক

নেই খুড়ো, বললাম—ছোটবাবু, ভেন্ন হয়েছেন, আপনি হয়েছেন, সে আপনাদের ভায়ে ভায়ে কথা। আমি ও সব জানি নে। আমার দোবার যখন সময় হবে, বলতে হবে না, বড়বাবুর পায়েই জমা দিয়ে আসব। তারপর তাঁর ঠেঞে আপনি আপনার হিস্তে বুঝে নেবেন। ব্যাস্। কী বল গো খুড়ো ?

যদু মাথা নাড়িতে লাগিল। নবীন কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল—

তা তুমি আর কিছু ব'লো নি বড়বাবুকে। যা বলবার আমিই কাল এসে বলব। চললাম।

নবীন প্রস্থান করিল। যদু ফিরিয়া আসিতেছে—নবীন পুনঃপ্রবেশ করিয়া ডাকিল—

নবীন। একটা কথা খুড়ো। (যদু ফিরিয়া গেল) বলছিলাম, পারলে কি মানুষ ইচ্ছে করে দেয় না ? না, আমাকে এতকাল দেখেও ছোটবাবু চেনেন নি ?

যদু। তা বই কি। আচ্ছা, তোমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নবীন। বড্ড দেরি হয়ে গেল খুড়ো। সেধোটা কী করছে কে জানে। আসলে ছোটবাবুর ভয়টা কী জান ? বড়বাবু যদি খরচা করে ফেলেন। তেনার—মানে—দিদিঠাকরুণের বিয়ের পর থেকে এট্টু টানাটানি যাচ্ছে কিনা—

যদু। না না, টানাটানি নয় নবীনচন্দর—

নবীন। না তাই বলছি। আর দেখ খুড়ো, সেও ত মূলে এই আমি। ঐ দিদিঠাকরুণের বিয়ের সম্বন্ধ আমিই পেরথম তুলি রায়মশায়ের ছেলের সাথে, সে কবে ? আড়াই বছর পরে সেই

সেখানেই হল কথা, বিয়েও হল সেইখানে। কী খরচা, কী ধূমধাম। আর সেই বিয়ে ইস্তক ছটি মাস এই চলেছে বড়বাবুর। তাই বলি— আমিই ত উপলক্ষি—

যদু। ভবিতব্যি রে বাবা নবীনচন্দর, ভবিতব্যি। অমন রামচন্দরকে বনে যেতে হল, যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করতে হল, তুমি করবে কী?

নবীন। না তাই বলছিনু। পারলে আর দিতুম নি? ছোটবাবুর কী বল না, অমন বোনের বিয়েতে একটা আঙ্গুল নেড়ে উবগার করলেন না। উলটে নিজের ঘরদোর ভাগবাঁটরা করে নিয়ে কেবল পুঁটুলিতে গিরের ওপর গিরে লাগাচ্ছেন বই ত নয়।

যদু। আচ্ছা নবীনচন্দর, তুমি তা হ'লে এস। সাধুচরণকে একলা রেখে এয়েছ বলছিলে—

নবীন। হ্যাঁ খুড়ো, তাইতেই ত তাড়াতাড়ি করতেছি। বড়-ছেলেটা থাকলে আমার আজ ভাবনাটা কী। আসব'খন কাল সকালে।

দ্রুত প্রস্থান

যদু কাছে আসিতেছে

ভোলানাথ। কী রে বাপু, বেলা ত কাবার হয়ে গেল। তোদের বড়বাবু কি আর ফিরবে না নাকি আজ? কী রাজকার্য্যি করে বেড়াচ্ছেন, তা ত বুঝি না।

যদু। রাজকার্য্যই করতেছেন হয় ত। কোথায় কোন দুঃখীর ঘরে ছেঁড়া কাঁথার সিংহাসনে বসে রাজকার্য্য করতে নেগে গেছেন, তিনিই জানেন।

ভোলানাথ। বলি, ফিরবে ত? না কি আমি এসেছি, খবর পেয়েছে, তাই আজ এত ফিরতে দেরি হচ্ছে?

যদু। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ, হাসালেন কত্তামশাই। তা আপনি

হলেন গাঁয়ের ঠাকুরদা, ঠাট্টা করতি পারেন। সেই যে আমার পো-মা গপ্প করতেন না?—বলে, রাজবাড়ীর ঐরেবত হাতী, সকাল-বেলা প্রাতিভ্রমনে বেরিয়েছেন। পথে তোমার গে দেখা হল মশার সঙ্গে। মশা বললে, আহা, কাল রেতে তোমায় বড্ড কামড়েছি, না? সর্ব্বাঙ্গ ফুলে উঠেছে বটে, তাই ভয়ে ঘরের থেকে বেরিয়ে পড়েছ দেখছি—হাঃ, হাঃ, হাঃ। তা বসুন, সন্ধ্যে হতে দেরি আছে, আর এক কল্কে তামুক সেবা করুন।

ভোলানাথ। থাক্ থাক্, আর ত কাজকর্ম্ম নেই, তোমার এখেনে বসে বসে তামুক সেবা করলেই আমার চতুর্ব্বর্গ ফল হবে।

যদু কলিকা লইয়া প্রস্থান করিল

ভোলানাথ। টাকা ধার দিয়ে ভাল বিপদেই পড়া গেল। (বলিতে বলিতে বাহিরের রাস্তার পানে চাহিয়া দেখিয়া) ও পীতেম্বর, পীতেম্বর হে, শোনো, শোনো।

পীতাম্বর প্রবেশ করিল

আমি তাই বলি ভাইপোটাকে যে, বলিস কাজকর্ম্ম খুঁজে পাস না, আর আমাদের পীতেম্বরকে দেখ দিকি, উকীল মোক্তার উপোষ করে মরছে, আর ও গাছতলায় বসে লোকের দরখাস্ত লিখে দিয়ে, দলিল নকল করে দিয়ে কেমন গুছিয়ে নিয়েছে।

পীতাম্বর। তারপর, ঠাকুরদা যে এখানে একলাটি বসে?

ভোলানাথ। আর ভাই, একলাটিই ত বসে থাকতে হচ্ছে। তোমার দাদা ত চোত গেল, বোশেখ গেল, জষ্ঠিও যায়, একটি পয়সা সুদ বলে উপুড় হস্ত করলেন না।

পীতাম্বর। মাপ করবেন ঠাকুরদা, ওসব আমাকে শোনাবেন না।

কাজ কী আমার ওসব কথায় ? শেষকালে লোকে বলবে—না, না, ওসবে আমি নেই।

ভোলানাথ। (সহানুভূতির পরিবর্তে এই নিস্পৃহতায় হতাশ হইল) তোমাকে শোনাচ্ছি না ভাই, বল্‌ছি আমার নিজের দুঃখের কথা! বোনের বিয়ে, ধরলে, না বলতে পারলুম না, এখন টাকাটা ডুবল দেখছি।

পীতাম্বর। ওকথা বলবেন না ঠাকুরদা। আপনার কাছে রয়েছে খত, টাকা ডুববে কেন ? অবশ্য আমি আইনের কী বুঝি, আর বুঝতে চাইও নে। সে-সব উকীলের কাজ। আমি এইটুকু জানি যে—দাদার জমী, বাঁধা রেখেছেন তিনি, তিনি গুরুজন, ভাল বুঝেছেন রেখেছেন, আমি কথাটি কই নি। আবার আপনার এখন টাকা ফেরত পাবার দরকার বলছেন, ধরুন যদি নালিশই করেন—আপনিও গুরুজন, আমি কিছু বারণ করতে পারব না। গুরুজনের কথায় কথা কইবে, তেমন ছেলে পীতাম্বর চক্কোত্তি নয়।

ভোলানাথ। সে আমি জানি না ? তাই ত বকে মরি ভাইপোটার সঙ্গে—

পীতাম্বর। তবে, টাকা আপনার মারা যাবে না, এটুকু বলতে পারি। সাতপুরুষের জমী, অপরে নিলেম করে নেবে সে সহ্য করতে পারব না। ধার-দেনা করে ঘটি-বাটি বেচেও আমাকেই রাখতে হবে। যাক্, ও আপনারা দুজনেই গুরুজন, যা ভাল বুঝবেন করবেন, আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না আপনারা।

ভোলানাথ। না, না, তোমাকে ত জানি, কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নির্ঝঞ্ঝাট লোক, তোমাকে চিনি বই কি—

পীতাম্বর। আচ্ছা বসুন ঠাকুরদা, আমি এগোই।

ভোলানাথ। নাঃ, আর বসে কী করব একা একা। চল, তোমার কলমের বাগানটা কেমন করলে দেখি।

পীতাম্বর। আসুন। (যাইতে যাইতে) আশীর্ব্বাদ করুন এমনি নির্ঝঞ্ঝাট থেকেই যেন কাটিযে যেতে পারি, অধর্ম্মের পথে যেন কখনও পা না দিই, তাতে খেতে পাই ভাল, না পাই তাও ভাল।

উহারা কথা কহিতে কহিতে বাহির হইতেছে। এমন সময়ে উহাদের সুমুখদিক হইতে কলিকাতাবাসী নূতন জমীদার পুত্র রাজেন্দ্র প্রবেশ করিল। তাহার হাতে বন্দুক, মাথার পিছনে সোলাহ্যাট ঝুলিতেছে। পরণে হাফ্‌প্যান্ট ও হাতকাটা সার্ট, প্যান্টের পিছনে হিপ্‌পকেটে মদের ফ্লাস্ক দেখা যাইতেছে। রাজেন্দ্র ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না, তাহার উৎসুক দৃষ্টি চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়া যে পথে অন্তঃপুর সেই দিকে নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে সে অপর দিকে বাহির হইয়া গেল।

পীতাম্বর ও ভোলানাথ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল। পীতাম্বর নমস্কার করিল, রাজেন্দ্র দেখিলও না। রাজেন্দ্র অন্তর্হিত হইলে ভোলানাথ বলিল—

ভোলানাথ। আলাপ হয়েছে নাকি তোমার সঙ্গে? তা ভাল।

পীতাম্বর। না, আলাপ আর কী। ওরা হল খাস কলকাতার বড়লোক, তায় নতুন জমীদার, আর আমি কোথাকার কে পাড়াগেঁয়ে মুখ্‌খু বামুন বই ত নয়। তবে এই পথেই রাতদিন ওর যাওয়া আসা, চোখাচোখি ত হয়, হাজার হোক রাজা প্রজা সম্বন্ধ।

ভোলানাথ। তা বই কি। আচ্ছা, কী সখ বাপু। সারাদিন বন্দুক নিয়ে টো টো করে বেড়াচ্ছে, শুনলুম কাছারীতে একদণ্ডও বসে না—

বলিতে বলিতে উভয়ের প্রস্থান

ক্ষণকাল পরে ধীর ক্লান্তপদে নীলাম্বর প্রবেশ করিল। তাহার মুখ ম্লান, দেহে ও বেশভূষায় অযত্নের চিহ্ন, কপালে দুশ্চিন্তার ও অকাল জীর্ণতার রেখা। তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর নীলাম্বর চুপ

করিয়া বসিয়া রহিল। বিরাজ প্রবেশ করিল। তাহারও মুখে পূর্ব্বের সে প্রফুল্ল ভাব নাই।

নীলাম্বর। ও, তুমি? এস।

বিরাজ। (সিঁড়িতে বসিযা) একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

নীলাম্বর। বল?

বিরাজ। কী খেলে মরণ হয, বলে দিতে পার?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল

বিরাজ। কত বল্লুম তোমাকে, পুঁটির আমার অমন জাযগায বিযে দিও না, কিছুতেই কথা শুনলে না। নগদ যা ছিল গেল, আমার গায়ের গযনাগুলো গেল, মধু মোড়লের দরুণ ডাঙ্গাটা বাঁধা পড়ল, দু'খানা বাগান বিক্রি করলে—তার ওপর এই দু সন অজন্মা। বল আমাকে, কী করে তুমি জামাযের পড়ার খরচ মাসে মাসে জোগাবে, আর কী করেই বা দেনা শুধবে?

নীলাম্বর তথাপি মৌন রহিল। একটু থামিয়া বিরাজ বলিল—

বিরাজ। পুঁটির ভাল করতে গিযে, দিনরাত ভেবে ভেবে তুমি যে আমার সর্ব্বনাশ করবে, সে হবে না। তার চেযে এক কাজ কর। দু পাঁচ বিঘে জমী বিক্রী করে শ-পাঁচেক টাকা যোগাড় করে গলায় কাপড় দিয়ে জামায়ের বাপকে বলগে—এই নিযে আমাদের রেহাই দিন মশাই, আমরা গরীব, আর পারব না। এতে পুঁটির অদেষ্টে যা হয হোক। (একটু অপেক্ষা করিয়া) পারবে না বলতে?

নীলাম্বর। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পারি। কিন্তু সবই যদি বিক্রি করে ফেলি বিরাজ, আমাদের কী হবে?

বিরাজ। হবে আবার কী? বিষয় বাঁধা দিয়ে মহাজনের সুদ গোণা

আর মুখনাড়া সহ্য করার চেয়ে এ ঢের ভাল। আমার একটা ছেলে নেই, দুটো প্রাণী আমরা, যেমন করে হোক চলে যাবেই।

সুন্দরী প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল

বিরাজ। সব ঘরে সন্ধ্যে দেখিয়েছিস্?

সুন্দরী। হ্যাঁ।

বিরাজ। তবে দে।

প্রদীপ লইল

সুন্দরী। আমি একবার ঘর থেকে আসি বৌমা।

বিরাজ। তা আয়।

সুন্দরীর প্রস্থান

বিরাজ চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে গিয়া প্রদীপ কুলুঙ্গির মধ্যে রাখিল, কুলুঙ্গি হইতে শাঁখ লইয়া তিন বার বাজাইল। তারপর প্রদীপ রকের উপর রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া নীলাম্বরের পায়ে প্রণাম করিল। নীলাম্বর নীরবে তাহার মস্তক একবার স্পর্শ করিল। বিরাজ পায়ের কাছে বসিল। ক্ষণকাল নীরবে কাটিবার পর—

বিরাজ। হাঁ গা, শাস্তরের কথা কি সমস্ত সত্যি?

নীলাম্বর। শাস্ত্রের কথা সত্যি নয় ত কি মিথ্যে?

বিরাজ। না, মিথ্যে বলছি নে, কিন্তু সেকালের মত একালেও কি সব ফলে?

নীলাম্বর। (মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া) আমি পণ্ডিত নই বিরাজ, সব কথা জানি নে, কিন্তু আমার মনে হয়, যা সত্যি, তা সেকালেও সত্যি, একালেও সত্যি।

বিরাজ। আচ্ছা, মনে কর সাবিত্রী সত্যবানের কথা। মরা স্বামীকে যে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, এ কি সত্যি হতে পারে?

নীলাম্বর। কেন পারবে না? যিনি তাঁর মত সতী, তিনি নিশ্চয় পারেন।

বিরাজ। তা হ'লে আমিও ত পারি?

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল ও বলিল—

নীলাম্বর। তুই কি তাঁর মত সতী নাকি? তাঁরা হ'লেন দেবতা।

বিরাজ সোজা হইয়া মাথা উঁচু করিয়া বসিল ও দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলিল—

বিরাজ। হলেনই বা দেবতা। আমিই বা কম কিসে? আমার মত সতী সংসারে আরও থাকতে পারে, কিন্তু মনে জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে, এ কথা মানি না। আমি কারও চেয়ে এক তিল কম নই, তা তিনি সাবিত্রীই হোন আর যে-ই হোন।

নীলাম্বর জবাব দিল না, তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। প্রদীপের আলোকে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কী এক রকমের আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ বিরাজের দুই চোখের ভিতর হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সে কতকটা ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল—

নীলাম্বর। তা'হলে তুমিও পার বোধ হয়।

বিরাজ স্বামীর দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া বলিল—

বিরাজ। এই আশীর্ব্বাদ কর, যদি জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত এই দুটি পা ছাড়া সংসারে আর কিছু না জেনে থাকি, যদি যথার্থ সতী হই, তবে যেন অসময়ে তাঁর মতই তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি। তার পরে এই পায়েই মাথা রেখে যেন মরি, যেন এই সিঁদুর, এই নোয়া নিয়েই চিতায় শুতে পাই।

নীলাম্বর। (ব্যস্ত হইয়া) কী হয়েছে রে বিরাজ আজ? কেউ কিছু বলেছে কি?

বিরাজের চোখে জল টলটল করিতেছিল, তৎসত্ত্বেও ওষ্ঠাধরে অতি মৃদু মধুর হাসি ফুটিল

বিরাজ। আর একদিন শুনো, আজ নয়। আজ শুধু আশীর্ব্বাদ কর, (বলিতে বলিতে স্বামীর পায়ে হাত রাখিল) মরণকালে•যেন এই দুটি পায়ের ধুলো পাই, যেন তোমার কোলে মাথা রেখে তোমার মুখের পানে চেয়ে চোখ বুজতে পারি—

সে আর বলিতে পারিল না, এইবার তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল

নীলাম্বর। কী হয়েছে? কেউ কিছু বলেছে? কোন দিন ত তুই এমন করিস নি বিরাজ, কী হয়েছে বল?

বিরাজ। (গোপনে চক্ষু মুছিল, মুখ না তুলিয়া বলিল) সে আর একদিন শুনো।

নীলাম্বর। ওঠ বিরাজ, পা ছাড়, উঠে বস।

বিরাজ। না, আগে তুমি বল, আগে কথা দাও মৃত্যুকালে এই কোলে আমার মাথাটাকে তুলে নেবে, এই পায়ের ধুলো মাথায় পাব।

নীলাম্বর। আমি বল্‌লেই কি আর হবে রে?

বিরাজ। হবে হবে, তুমি বল্‌লেই হবে। তুমি ত মিথ্যে কথা বল না।

নীলাম্বর। তবে তাই বলছি, তুমি যেমনটি চাইছ, তেমন করেই যেন তোমার মৃত্যু হয়।

বলিতে বলিতে নীলাম্বরের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, গলা ভারি হইল। বিরাজ উঠিয়া বসিয়া নিজের অঞ্চলে স্বামীর চোখ মুছিয়া লইল। তারপর সহসা বিরাজ মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল—

বিরাজ। একটা কথা জিজ্ঞেস করব, জবাব দেবে?

নীলাম্বর। কী কথা?

বিরাজ। ভয় পাচ্ছ কেন? বিষয়ের কথা নয়। আচ্ছা, আমি কালো কুচ্ছিত নই ত?

নীলাম্বর। (মাথা নাড়িয়া) না।

বিরাজ। যদি কালো কুচ্ছিত হতুম, তা হলে আমাকে কি এত ভালবাসতে ?

নীলাম্বর। (মৃদু হাসিয়া) ছেলে-বেলা থেকে একটি পরমা সুন্দরীকেই ভালবেসে এসেছি। কী করে বল্‌ব এখন, সে কালো কুচ্ছিত হলে কী করতুম।

বিরাজ। আমি বল্‌ব কী করতে ? তা হলেও তুমি আমাকে এমনই ভালবাসতে।

নীলাম্বর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল

তুমি ভাবছ কী করে জানলুম, না ?

নীলাম্বর। ঠিক তাই ভাবছি, কী করে জানলে ?

বিরাজ। আমার মন বলে দেয়। আমি তোমাকে যত চিনি, তুমি নিজেও নিজেকে তত চেন না। যা অন্যায়, যাতে পাপ হয়, এমন কাজ তুমি কখনও করতে পার না। স্ত্রীকে ভাল না বাসা অন্যায়, তাই আমি জানি, যদি আমি কানা খোঁড়াও হতুম, তবুও তোমার কাছে এমনই আদর পেতুম। সত্যি নয় ?

নীলাম্বরের চোখে পুনরায় জল আসিল। সে বিরাজের মাথাটি একবার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া ভারী গলায় বলিল—

নীলাম্বর। সত্যি বই কি বিরাজ।

বিরাজ। ঘরে চল, ভাল করে তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

নীলাম্বর নীরবে উঠিল ও উভয়ে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। তখন রাত্রি হইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর অনুজ্জ্বল দীপালোক, বাহিরে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দুইটি মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। একটি হাফপ্যাণ্ট পরা পুরুষ মূর্ত্তি, অপর স্ত্রীমূর্ত্তি। তাহাদের মুখ ভাল দেখা যায় না, কেবল চাপা কণ্ঠের কথা শোনা গেল। তাহারা রাজেন্দ্র ও সুন্দরী।

সুন্দরী। আর আপনি আসবেন না বাবু আমার সঙ্গে, দোহাই

আপনার। আমি ত বলেছি আপনাকে, কথা কইতে আমি পারি নে, আমার ভরসা হয় না। আপনি যান এইবার, কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে, সর্ব্বনাশ হবে।

রাজেন্দ্র। সব বুঝি, তবু স্থির থাকতে পারি না। ভূতে টেনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে নিযে বেড়ায়। সর্ব্বনাশের কথা কী বলছ ঝি, সর্ব্বনাশ আমার হয়ে গেছে সে দিন যে দিন তোমাদের নদীর ঘাটে প্রথম চোখে পড়ল সেই অপরূপ মূর্ত্তি। এত সুন্দরও মানুষ থাকতে পারে, আমি জানতুম না।

সুন্দরী। আপনি রাজা লোক বাবু, এই বয়েস, এই রূপ আপনার, যা হবার নয়, তার পেছনে ছুটবেন না বাবু!

রাজেন্দ্র। তুমি বুঝতে পারবে না সুন্দরী। আমার আহার নেই, ঘুম নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই। যাব, কলকাতাতেই চলে যাব। দেখি যদি ভুলতে পারি। কী জানি আবার ছুটে আসতে হবে কিনা। যাক, আমি চল্‌লুম। তবে তুমি দেখো, তুমি দেখো।

রাজেন্দ্র অন্ধকারে অদৃশ্য হইল, সুন্দরী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীলাম্বরদের গৃহ-প্রাঙ্গণ (প্রথম অঙ্কের দৃশ্য)। কেবল মরাই অন্তর্হিত হইয়াছে এবং পীতাম্বরের ঘরের পাশ হইতে একটি টানা দরমার বেড়া বাড়িটাকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে।

বৈকাল-বেলা। ভোলানাথ উঠানে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, নীলাম্বর মাথায় হাত দিয়া সিঁড়ির উপর বসিয়া

ভোলানাথ। বলি কি সাধে বাপু? তোমার ব্যাভারে বলায়। আজ নয় কাল, এ শনিবারে নয় আর বুধবার, বুড়ো মানুষকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

অঘ্রাণ মাসে এনে ফেলেছ, এখন আবার চোত মাস দেখাচ্ছ, লজ্জা করে না? চোখের চামড়া বলে কি কোন পদার্থ নেই?

নীলাম্বরের পিছনে ঘরের ভিতর দ্বারের পাশ দিয়া একখানি শাড়ীর আঁচল দেখা যাইতেছিল। ক্রমে বিরাজের দেহের এক পাশও দেখা গেল

বামুনের ছেলে, কটা টাকার জন্তে ঠকামি ধাপ্পাবাজি করছ, নরকেও যে ঠাঁই হবে না। অনেক দিন সময় দিয়েছি, অনেক ভালমানষি করেছি কিনা। আচ্ছা, টাকা আদায় হয় কি না দেখছি। ছি ছি, এমন জোচ্চোর—

নীলাম্বর উঠিয়া কী বলিতে উদ্যত হইল, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া আবার বসিয়া পড়িল। ভোলা মুখুজ্যে দুই পা যাইয়া আবার বলিল—

যাক্, আমি আর তাগাদা করতে আসব না, আজ এই শেষ কথা বলে গেলুম। তারপর যা উচিত ব্যবস্থা হয় করব, তখন আর আমাকে দোষ দিও না বাপু, বুঝলে?

নীলাম্বর। না, আপনাকে দোষ দেব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভোলানাথ। ভাঙ্গেন তবু মচকান না! ন্যাকামি দেখলে হাড় জ্বলে যায়। মিথ্যেবাদী জোচ্চোর—

বলিতে বলিতে প্রস্থান

বিরাজ অন্তরাল হইতে উঠানে নামিয়া আসিল ও নীলাম্বরের সামনে দাঁড়াইল। অসহ্য ক্ষোভ ও অপমানের জ্বালায় বিরাজের চোখ মুখ উত্তেজিত

বিরাজ। হয় আমাকে ঋণমুক্ত কর, নইলে আজ তোমার পা ছুঁয়ে আমি দিব্যি করব—

পাদস্পর্শ করিতে উদ্যত হইতেই নীলাম্বর তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—

নীলাম্বর। ছিঃ বিরাজ, সামান্যতেই আত্মহারা হ'স নে।

বিরাজ। এও সামান্য? এতেও মানুষ আত্মহারা না হয় ত কিসে হয় বল শুনি? আজ ছমাস ধরে তোমাকে বলছি উপায় একটা কর, নিত্য এই দুশ্চিন্তা আর সহ্য ক'র না, তবু তুমি শুনলে না, আজ এই অবস্থায় এসেও বলছ সামান্য?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল

চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও।

নীলাম্বর। (মৃদুকণ্ঠে) জবাব দেবার কিছুই নেই বিরাজ, কিন্তু—

বিরাজ। না, কিন্তুতে হবে না। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে তোমাকে অপমান করে যাবে, কানে শুনে আমি সহ্য করে থাকব? না। হয় আজই উপায় কর, না হয় আমি আত্মঘাতী হব।

নীলাম্বর। এক দিনেই কী উপায় করব বিরাজ?

বিরাজ। বেশ, দুদিন পরে কী উপায় করবে, তাই আমাকে বুঝিয়ে বল।

নীলাম্বর পুনরায় মৌন হইয়া রহিল

একটা অসম্ভব আশা করে নিজেকে ভুল বুঝিয়ো না, আমার সর্ব্বনাশ ক'র না। তোমার দুটি পায়ে ধরছি, এই বেলা যা হয় একটা উপায় কর। ক'মাস ধরে তাই তোমাকে বলছি যা হয় কিছু টাকা যোগাড় করে পুঁটির শ্বশুরকে ধরে দিয়ে রেহাই নাও। সংসার চলছে না, এই দেনার বোঝা, তার ওপর এই খরচা, কী করে তুমি কী করবে বল ত?

নীলাম্বর। চেষ্টা কি করছি না বিরাজ? এই দেখ ক'মাস হল যদুকে ছুটি দিয়েছি। অত দিনের লোক, চাকর বলে ছিল না, কাঁদতে লাগল। আর দেনার কথা, দেখ অধীর হলে কী হবে বল? একটা বছর যদি ষোল আনা ফসল পাই, বার আনা বিষয় উদ্ধার করে নিতে পারব। কিন্তু একবার বিক্রি করে ফেল্‌লে আর ত হবে না। সেটা ভেবে দেখ।

বিরাজ। (আর্দ্রস্বরে) দেখেছি। আসছে বছরেই যে ষোল আনা ফসল পাবে, তারই বা ঠিকানা কী? তার ওপর সুদ আছে, লোকের গঞ্জনা আছে। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার অপমান ত সইতে পারি না।

নীলাম্বর কথা কহিল না। একটু পরে—

আর কতদিন যোগীনের পড়ার খরচ যোগাতে হবে?

নীলাম্বর। আরও একটা বছর। তাহলেই সে ডাক্তার হতে পারবে।

বিরাজ। (একটু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিযা) পুঁটিকে মানুষ করেছি, সে আমার রাজ-রাণী হোক, কিন্তু সে হতে আমাব এতটা দুঃখু ঘটবে জানলে ছোট-বেলায তাকে নদীতে ভাসিযে দিতুম।

একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।
তারপর আস্তে আস্তে বলিল—

চারিদিকে অভাব, চারিদিকে অকাল—না, না, যা হযেছে তা হযেছে, তুমি আর ধার করতে পাবে না। পুঁটির শ্বশুর বড়লোক, সে যদি নিজের ছেলেকে না পড়াতে পারে, আমরা পড়াব কেন?

নীলাম্বর অতি কষ্টে শুষ্ক হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে টানিযা আনিয়া বলিল—

নীলাম্বর। সব বুঝি বিরাজ, কিন্তু শালগ্রাম সুমুখে রেখে শপথ করেছি যে, তার কী হবে?

বিরাজ। (তৎক্ষণাৎ জবাব দিল) কিছু হবে না। শালগ্রাম যদি সত্যিকারের দেবতা হন, তিনি আমার কষ্ট বুঝবেন। আর আমি ত তোমারই অর্দ্ধেক, যদি কিছু এতে পাপ হয়, আমি আমার নিজের মাথায় নিয়ে জন্ম জন্ম নরকে ডুবে থাকব।

বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল

নীলাম্বর নীরবে তাহার দক্ষিণ হস্ত বিরাজের মাথার উপর রাখিল। বিরাজ চোখ মুছিল। এমন সময় রকের অন্তরাল হইতে সুন্দরীর কণ্ঠ আসিল—

সুন্দরী। বৌমা, উনুন জ্বেলে দেব কি ?

বিরাজ রক হইতে উঠানে নামিয়া আসিল, সুন্দরী সামনে আসিল

বিরাজ। (চাপা স্বরে) উনুন ? তা দে, তোদের জন্যে দু'টো রাঁধতে হবে ত।

সুন্দরী। খালি আমাদের জন্যে রাঁধতে হবে ? আর তুমি ?

বিরাজ। আমার শরীরটা ভাল নেই। আমি আর কিচ্ছু খেতে পারব না এবেলা।

সুন্দরী। (বড় গলায় নীলাম্বরকে শুনাইয়া) তুমি কি মা তবে রাত্তিরে খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে ?

বিরাজ। আঃ, থাম্ তুই।

সুন্দরী। না খেয়ে যে আধখানি হয়ে—

বিরাজ। বাজে বকিস নে সুন্দরি, যা উনুনে আঁচ দিগে যা।

সুন্দরী। উনুনে আঁচ দিতে হবে না, জিজ্ঞেস করলে পাছে তুমি না বল, তাই আমি আগেই উনুনে আগুন দিয়ে দিইছি, তা তুমি রাগই কর আর যাই কর। বলে রাত উপোষী থাকলে হাতিও শুকিয়ে যায়—

বিরাজ তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। নীলাম্বর শুদ্ধ চিন্তাকুল বসিয়া বসিয়া ক্ষণকাল পরে ঘরের ভিতর হইতে চাদর আনিয়া কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল

মঞ্চ ঘুরিল

তৃতীয় দৃশ্য

রান্নাঘরের অভ্যন্তর। ভিতরে জ্বলন্ত উনানে ভাতের হাঁড়ী, একদিকে জলের ঘড়া, ঘটি ইত্যাদি তৈজসপত্র। প্রদীপ জ্বলিতেছে। উনানের ধারে বিরাজ, আগুনের লাল আভা ও প্রদীপের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে। অদূরে দ্বারের কাছে বসিয়া সুন্দরী হাঁ করিয়া সেই মুখের দিকে চাহিযাছিল। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—

সুন্দরী। সত্যি কথা মা, তোমার মতন রূপ আমি মানুষেব কখনও দেখি নি। এত রূপ রাজা-রাজড়ার ঘরেও নেই।

বিরাজ। (তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বিরক্তকণ্ঠে) তুই রাজা-রাজড়ার ঘরের খবর রাখিস ?

সুন্দরী। (হাসিয়া) রাজা-রাজড়ার ঘরের খবর কতকটা রাখি বই কি মা। নইলে সেদিন তাকে ঝাঁটাপেটা করতুম না ?

বিরাজ। (এবার রীতিমত রাগ করিল) তুই যখন তখন ঐ কথাই তুলিস কেন বল্ ত সুন্দরি ? কে কোথায কী বলেছে না বলেছে, আমাকে না হ'ক সেকথা শোনাবি কেন ? তা ছাড়া, যা হয়ে বযে চুকেবুকে শেয হয়ে গেছে, সে কথা তোলবার দরকারই বা কী ?

সুন্দরী। কোথায চুকেবুকে শেষ হযে গেছে বৌমা ? এই কাল আবার আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিযে বল্লেন—

বিরাজ। (সক্রোধে) তুই গেলি কেন ? তুই আমার কাছে চাকরি করবি, আর যে ডাকবে তার কাছে ছুটে যাবি ? তুই নিজে না বলেছিলি ও-মাসে যে তারা সব কলকাতায চলে গেছে ? আর আসবে না ?

সুন্দরী। সত্যি কথাই বলেছিলুম বৌমা। ক'মাস আগে চলেই ত গিয়েছিলেন। আবার দেখছি সব এসেছেন। আর আমার

যাবার কথাই যদি বল্‌লে মা, পিযাদা ডাকতে এলে, না বলি কী করে? এই তুমি মনিব, যেদিন সন্ধ্যে-বেলায ঘাটে থেকে ফিরে রেগে আগুন হযে হুকুম করলে—যা ত সুন্দরি, কে একটা লোক ঘাটের ধারে দাঁড়িযে আছে, মানা করে দি গে আমাদের বাগানে ঢুকতে, তা গেলুম নি?

বিরাজ। গেলি, কিন্তু যা বলেছিলুম তা করেছিলি?

সুন্দরী। (থতমত খাইযা) যঁ্যা?

বিরাজ। (তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিযা) বলি, মানা করতে বলেছিলুম, তা করেছিলি?

সুন্দরী। (সামলাইযা লইবার চেষ্টা করিল) ওমা, তুমি কী কথা কও বৌমা! মানা করলুম নি ত কী করলুম তবে? আমি কি গিয়ে গপ্‌প করলুম তার সঙ্গে?

বিরাজ। গল্প করেছিলি কি না, সে তুই জানিস। কিন্তু তা হ'লে আবার এত কথাই বা হয় কেন, আর তোকে ডেকেই বা পাঠায় কিসের জোরে?

সুন্দরী। সেই কথাই ত বলছি মা। তুমি যেমন মনিব, তাঁরাও হলেন তেমনি এ মুল্লুকের জমীদার। আমরা দুঃখী প্রজা, পিয়াদা পাঠালে হুকুম অমান্য করি কী ভরসায?

বিরাজ হাঁড়ীর ঢাকা খুলিয়া ভিতরে হাতা দিয়া নাড়িয়া দিল,
তারপর ঢাকা বন্ধ করিয়া সুন্দরীর প্রতি চাহিয়া বলিল—

বিরাজ। তারা এ মুল্লুকের জমিদার নাকি?

সুন্দরী। (এক গাল হাসিয়া) হ্যাঁ মা, এই মহালটা যে তাঁরাই কিনেছেন। জমিদার ত নয়, রাজা ব'ল্‌লেই হয়। তাঁর বাসের বুগ্যি কাছারী বাড়ী ত নেই, তাই বাবু ঐ তোমার ঘাটের ওপারে

ঝাঁববাগানে তাঁবু খাটিয়ে রয়েছেন। (সোৎসাহে) তা সত্যি মা, রাজপুত্তুর ত রাজপুত্তুর! কীবে মুখ চোখের ছাঁদ, কী রঙ, আর কীবে রাজার মতো ঐশ্বয্যি। তাঁবুর মধ্যে ঢুকলে—

বিরাজ। থাম, থাম, চুপ কর। ওসব কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি নি। কী তোকে বল্‌লে ডাকিয়ে নিযে গিয়ে তাই বল।

সুন্দরী। (ক্ষুব্ধস্বরে) কী কথা আর হবে মা, কেবল তোমারই কথা।

বিরাজ। হু।

ক্ষণকাল মৌন রহিল, পরে উনানের কাঠ ঠেলিযা দিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বলিল—

আচ্ছা সুন্দরি, তুই ত অনেকবার সেখানে গিযেছিস, এসেছিস, অনেক কথাও কয়েছিস, কিন্তু আমাকে ত একটি কথাও বলিস নি?

সুন্দরী। (প্রথমটা হতবুদ্ধি হইযা গেল, পরে সামলাইযা) কে তোমাকে বললে মা আমি অনেকবার গিযেছি, অনেক কথা কযে এসেছি?

বিরাজ। কেউ বলে নি, আমি নিজেই জানি। আমার কপালের পেছনে আরও দুটো চোথ কান আছে। বলি, কাল ক'টাকা বকশিস নিয়ে এলি? দশ টাকা?

সুন্দরী বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। তাহার অঞ্চলের যে প্রান্তটা সামনের দিকে পড়িয়াছিল সেইটা তাড়াতাড়ি টানিয়া লইয়া হাতের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তাহার মুখের উপর একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়িল, অস্পষ্ট আলোতেও বিরাজ তাহা দেখিল

বিরাজ। (ঈষৎ হাসিয়া) সুন্দরি, তোর বুকের পাটা এত বড় হবে না যে তুই আমার কাছে মুখ খুলবি। তবে কেন মিছে আনাগোনা করে, টাকা খেয়ে, শেষে বড়লোকের কোপে পড়বি?

সুন্দরী। না—না—

সে কথা খুঁজিয়া পাইল না

বিরাজ। কাল থেকে এ বাড়িতে আর ঢুকিস নে। তোর হাতের

জল পায়ে ঢালতেও আমার ঘেন্না করবে। যা, আঁচলে যে দশটাকার নোটটা বাঁধা আছে, ফিরিয়ে দিগে, দিয়ে দুঃখী মানুষ দুঃখু ধান্ধা করে খেগে যা। নিজে বয়েস কালে যা করেছিস, সে ত আর ফিরবে না, কিন্তু আর পাঁচজনের সর্বনাশ করতে যাস নে।

সুন্দরী কী একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার জিভ মুখের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া রহিল

মিথ্যে কথা বলে আর কী হবে? এসব কথা আমি কাউকে বলব না। তোর আঁচলে বাঁধা নোট কোথা থেকে এল, সেকথা আমি আগে বুঝি নি, কিন্তু এখন সব বুঝতে পাচ্ছি। যা, আজ থেকে তোকে আমি জবাব দিলুম। ' কাল আর আমার বাড়ি ঢুকিস নে।

সুন্দরী। (অতি বিস্মিত হইযা) ঢুকব না? এ বাড়িতে আমি ঢুকব না—তুমি—

সে আর বলিতে পারিল না, বিহ্বল বিমূঢ় ভাবে বসিয়া রহিল

বিরাজ। তোর বিশ্বাস হচ্ছে না। তুই আমার বিযে দিয়ে এনেছিস, তুই পুঁটিকে মানুষ করেছিস, তুই আমার শাশুড়ির সঙ্গে তীর্থ করে এসেছিস, তুইও এ বাড়িরই একজন। ছিলি তাই, কিন্তু রইলি কোথায? এ বাড়ির একজন হলে তুই একটা লম্পট বদমায়েসের টাকা খেযে তোর বাড়ির বড়-বৌকে—(নিজের উত্তেজনা দমন করিয়া লইয়া) যাক্‌। অনেক দুঃখে, অনেক ঘেন্নায তোকে বিদেয় করছি সুন্দরি। তুই যা, তুই যা।

সুন্দরী কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। বিরাজ হাঁড়ীর ভিতর দেখিল, দেখিয়া ঘটি হইতে জল দিতে গেল, জল প্রায় নাই দেখিয়া অদূরস্থিত ঘড়া হইতে জল ঢালিয়া লইতে উদ্যত হইল। কিন্তু ঘড়া কাত করিয়া, হঠাৎ নিবৃত্ত হইল ও ঘটি রাখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

না, তোর হাতের জল ছুঁলেও ওঁর অকল্যাণ হবে। তুই ঐ হাত

দিয়ে টাকা নিয়েছিস। না জেনে যতক্ষণ তোর জল নিয়েছি নিয়েছি, আর নয়।

সুন্দরী মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। বিরাজ আর একটা প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া একটা মাটির কলসী তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। এতক্ষণে যেন সুন্দরীর চেতনা হইল। বিরাজের প্রস্থানের পরক্ষণেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভীতস্বরে বলিল—

সুন্দরী। ওমা, এই আঁধারে, নদীর ঘাটে—একলা—

বলিতে বলিতে সে তাহাকে অনুসরণ করিয়া বাহির হইতেছিল, কিন্তু দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সে বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে কথা কহিতে কহিতে নীলাম্বর প্রবেশ করিল

নীলাম্বর। (নেপথ্য হইতেই কথা সুরু করিয়াছে) ভেবে দেখলুম বিরাজ, আমাদের—(ভিতরে ঢুকিয়া বিরাজ নাই দেখিয়া) বিরাজ নেই এখানে ? কোথায় গেল ? হ্যাঁ সুন্দরি ?

সুন্দরী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত নীলাম্বর পুনরায় প্রশ্ন করিল—

এইখানেই ত ছিল, নারে ? গেল কোথায় ? জানিস ?

সুন্দরী তথাপি নীরব। তারপর বিস্মিত নীলাম্বরকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া অকস্মাৎ চোখে কাপড় তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। নীলাম্বর ইতস্ততঃ চাহিয়া বিস্মিত ভাবে বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরে জলের কলসী কাঁখে, প্রদীপ হাতে বিরাজ প্রবেশ করিল, পিছনে পিছনে নীলাম্বরও প্রবেশ করিল

নীলাম্বর। (বিস্মিত স্বরে) এর মানে কী বিরাজ ?

বিরাজ নীরবে কলসী ও প্রদীপ নামাইয়া রাখিয়া হাতের বাতাস দিয়া প্রদীপ নিবাইল

তুমি জল আনতে গিয়েছিলে ? এত রাত্তিরে ?

বিরাজ। গিয়েছিলুম।

নীলাম্বর। বন-জঙ্গলের রাস্তাকে তুমি ভয় কর না, অন্ধকারকেও তুমি ডরাও না, ভয়-ডর তোমার শরীরে নেই, সে জানি। কিন্তু সুন্দরীকে ঘরে বসিয়ে রেখে তুমি ঘাটে গিয়েছিলে কেন? আর সুন্দরীই বা অমন করে চলে গেল কেন?

বিরাজ ঘটিতে জল গড়াইয়া লইয়া হাঁড়িতে ঢালিয়া দিল

বিরাজ। কেমন করে চলে গেল?

নীলাম্বর। যেমন করেই যাক। কী হয়েছে বল দিকি?

বিরাজ। আমি তাকে তাড়িয়ে দিইছি।

ইহা পরিহাস মনে করিয়া নীলাম্বর মৃদু হাসিল

নীলাম্বর। বেশ করেছ। বল না কী হয়েছে তার?

বিরাজ। কী আবার হবে? আমি সত্যিই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি।

নীলাম্বর। সে কী? কেন? কী করেছিল সে?

বিরাজ। ভাল বুঝেছি তাই ছাড়িয়ে দিয়েছি।

নীলাম্বর। (ঈষৎ বিরক্ত হইয়া) কিসে ভাল বুঝলে তাই জিজ্ঞেস করছি।

বিরাজ। (স্বামীর মুখপানে চাহিয়া) আমি ভাল বুঝেছি, ছাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি ভাল বোঝ, ফিরিয়ে আন গে।

বলিয়া সে উনানের ধারে বসিয়া পড়িল

নীলাম্বর। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) কিন্তু ছাড়িয়ে যে দিলে, কাজ করবে কে?

বিরাজ। কাজ আবার কোথায়? পুঁটি নেই, ঠাকুরপোরা আলাদা, আমি ত কাজের অভাবে সারাদিন বসে কাটাই।

নীলাম্বর। (অদূরে বসিয়া) না বিরাজ, সে হবে না, দাসী চাকরের কাজ আমি তোমায় করতে দিতে পারব না। সুন্দরী কোনও দোষ করে নি, শুধু খরচ বাঁচাবার জন্তে তুমি তাকে সরিয়েছ। বল সত্যি কি না ?

বিরাজ। না সত্যি নয়। যথার্থ-ই সে দোষ করেছে।

নীলাম্বর। কী দোষ ?

বিরাজ। তা আমি বলব না। যাও, তুমি তোমার সন্ধ্যে-আহ্নিক সার গে। কী গো, বসে রইলে যে। ওঠো।

নীলাম্বর। যাই। কিন্তু বিরাজ, এ ত আমি সইতে পারব না। তোমাকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেব কী করে ?

বিরাজ। (ভ্রূকুটি দৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি চাহিয়া থাকিয়া) কী করবে শুনি ?

নীলাম্বর। সুন্দরীকে না চাও, আর কোনও লোক রাখি। তুমি একাই বা থাকবে কী করে ?

বিরাজ। যেমন করেই থাকি না কেন, আমি আর লোক চাই নে।

নীলাম্বর। না, সে হবে না। যতদিন সংসারে আছি, ততদিন মান অপমানও আছে। পাড়ার লোকে শুনলে কী বলবে ?

বিরাজ। তাই বটে ! পাড়ার লোকে শুনলে কী বলবে, এইটেই তোমার আসল ভয়। আমি কী করে থাকব, আমার দুঃখু কষ্ট হবে, এ তোমার কেবল একটা ছল।

নীলাম্বর। (ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে) ছল ? এ আমার একটা ছল ?

বিরাজ। হাঁ, ছল। আমার মুখের দিকে যদি চাইতে, আমার দুঃখু যদি ভাবতে, আমার একটা কথাও যদি শুনতে, তাহলে আজ আমার এ অবস্থা হত না।

নীলাম্বর। তোমার একটা কথাও আমি শুনি নি ?

বিরাজ। (জোর করিয়া) না, একটাও নয়। তুমি কেবলু ভেবেছ নিজের পাপ হবে, মিথ্যে কথা হবে, লোকের কাছে অপযশ হবে। কেবল তুমি নিজের কথা ভাব। অনেক দুঃখে আজ আমাকে এ কথা মুখ দিয়ে বার করতে হল। আজ নিজের ঘরে দাসীবৃত্তি করতে দিতে তোমার লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু কাল যদি তোমার একটা কিছু হয়, পরশু যে দুটো ভাতের জন্তে আমাকে পরের ঘরে গিয়ে দাসীবৃত্তি করে বেড়াতে হবে। তবে একটা কথা এই যে. সে তোমাকে চোখে দেখতেও হবে না, কানে শুনতেও হবে না। কাজে কাজেই তাতে তোমার লজ্জাও হবে না, ভাবনা চিন্তা করবারও দরকার নেই। এই না ?

নীলাম্বর সহসা এ অভিযোগের উত্তর দিতে পারিল না। মাটীর দিকে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—

নীলাম্বর। এ কখনও তোমার মনের কথা নয়। দুঃখ কষ্ট হয়েছে বলেই রাগ করে বলছ। তোমার কষ্ট আমি যে স্বর্গে বসেও সইতে পারব না, এ তুমি ঠিক জান।

বিরাজ। আগে তাই জানতুম বটে। কিন্তু কষ্ট যে কী তা কষ্টে না পড়লে যেমন ঠিক বোঝা যায় না, পুরুষমানুষের মায়া-দয়াও তেমনই সময় না হলে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু তোমার সঙ্গে এই সন্ধ্যে-বেলায় আমি রাগারাগি করতে চাই নে। তুমি কী কথা বলতে এসেছিলে আমাকে তাই বলে নিজের কাজে যাও।

নীলাম্বর। কী কথা বলতে এসেছিলুম, তা ভুলে গেছি। কিন্তু এখন যে কথা বলতে চাইছি সে অন্য কথা।

দুই এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া বিরাজের আনত মুখের পানে চাহিয়া

এ জন্মে তোমার ত কোনও দোষ অপরাধ শত্রুতেও দিতে পারে না,

কিন্তু তোমার হয় ত পূর্ব্ব জন্মের পাপ ছিল। না হলে কিছুতেই এমন হত না।

বিরাজ। (মুখ তুলিয়া) কী হত না ?

নীলাম্বর। তোমার সমস্ত দেহ মন ভগবান রাজরাণীর উপযুক্ত করেই গড়েছিলেন, কিন্তু—

বিরাজ। কিন্তু কী ? বল ?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল

বিরাজ। (রুক্ষ স্বরে) এ খবর ভগবান কখন তোমাকে দিয়ে গেলেন ?

নীলাম্বর। চোখ কান থাকলে ভগবান সকলকেই খবর দেন।

বিরাজ। হুঁ। ভগবান কি তোমাদের চোখ কান দেন শুধু মেয়েমানুষের রূপের খবর নেবার জন্যে ?

নীলাম্বর। না, তা নয়। কিন্তু এটা একবার ভেবে দেখেছ বিরাজ, যে তোমার মত কটা মেয়েমানুষ এমন নির্গুণ মূর্খের হাতে পড়ে ? এইটেই তোমার পূর্ব্বজন্মের পাপ। নইলে তোমার ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার কথা নয়। রাজার ঘরেই তোমার—

বিরাজ। থাম। তুমি কি মনে কর, এই সব কথা শুনলে আমি খুশী হই ?

নীলাম্বর। কী সব কথা ?

বিরাজ। এই যেমন রাজার ঘরেই আমাকে মানায়, রাজরাণী হতে পারতুম, শুধু তোমার হাতে পড়েই এমন হয়েছি—এই সব ? মনে কর এ শুনলে আমার খুব আহ্লাদ হয় ? না, যে বলে তার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে ?

বিরাজের রাগ দেখিয়া কুণ্ঠিত নীলাম্বর কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না

রূপ, রূপ, রূপ! শুনে শুনে কান আমার পচে গেল। কিন্তু আর যারা বলে, তাদের না হয় ঐটেই সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে, তুমি-স্বামী, এতটুকু বয়েস থেকে তোমাকে ধরে এত বড় হয়েছি, তুমিও কি এর বেশি আমার আর কিছু দেখ না? এইটেই কি আমার সব চেয়ে বড় বস্তু? তুমি কী বলে এ কথা মুখে আন? আমি কি রূপের ব্যবসা করি, না এই দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাই?

নীলাম্বর থতমত খাইয়া বলিতে গেল

নীলাম্বর। না না, তা নয়—তা বলি নি—

বিরাজ। (বাধা দিয়া) ঠিক তাই। সেই জন্যেই একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমি কাল কুচ্ছিত হলে আমাকে ভালবাসতে কি না। মনে পড়ে?

নীলাম্বর। পড়ে। কিন্তু তুমিই ত তখন বলেছিলে—

বিরাজ। হাঁ, বলেছিলুম আমি কাল কুচ্ছিত হলেও ভালবাসতে, কেন না তুমি যে আমাকে বিয়ে করেছ। তুমিও কি না আমাকে রূপের জন্যেই ভালবাসবে? ছাই রূপ! রূপ কিসের? গেরস্তর মেয়ে, গেরস্তর বৌ, আমাকে ও কথা শোনাতে তোমার লজ্জা করে না?

বলিতে বলিতে ক্রোধে অভিমানে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। দেখিয়া নীলাম্বর তাড়াতাড়ি তাহার ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল

বিরাজ। (বাম হাতে চোখের জল মুছিয়া) ছাড়, হাত ছাড়।

নীলাম্বর। এখনও রাগ করে আছ বিরাজ?

বিরাজ। রাগ কিসের? তুমি হাত ধরলে আমার রাগ থাকে কি?

নীলাম্বর। আমি মুখ্খু লোক, বোকা লোক, সবাই তা জানে, আমি নিজেও কম জানি নে। আমার কথায় এত রাগই কি করতে হয় বিরাজ?

বিরাজ। কেন তুমি ও-সব কথা বল্‌লে? তাই ত মাথা গরম হয়ে গেল্‌।

নীলাম্বর। কিন্তু আমি ত মন্দ কথা বলি নি বিরাজ।

বিরাজ আবার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—

বিরাজ। তবু বলবে মন্দ কথা নয়। খুব মন্দ কথা, অত্যন্ত মন্দ কথা। ওর চেয়ে মন্দ কথা মেয়েমানুষের কাছে আর নেই। ওই জন্যেই সুন্দরীকে আজ—

চুপ করিয়া গেল

নীলাম্বর। ওই জন্যেই সুন্দরীকে আজ—?

বিরাজ চুপ করিয়া রহিল।

নীলাম্বর। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) শুধু এই দোষে তাকে তাড়িয়ে দিলে?

বিরাজ। হুঁ।

নীলাম্বর আর প্রশ্ন করিল না। তখন বিরাজ নিজেই বলিল—

বিরাজ। দেখ জেরা ক'র না, আমি কচি খুকী নই, ভালমন্দ বুঝি। তাড়াবার মত দোষ করেছে বলেই তাড়িয়েছি। কেন, কী বৃত্তান্ত, এত কথা তুমি পুরুষমানুষ নাই শুনলে।

নীলাম্বর। না, আর শুনতে চাই নে।

নীলাম্বর উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে যাইবার মুখে দরজার কাছ হইতে বলিল—

নীলাম্বর। তোমার ভাত বোধহয় পুড়ে গেল বিরাজ।

প্রস্থান

বিরাজ। যাক্‌গে, যাক্‌। সব পুড়ে যাক্‌। (বলিয়া সে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া উনুনে জল ঢালিয়া দিল) আমি আর পারি নে, আর আমি পারি নে।

চতুর্থ দৃশ্য

নীলাম্বরের বাটীর প্রাঙ্গণ। ঘরগুলির জীর্ণ অবস্থা, চালের খড় স্থানে স্থানে উড়িয়া গিয়াছে, ছাওয়া হয় নাই। রান্নাঘরের দাওয়ার একটা অংশ ধ্বসিয়া মাটির স্তূপে পরিণত হইয়াছে। উঠান জঙ্গলাকীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন। দেখিলেই ইহাদের বর্তমান দৈন্য বুঝা যায়, যেটুকু বাকি থাকে তাহা বিরাজের প্রবেশে স্পষ্ট হইয়া উঠে। বেলা দ্বিপ্রহর।

চাঁড়ালদের মেয়ে তুলসী প্রবেশ করিল

তুলসী। কোথা গো বাউন-বৌমা? (কাহারও সাড়া না পাইয়া গলা চড়াইয়া ডাকিল) অ বৌমা, বলি বৌমা কি ঘরে আছ না কি?

বিরাজ প্রবেশ করিল। তাহার দেহ মলিনতর, কেশ রুক্ষ, অযত্নবদ্ধ, বস্ত্র জীর্ণ সেলাই করা। তাহার হাতে একটি ছোট চুবড়িতে কিছু শাক

বিরাজ। কী রে, তুলসী? এলি? সময় হল তোর আসবার? তবু ভাগ্যি আমার।

তুলসী। এই দেখ, বৌমার কথা শোনো দিকি। এই দুকুর-বেলা বাউন-বৌমা আমার সাথে ঝগড়া করতি এল। সময় হবে না কেন বৌমা, সময় আমার আতদিনই হয়। কী করব বল, ফুরসৎ পাই নে মা। এই অথ গেল ত আশ এল, আশের পর তোমার পূজো আসতেছে। ডালা চ্যাঙ্গারি ধুচুনি কুলো যা পারি এই সময় দুখান বুনে না দিলি দুটো পয়সা এস্‌বে কোত্থেকে বল ত বৌমা? মেলার সময় চলতিছে কিনা।

বিরাজ। কোথায় কোথায় মেলায় নিয়ে যাস তোরা?

তুলসী। সব্বত্তরে নিয়ে যাই মা। ইদিকে তোমার ছিরামপুরে মায়েশের অথের মেলা থেকে, উদিকে তিরপুণির মেলা, তারপর সেদিকে বাবা তারকেশ্বরের মেলা—সব মেলাতেই পাঠাই বৌমা, নইলি এতগুলো আক্কোসের পেট কি অমনি ভরাতি পারি?

বিরাজ। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) হ্যাঁরে তুলসী, আমাকে ডালা ধুচুনি বুনতে শিখিয়ে দিবি ?

তুলসী। কও কথা! তুমি আবার এ-ও শিখবে? ইকি ভদ্দর-নোকের, বাউন কায়েতের কাজ মা ? ছি ছি—

বিরাজ। (অপ্রতিভ হইয়া) সত্যি সত্যি কি আর করছি রে ? তবে শিখতে দোষ কী ?

তুলসী। না মা, তুমি ঐ যে মাটির ছাঁচ তৈরি করতিছ, এই আমার দেখ্‌লি বুক ফেটে যায়। তবে তোমার নক্ষীর হাত, যিটি ছোঁও তাই সোনা হয়ে ওঠে। গঞ্জের কারখানার ব্যাপারীরা ত আমাদের হাতের ছাঁচ আর নিতিই চায় না, নেহাৎ গরজে পড়ে নেয়। কী পরিষ্কার কর মা।

বিরাজ। পরিষ্কার না হাতী। তোর কাছেই ত শেখা।

তুলসী। তবু সে হ'ল মাটি নিয়ে কাজ। আর এ বাঁশের বেতের কাজ, বড় বিচ্ছিরি কাজ মা, এসব আমাদের ছোটনোকের কাজ মা, ছোটনোকের কাজ।

বিরাজ। না, না, আমি এমনি বলছিলুম।

উঠান ঝাঁট দিতে প্রবৃত্ত হইল

তুলসী। তা হাঁগা বাউন-বৌমা, একটা কথা বলি বাছা, আগ কর নি। এই নিবান্ধা পুরীতে একাটি আছ, সুন্দ্‌রীকে তাড়ানো ইস্তক এই বছর ঘুরতি চল্‌ল, একলা খেটে খেটে শরীলের যা আবস্থা করেছ বৌমা—না বাপু, থাক, আবার শরীলের কথা কইতি ভয় করে তোমার সামনে—

বিরাজ। ভয় করে ত কস্‌ কেন? কে তোকে কইতে মাথার দিব্যি দিচ্ছে? যাকগে ও কথা। শোন্, তোকে যে জন্যে খুঁজছিলুম, হ্যাঁরে, ওরা আর কোনও খবর দেয় নি ?

তুলসী। কারা গো মা ?

বিরাজ। এই মগরার কারখানার ওরা।

তুলসী। ও মা, আমার কী মরণ দেখ! খবর আবার দেয় নি। তাই কইতেই ত এনু তাড়াতাড়ি। আর সেই কথাই ভুলে বকে মরছি। মুয়ে আগুন আমার! এবারে মস্তু নম্বা কথা বলেছে যে মা।

বিরাজ। (সোদ্বেগে) কী বলেছে ? নতুন ছাঁচগুলো পছন্দ হয় নি বুঝি ?

তুলসী। নাঃ, হয় নি পসন্দ। পসন্দ হয় নি ত অমনি মাগ্‌না ট্যাকা দিযে গেচে আগাম, নয় ? মাগ্‌না দিয়েচে!

তুলসী আঁচল হইতে তিনটি টাকা ও কয়েক আনা পয়সা বাহির করিয়া দাওয়ার উপর রাখিল

বিরাজ। কিসের টাকা রে ? এতগুলো কেন ?

তুলসী। এই এক ন্যাকা বৌ বাপু। বন্নু না, গেল খেপের দাম ছাড়া কিছু আগাম দিয়েচে। আরও পাঁচ কুড়ি ছোট, আর আড়াই কুড়ি বড় ছাঁচ চাই। পরশুর মধ্যি। জরুরি না কী বলে তাই। করে রেখোখুনি বৌমা, ওদের নোক এসে নিয়ে যাবে। আমি যাই বৌমা।

বিরাজ। দাঁড়া না তুলসী।

তুলসী। কী করব মা, ঐদিকে তোমার জামাই যে আবার কাল আত্তিরে বিষ গিলে মরেছে। মরণ হয় ত আমার বাঁচি।

বিরাজ। ও, জামাইয়ের অসুখ ? তবে তুই যা।

তুলসী। (যাইবার জন্য ফিরিয়াছিল, কিন্তু থামিয়া বলিল) কেন গা বৌমা ? কিছু দরকার আছে ?

বিরাজ। না, থাক। তুই যা।

তুলসী। কী বল না গো ?

বিরাজ। সে কিছু না। বলছিলুম, তুই যদি দয়া করে একবার দোকানে গিয়ে সের পাঁচেক চাল এনে দিতিস, চাল বাড়ন্ত। কিন্তু সে থাক। তোর সময় হবে না মা, তুই যা।

তুলসী। (অতিশয় রাগ করিল) না, আমার সময় হবে না বৌমা, সময় হবে না। তুলসী ছোটনোক চাঁড়ালের মেয়ে কিনা, তাই সে ত মনিষ্যি নয়—তুলসীর বাপ ত তোমাদের উঠোন ঝাঁট দিয়ে খায় নি, তুলসীর সোযামী পুত্তুর ত আজও তোমাদেব আচ্ছয়ে তোমাদের জমীতে ঘর বেঁধে থাকে না, তাই তুলসীর সময় হবে কী করে বাছা। সময় হবে না গো—

বিরাজ। তা নয় মা, তোর কাজ বয়েছে, স্বামীব অসুখ বল্‌লি, তাই বলি—

তুলসী। মরুক না সোযামী। কে জ্বালাতে বলেছে বেঁচে থেকে। তাই বলে তুমি এমন কথা বলবে ?

বিরাজ। রাগ কবিস নে তুলসী, রাগ করিস নে মা।

তুলসী। না আগ করব কেন ? আগ খালি তোমারই হতে পারে মা, তুমি দয়াময়ী কিনা। দয়াময়ী না হলে আর তুলসী চাঁড়ালনীকে বল দয়া করে দোকানে যেতে !

সে দাওয়া হইতে একটা টাকা তুলিয়া লইযা দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতেছিল

বিরাজ। ওরে দাঁড়া তুলসী, ধামাটা এনে দি।

তুলসী প্রস্থানের মুখে ফিরিয়া বলিল—

তুলসী। থাক গে মা থাক, অত আত্তিতে আর কাজ নেই। আমার আঁচল আছে।

প্রস্থান

বিরাজ নীরবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর দাওয়া হইতে টাকা পয়সা তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া আঁচলে বাঁধিয়া পুনরায় উঠান ঝাঁট দিতে সুরু করিল। প্রবেশ করিল নীলাম্বর। বিরাজের মত তাহারও দেহে, মুখে ও বেশে দৈন্য, দুশ্চিন্তা ও অশান্তির সুস্পষ্ট কালিমা চিহ্ন। সে মলিন উত্তরীয়খানা দড়ির উপর ফেলিয়া বলিল—

নীলাম্বর। (সাগ্রহে) বনমালী এসেছিল বিরাজ ?

বিরাজ। (কাজ করিতে করিতে) বনমালী ? কে বনমালী ?

নীলাম্বর। হ্যাঁ, বনমালীই ত। না কী নাম ওর ? ঐ যে নতুন ডাকঘরের পেয়াদাটা, চিঠি বিলি করে। আসে নি ?

বিরাজ। না, আসে নি।

নীলাম্বর। (হতাশ হইয়া) তবে ছিল না। গিয়েছিলুম ডাকঘরে, মাষ্টারবাবু বল্লে—বনমালী বেরিয়েছে, থাকে যদি চিঠি তবে ওই নিয়ে গেছে।

বিরাজ। কোথাকার চিঠি ?

নীলাম্বর। এই মগরার।

শুনিয়া বিরাজ ঘরের দিকে চলিয়া গেল

দু দু'খানা চিঠি দিলুম, পুঁটির শ্বশুর একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। আরও একটা বছর গেল। এ পূজোতেও বোধহয় বোনটাকে দেখতে পেলুম না।

ইতিমধ্যে বিরাজ ঘরের ভিতর হইতে পাখা লইয়া আসিয়া নীরবে স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল

নীলাম্বর। পুঁটির নাম করলেও তুমি জ্বলে ওঠ। কিন্তু সে কি কোনও দোষ করেছে ?

বিরাজ। জ্বলে উঠি কে বল্লে ?

নীলাম্বর। কে আর বলবে ? আমার চোখ নেই ? আমি টের পাই না ?

বিরাজ। (একমুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া) চোখ আছে? টের পাও? বেশ, পেলেই ভাল।

নীলাম্বর। (কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর) বিরাজ!

বিরাজ। কেন?

নীলাম্বর। আজকাল এমন হয়ে উঠেছ কেন? এ যেন একেবারে বদলে গেছ।

বিরাজ। বদলালেই বদলাতে হয়।

বলিয়া পাখা রাখিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। নীলাম্বর সিঁড়ির উপর বসিয়া রহিল। একটু পরে সে নিমীলিত চোখে গুণগুণ করিয়া গান গাহিতে লাগিল। বিরাজ ঘরের ভিতর হইতে গামছা লইয়া বাহিরে আসিল ও রকের উপর স্বামীর পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। নীলাম্বর জানিতে পারিল না। বিরাজ নামিয়া তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দে নীলাম্বর চোখ মেলিয়া গান থামাইল

নীলাম্বর। (উদ্ধত ভাবে) কী? আরও কিছু বলবি? বল্।

বিরাজ জবাব দিল না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে
চাহিয়া রহিল। নীলাম্বর মুখ নত করিল

বিরাজ। (রুক্ষস্বরে) আর একবার মুখ তোল দেখি?

নীলাম্বর মুখ তুলিল না

আবার ঐ গুলো খেতে শুরু করেছ? সেই ভাল। গাঁজা গুলি খেয়ে বোম্ ভোলা হয়ে বসে থাকবার এই ত সময়।

বিরাজ গামছা রাখিয়া দিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল,
নীলাম্বর গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

বাহির হইতে তুলসী প্রবেশ করিল, তাহার অঞ্চলে চাল

তুলসী। এই নাও গো বৌমা, তোমার—(জিব কাটিয়া সলজ্জ

ভাবে) ওমা, বাবাঠাকুর যে। (মাথায় আঁচল টানিয়া দিতে চেষ্টা করিল) বৌমা কোথা গো বাবাঠাকুর ?

নীলাম্বর জবাব না দিয়া উঠিল ও বাহিরে যাইতে যাইতে পীতাম্বরের অংশের দিকে মুখ করিয়া একবার ডাকিল—

নীলাম্বর। পীতাম্বর ঘরে আছিস নাকি ?

বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল।

তুলসী। ও বাউন বৌমা, আবার আগ করলে না কি গো ? তা কর, এখন চাল গুনো থুই কোথায় বল বাপু।

বলিতে বলিতে সে ভিতরে চলিয়া গেল।

পীতাম্বরের অংশে বেড়ার আড়ালে নীলাম্বরের ও পীতাম্বরের কণ্ঠ শোনা গেল। কথা কহিতে কহিতে তাহারা আগাইয়া আসিল

নীলাম্বর। ভাবনার কথা আর কিছু নয়। তবে, সেই বিয়ের কনে গেছে, আর এই দু' দুটো বছর ঘুরতে চল্‌ল—একবার আনতে পারলুম না, তাই—

পীতাম্বর। তাতেই বা ভাবনার কী আছে ? শ্বশুরবাড়ি আছে বই বনে বাস করছে না, খাবার পরবার কষ্ট নেই, মেয়েমানুষের আবার কী চাই ?

নীলাম্বর। তুই বলিস কী রে পীতাম্বর ? মেয়েমানুষ বলে দুবেলা দু মুঠো খেতে পেলে আর একখান কাপড় পরতে পেলেই সুখী হল ? এই যে পুঁটি আমার আজ দুটি বছর আমার কাছে আসতে পায় নি, একবার দাদা বলে আমার কোলের কাছে এসে দাঁড়াতে পারে নি, তার বুকটার মধ্যে কী হচ্ছে, তা সে-ই জানে আর আমিই জানি।

পীতাম্বর। তা যদি বল্‌লে দাদা, তবে বলি। মেয়েছেলে, পরের ঘরে যাবেই। অত আদর দেওয়াটাই তোমার—

নীলাম্বর। আমার ভুল হয়েছিল, ঠিক বলেছিস। আমার যাবারও মুখ নেই। আমি চোখ বুজলেই দেখি, পুঁটি আমার চোখের জলে ভাসছে আর বলছে, এমন পাষাণ দাদা যে বিদেয় করেছে বলে জন্মের মত বিদেয় করেছে। ভাবছে মা নেই কিনা—

তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। সে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিল

পীতাম্বর। তা আমাকে কী বলছিলে বল? আমার আবার বেরোতে হবে।

নীলাম্বর। হাঁ, বলছিলুম, পুঁটির শ্বশুর ত একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। তা তুই একবার চেষ্টা করে দেখ না—যদি বোনটিকে দুটো দিনের তরেও আনতে পারিস। দেখ না লিখে একবার।

পীতাম্বর। তুমি থাকতে আমি আবার কী চেষ্টা করব?

নীলাম্বর তাহার শঠতা বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু
সে-ভাব গোপন করিয়া বলিল—

নীলাম্বর। তা হোক, আমার যেমন, তোরও ত সে তেমনই বোন। না হয় মনে কর না আমি মরে গেছি, এখন তুই শুধু একলা আছিস।

পীতাম্বর। যা সত্যি নয়, তা তোমার মত আমি মনে করতে পারি না। আর, তোমার চিঠির জবাব দিলে না, আমাকেই বা দেবে কেন?

নীলাম্বর একথাটাও সহ্য করিয়া বলিল—

নীলাম্বর। যা সত্যি নয়, তাই আমি মনে করি? আচ্ছা তাই ভাল, এ নিয়ে তোর সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাই নে। কিন্তু আমার চিঠির জবাব দেয় না এই জন্যে যে আমি বিয়ের সমস্ত সর্ত্ত

পালন করতে পারি নি। কিন্তু সে-সব কথার জন্যে ত তোকে ডাকি নি। যা বলছি পারিস কি না তাই বল।

পীতাম্বর। (মাথা নাড়িয়া) না, বিয়েব আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে ?

নীলাম্বর। করলে কী হত ?

পীতাম্বর। ভাল পরামর্শই দিতুম।

নীলাম্বরের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। তবুও নিজেকে সংবরণ করিয়া বলিল—

নীলাম্বর। তা হলে পারবি নে ?

পীতাম্বর। না। আর পুঁটির শ্বশুরও যা নিজের শ্বশুরও তাই। এঁরা গুরুজন। তিনি যখন পাঠাতে ইচ্ছে করেন না, তখন তাঁর বিরুদ্ধে আমি কথা কইতে পারি না। ও স্বভাব আমার নয়।

নীলাম্বর। পুঁটির শ্বশুর তোর গুরুজন, আর আমি, আমি তোর কেউ নই, না ?

পীতাম্বর। তা বলছি না, তবে পুঁটির শ্বশুর সম্পর্কে পিতৃতুল্য—

নীলাম্বর রাগে অধীর হইয়া বলিল—

নীলাম্বর। যা, বেরো, বেরো—বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে—

পীতাম্বর। (ক্রুদ্ধ হইযা) থামকা রাগ কর কেন দাদা ? আমার বাড়ি। না গেলে তুমি আমাকে জোর করে তাড়াতে পার ?

নীলাম্বর। (বাহিরের দিকে হাত প্রসারিত করিয়া) বুড়ো বয়সে মার খেয়ে যদি না মরতে চাস্ সরে যা, সরে যা আমার সুমুখ থেকে। যা—

পীতাম্বর। কেন ? তোমা—

নীলাম্বর। বাস্। একটি কথাও নয়। যা।

পীতাম্বর ভয় পাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। নীলাম্বরও চলিয়া গেল। এদিকে বিরাজ বাহিরে আসিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিল পীতাম্বরের অংশের দিকে।

পরক্ষণে নিজেদের অংশে নীলাম্বরের সহিত বিরাজের প্রবেশ

বিরাজ। ছিঃ! সমস্ত জেনে শুনে কি ভায়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারী করতে আছে?

নীলাম্বর। কিসের জেনে শুনে? শুনেছ ওর কথা?

বিরাজ। সব শুনেছি। কিন্তু এদিকে ভেতরে ভেতরে এই বাড়ি-বাঁধা দলিল যে ভোলাঠাকুরের কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়েছে ঠাকুরপো, কবে নালিশ করে তার ঠিক নেই, তাও ত জান? জেনেশুনে সেই ভায়ের সঙ্গে কী বলে—

নীলাম্বর। (বাধা দিয়া উদ্ধতভাবে) হাঁ, হাঁ, জানি। জানি বলে কি ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকব? আমার সব সহ্য হয় বিরাজ, ভণ্ডামি সহ্য হয় না।

বিরাজ। কিন্তু তুমি ত একা নও। আজ হাত ধরে বার করে দিলে, কাল কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা একবার ভাব কি?

নীলাম্বর। না, সে কথা যিনি ভাববার তিনি ভাববেন। আমি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাই কেন।

বিরাজ। (কঠিনকণ্ঠে) তা ঠিক, যার কাজের মধ্যে খোল বাজানো আর মহাভারত পড়া, তার ভাবনা চিন্তে মিছে।

নীলাম্বর। ওগুলো আমি সব চেয়ে বড় কাজ বলেই মনে করি। তা ছাড়া ভাবতে থাকলেই কি কপালের লেখা মুছে যাবে? (কপালে হাত দিয়া) চেয়ে দেখ বিরাজ, এইখানে লেখা ছিল বলে অনেক রাজা-মহারাজাকে গাছতলায় বাস করতে হয়েছে, আমি ত অতি তুচ্ছ।

বিরাজ। (অতিশয় বিরক্ত কণ্ঠে) থাম। ওসব মুখে বলা যত সহজ কাজে করা তত সহজ নয়। আর তুমিই না হয় গাছতলায় বাস করতে পার, আমি ত তা পারি না। মেয়েমানুষের লজ্জা আছে, সরম আছে। আমাকে খোসামোদ করে হোক, দাসীবৃত্তি করে হোক, একটুখানি আশ্রয়ের মধ্যে বাস করতেই হবে।

নীলাম্বর আর উত্তর দিল না

বিরাজ। ছোট ভাযের মন জুগিযে না থাকতে পার, অন্তত হাতাহাতি করে সব মাটী ক'র না।

সে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। নীলাম্বর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েকমুহূর্ত্ত পরে বিরাজ ফিরিল

বিরাজ। অমন হতভম্ব হযে দাঁড়িযে রইলে কেন? বেলা অনেক হযেছে, যাও স্নানাহ্নিক করে দুটো খাও। অনেক ভাগ্যে চাল দু'মুঠো আজ জোগাড় হযেছে। ভাত ফুটতে আর দেরি নেই। খেযে নাও, যে কটা দিন পাওযা যায, সেই কটা দিনই লাভ।

বলিয়া গামছাখানা স্বামীর পানে ছুঁড়িয়া দিয়া বিরাজ প্রস্থান করিল

দেয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের পট ঝোলানো ছিল। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া নীলাম্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। পাছে কেহ জানিতে পারে, এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া দড়ি হইতে চাদর লইয়া কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে বিরাজ আসিয়া দাওয়ার উপর আসন পাতিয়া জলের গ্লাস রাখিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল, গামছা যেমন দিয়াছিল তেমনই পড়িয়া আছে এবং দড়ির উপর চাদর নাই; বুঝিয়া সে সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে আলো মৃদুতর হইয়া অন্ধকার হইল। দিন শেষ হইয়া রাত্রি আসিল।

পঞ্চম দৃশ্য

অন্ধকারের আবরণ উন্মোচিত হইল। সেই প্রাঙ্গণের এক ধারে বিরাজ বসিয়া মাটির ছাঁচ তৈয়ারী করিতেছে। পাশে একটি লণ্ঠনের আলো। দাওয়ার উপর সেই আসন পাতা ও জলের গ্লাস। দূরে চৌকিদারের হাঁক শোনা গেল। বিরাজ কাজ করিতে লাগিল। হঠাৎ যেন কাহার পদশব্দে বিরাজ উৎকর্ণ হইল ও মাটির তাল, ছাঁচ ইত্যাদির উপর একটা চট টানিয়া দিয়া একটা গামলার ভিতর হাত ডুবাইয়া হাত ধুইল। আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে সে পরম আগ্রহে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল ও বলিল—

বিরাজ। এমনি করেই কি শাস্তি দিতে হয়? ধন্যি মানুষ তুমি যা হোক, সেই বেরিয়েছিলে আর এই এতখানি রাতে—

কিন্তু কথা শেষ হইল না। সে হঠাৎ কাহাকে দেখিয়া ম্লানমুখে পিছাইয়া আসিল, মুখ দিয়া সভয় প্রশ্ন নির্গত হইল—

বিরাজ। (সভয়ে) কে?

প্রবেশ করিল চৌকিদার। মাথায় লাল শালুর পাগড়ী, গায়ে নীল কোট, হাতে দীর্ঘ বাঁশের লাঠি

চৌকিদার। আমি পাঁচু গো মাঠান। সেলাম। বলি এত রাত্তিরে বাবাঠাকুরের উঠোনে আলো জ্বলে কিসের? বাড়িতে কুটুম আইছেন বুঝি মাঠান?

বিরাজ। না পাঁচু, এই ঘরের কাজে কর্ম্মে দেরি হয়ে গেল বাবা।

পাঁচু। তা রাত যে দুপুর গড়িয়ে গেল। সদরের দুয়োর এমন করে খুলি থোবেন না মাঠান। চারদিকে সুমুন্দির বেটারা ঘুরতিছে। আর না ঘুরেই বা করে কী কন? যে আকাল পড়িছে, না খাতি পেলে, চুরি করবে না ত করবে কী ক'ন ত মাঠান?

বিরাজ। তা ত বটেই। আচ্ছা, তুমি এস পাঁচু। তোমারও ত শুতে হবে গিয়ে।

পাঁচু। বলেন মাঠান, বলেন। আমাগোরও ত মানষের শরীল মা। এই ছোট দারোগাবাবু কন, পেঁচো খালি ঘরে পড়ে পড়ে ঘুম মারের। বলি দারোগাবাবু, হারু শেখের বেটা পাঁচু শেখ, মিছে জবান দেয় না। পেঁচো যদি আপনার রেঁাদ না দিতো, তবে তোমার ফাঁড়ীর একটা ইট কাট থাকতো না। এই ত্যাখছেন ত মাঠান, কত রাত হইছে। বাবাঠাকুর ঘুমোচ্ছেন বুঝি ?

বিরাজ। না, উনি এই একটু কাজে গেছেন কোথায়। এই আসবেন এইবার।

পাঁচু। তা শুলি বলবেন মাঠান যে, পাঁচু সেলাম জানাতে আইছিল। ওনার সাথে বড় দারোগার খুব দোস্তি আছে মা, আমাগোর কথা—গরীব মানুষ, বলবেন মা।

বিরাজ। বলব বই কি।

পাঁচু। আচ্ছা সেলাম। প্রস্থান

বিরাজ পুনরায় ছঁাচ্ তৈয়ারী করিতে বসিল। একটু পরে অকস্মাৎ ও-বাড়ি হইতে বেড়ার ফঁাক দিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাক আসিল—

মোহিনী। (নেপথ্যে) দিদি !

বিরাজ শুনিতে পাইল না

মোহিনী। (একটু উচ্চকণ্ঠে) দিদি, রাত যে অনেক হয়েছে।

বিরাজ চমকিয়া মুখ তুলিল

দিদি, আমি মোহিনী।

বিরাজ। (আশ্চর্য্য হইয়া) ছোট-বৌ ? এত রাত্তিরে ?

মোহিনী। হাঁ দিদি, আমি। একবারটি কাছে এস।

বিরাজ বেড়ার কাছে আসিতে ছোট-বৌ বলিল—

মোহিনী। বট্‌ঠাকুর এখনও ফেরেন নি দিদি ?

বিরাজ। না, কিন্তু তুই জানলি কী করে ?

মোহিনী। জানি দিদি, সেই দুপুরে বেরিয়েছেন, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, এতখানি রাত হল—

বিরাজ। কিন্তু এত রাত্তিরে তুইই বা জেগে আছিস কেন ?

মোহিনী। অদেষ্ট দিদি। (এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া) একটা কথা আছে, কিন্তু বলতে পারছি নে।

কণ্ঠস্বরে বিরাজ বুঝিল যে ছোট-বৌ কাঁদিতেছে। চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল—

বিরাজ। তুই কাঁদছিস নাকি ? কী হয়েছে ছোট-বৌ ?

ছোট-বৌ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নিজেকে সংবরণ করিতে লাগিল

বিরাজ। (উদ্বিগ্ন হইয়া) কী ছোটবৌ ? কী হয়েছে ?

মোহিনী। (ভগ্ন কণ্ঠে) বট্‌ঠাকুরের নামে নালিশ হয়েছে।

বিরাজ। কী হয়েছে ?

মোহিনী। নালিশ হয়েছে। কাল শমন না কী বার হবে।

বিরাজ ভয় পাইল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া সহজ কণ্ঠে বলিতে চেষ্টা করিল—

বিরাজ। ও, শমন বার হবে, তা তার আর ভয় কী ছোট-বৌ ?

মোহিনী। ভয় নেই দিদি ?

বিরাজ। ভয় আর কী ? কিন্তু নালিশ করলে কে ?

মোহিনী। ভুলু মুখুয্যে।

বিরাজ। বেচে কিনে মুখুয্যের দেনা সবই ত শোধ দেওয়া হয়েছে। বাকী কেবল এই বাড়িটার দরুণ। যাক্, আর বলতে হবে না, বুঝেছি।

মুখুয্যেমশায় ওঁর কাছে টাকা পাবেন, তাই বোধহয় নালিশ করেছেন ; কিন্তু তাতে ভয়ের কথা নেই ছোট-বৌ।

মোহিনী। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) দিদি, কোনদিন তোমার সঙ্গে বেশি কথা কই নি। কথা কইবার যোগ্যও আমি নই। আজ ছোট বোনের একটি কথা রাখবে দিদি ?

বিরাজ। (আর্দ্রস্বরে) কেন রাখব না বোন ?

মোহিনী। তবে একবারটি হাত পাতো।

বিস্মিত বিরাজ বেড়ার ধারে হাত পাতিল। একটি ক্ষুদ্র হাত বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া তাহার হাতের উপর এক ছড়া সোণার হার রাখিল। বিরাজ হারটি তুলিয়া ধরিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—

বিরাজ। এ কী ? এ কেন ছোট-বৌ ?

মোহিনী। (কণ্ঠ আরও নত করিয়া) এইটে বিক্রী করে হোক, বাঁধা দিয়ে হোক, ওর টাকা শোধ করে দাও দিদি।

অভিভূত বিরাজ কথা কহিতে পারিল না

চললুম দিদি। এখনই উঠে যদি দেখতে পায়—

প্রস্থানোদ্যত

বিরাজ। যেও না ছোট-বৌ, শোনো, শোনো।

মোহিনী। (ফিরিয়া) কেন দিদি ?

বিরাজ বেড়ার ফাঁক দিয়া হার অপর দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিল—

বিরাজ। ছি, এসব করতে নেই।

মোহিনী। (হার তুলিয়া লইয়া ক্ষুব্ধ স্বরে) কেন করতে নেই ?

বিরাজ। ঠাকুরপো শুনলে কী বলবেন ? ছি !

মোহিনী। কিন্তু তিনি ত শুনতে পাবেন না।

বিরাজ। আজ না হোক, দুদিন পরে জানতে পারবেন, তখন কী হবে?

মোহিনী। তিনি কোনও দিনই জানতে পারবেন না দিদি। গত বছর মা মরবার সময় এটি লুকিয়ে আমাকে দিয়ে যান। তখন থেকে কোন দিন পরি নি, কোন দিন বার করি নি। তোমার পায়ে পড়ি দিদি, এটি তুমি নাও।

বলিতে বলিতে সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কাতর অনুনয়ে বিরাজের চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল

বিরাজ। তুই আমার কে, জানি না ছোট-বৌ। কিন্তু ওরা দুজনে ত এক মায়ের পেটের ভাই। অথচ—যাক্।

সে হাত দিয়া চোখ মুছিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—

আজকের কথা মরণ কাল পর্য্যন্ত আমার মনে থাকবে বোন। কিন্তু এ আমি নিতে পারব না। তা ছাড়া স্বামীকে লুকিযে কোনও মেয়েমানুষের কোন কাজই করা উচিত নয ছোট-বৌ। তাতে তোমার আমার দুজনেরই পাপ।

মোহিনী (অধীর কণ্ঠে) তুমি সব কথা জান না দিদি, তাই বলছ। ঐ ভোলা মুখুয্যে কেন নালিশ করেছে সে কথা জানলে—

বিরাজ। সে কথা নাই বা জানলুম বোন, কিন্তু এটা যে অধর্ম্ম তা ত জানি।

মোহিনী। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম আমারও তো আছে দিদি। আমিই বা মরণকালে কী জবাব দেব?

বিরাজ। আমি সকলকেই চিনেছিলুম ছোট-বৌ। কিন্তু এত কাছে পেয়েও তোমাকেই শুধু চিনতে পারি নি এতদিন। চেনবার চেষ্টাও করি নি—এই দুঃখটাই আজ সবচেযে বাজছে বোন। কিন্তু তোমাকে ত

মরণকালে জবাব দিতে হবে না, সে জবাব এতক্ষণ অন্তর্যামী নিজেই লিখে নিয়েছেন। যাও, রাত হল, শোও গে বোন।

বলিয়া প্রত্যুত্তরের অবসর না দিয়াই সে দ্রুতপদে সরিয়া গেল। ধীরে ধীরে মোহিনীও অদৃশ্য হইল। বিরাজ আসিয়া আবার তাহার মাটির কাজে বসিল। কিন্তু কাজ করিতে পারিল না, চিন্তিত ভাবে বসিয়া রহিল। প্রবেশ করিল নীলাম্বর। কোন দিকে না চাহিয়া সে সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। বিরাজ দেখিল; দেখিয়া হাত মুছিয়া স্বামীর পায়ের কাছে বসিল। নীলাম্বর চাহিয়াও দেখিল না, কথাও কহিল না। বিরাজ স্বামীর পায়ের উপর একটি হাত রাখিল, নীলাম্বর পা সরাইয়া লইল। বিরাজ উঠিয়া গাড়ু হইতে জল ঢালিয়া পা ধুইয়া দিতে গেল। নীলাম্বর পা দিয়া গাড়ু ফেলিয়া দিল।

বিরাজ। (মৃদু স্বরে) এখনও এত রাগ? তা হোক্‌, খাবে এস।

নীলাম্বর। রাগ করবার অধিকার আমার নেই, সে শিক্ষা ত তুমিই দিয়ে দিয়েছ। রাগ করব কার ওপর?

বিরাজ। কর নি? কিন্তু সমস্ত দিন যে খেলে না, এটা কার ওপর রাগ করে শুনি?

নীলাম্বর জবাব দিল না

বল না। বলি শুনছ?

নীলাম্বর। (উদাস ভাবে) শুনে কী হবে?

বিরাজ। (মৃদু হাসির সহিত) তবু শুনিই না, একটু না হয় শুনলুম।

এবার নীলাম্বর অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বিরাজের মুখের উপর দুই চোখ সুতীক্ষ্ণ শূলের মত উদ্যত করিয়া বলিল—

নীলাম্বর। তোর আমি গুরুজন বিরাজ। খেলার জিনিস নয়।

তাহার চোখের চাহনি, গলার শব্দ শুনিয়া বিরাজ সভয়ে চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। নীলাম্বর দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নীলাম্বরের বাটীর খিড়কি

একটা অনতিউচ্চ পাঁচিলের মধ্যে একটা দরজা, সামনে বন-জঙ্গলের মধ্যে পায়ে-চলা পথ নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। অতি প্রত্যূষ কাল, তখনও দিনের আলো ভাল করিয়া ফোটে নাই। খিড়কির দরজা দিয়া বিরাজ ও মোহিনী বাহিরে আসিল। উভয়ের হাতে কাপড় গামছা ঘটি, ছোট ঘড়া। কথা কহিতে কহিতে উভয়ে আসিতেছিল। মোহিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিরাজ। (কৃত্রিম কোপে) আবার হাসি ? দেখবি ?

মোহিনী। (হাসিতে হাসিতে) হাসব না ত কি ভয় না কি ? তোমার ভয়ে চুপ করে থাকব ?

বিরাজ। মার খেয়ে মরবি আমার হাতে, তখন ভয় করিস কি না দেখব।

মোহিনী। ইস্।

এক হাত দিয়া বিরাজের গলা জড়াইয়া ধরিল

বিরাজ। দেশ সুদ্ধু লোক বিরাজ বামনীকে ভয় করে, আর তুই ভয় করিস নে ?

মোহিনী। ভয় করতুম দিদি, যখন তুমি আমার সঙ্গে কথা কইতে না। আমারও কথা কইতে সাহস হত না। এখন তোমাকে ভয় করতে আমার বয়ে গেছে।

বিরাজ। বেশ, না করিস, না করবি। আয়, সকাল হয়ে যাবে এখুনি।

মোহিনী। না, হবে না দিদি, একটু বস না। চান করা হলেই ত যে যার খাঁচায় গিয়ে ঢুকতে হবে।

বিরাজ। তা ত হবেই।

মোহিনী। তখন কেবল খাঁচার দেয়ালে মাথা ঠোকা বই ত নয়। ঐ বেড়ার ধারে এসে "ও দিদি" আর "হ্যাঁ দিদি" করে মরা। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, একটু বস না ভাই, দুটো কথা কয়ে বাঁচি।

তাহার আব্দারপূর্ণ আকুল অনুরোধ বিরাজকে মুগ্ধ করিল। সে একটা গাছের তলায় ভাঙ্গা ইটের স্তূপের উপর বসিল। মোহিনী পাশে বসিল

বিরাজ। তা নয় বসলুম, কিন্তু এর নাম তোর দশহরার চান? রাত থাকতে যে ছুটে এলি, সে গল্প করবার জন্যে বুঝি? দশহরা টশহরা সব মিথ্যে তোর।

মোহিনী। না গো দিদি, দশহরাও সত্যি, তোমার সঙ্গে গল্প করাও সত্যি। ও-পারে ঐ হতভাগা জমিদারটার মাছ ধরার ঘাট তৈরী করা এস্তক আমার নদীতে চান করা বন্ধ হয়েছে। তুমি ত কখন রাতারাতি নদীতে গিয়ে বাসন কখানা ধুয়ে একটা ডুব দিয়ে আস। ওর নাম কি চান? তাই আজ গল্পও করব চানও করব দুজনে একসঙ্গে।

বিরাজ। আর গল্প! গল্প কি আর আছে বোন, সব পুড়ে আঙরা হয়ে গেছে এই খানটায়। (নিজের বুকের মধ্যস্থলে হাত দিয়া দেখাইল) তুই না থাকলে এতদিন পাগল হয়ে যেতুম ছোট-বৌ।

মোহিনী। ভেবো না দিদি, তোমার পুণ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিরাজ। ওকথা বলিস নে রে, আমার পুণ্যির কথা বলিস নে। আমি মহা পাতকী। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হয়েছি। রাতদিন ওঁকেও জ্বালাচ্ছি, নিজেও জ্বলে পুড়ে কেঁদে মরছি।

মোহিনী। দিদি, একটা কথা বলব, ছোট বোনের কথায় রাগ

ক'র না। বট্‌ঠাকুর যে কতদিন থেকে বলছেন, একবার তোমার মামার বাড়ি থেকে ঘুরে এলে না কেন? আজ নয় কাল করে নিজেই বল্‌লে বোশেখ মাসে যাবে, বট্‌ঠাকুর দিন ঠিক করলেন, গাড়ী এল, তুমি যাবার দিন বেঁকে দাঁড়ালে।

বিরাজ। কী করে যাব? আমার গয়না নেই, ভাল কাপড় নেই।

মোহিনী। ওকথা কাকে বলছ দিদি? বট্‌ঠাকুব ঠিকই বলেছিলেন, গয়না কাপড় যতদিন বাক্সে পড়ে পচছিল, তখন একটা দিন অঙ্গে ওঠে নি। আজ নেই বলে ওই ছুতো করছ। ওসব ছুতো আমার কাছে ক'র না দিদি।

বিরাজ। যেতে আমি পারলুম না তা কী কবব বল?

মোহিনী। কেন যেতে পারলে না তা জানি। কিন্তু যার জন্তে যেতে পারলে না, তাঁরই জন্তে যাওয়া তোমার উচিত ছিল দিদি। তোমাকে আমি বোঝাব কী। ওঁকে ঘবে বন্ধ করে না রেখে পুরুষ মানুষের মত রোজগার করতে দাও দিদি, আমি বলছি ভগবান মুখ তুলে চাইবেন।

বিরাজ চুপ করিয়া রহিল

এখনও সময় আছে দিদি, মাস-কতকের জন্তে পাববে না মামার বাড়ি গিয়ে থাকতে?

বিরাজ। (মাথা নাড়িয়া) না। ঘুম ভেঙ্গে উঠে ওর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পাবব না। যা পারব না ছোট-বৌ, সে কাজ আমাকে ব'ল না।

মোহিনী। গেলে ভাল হত দিদি।

বিরাজ কিছু বলিল না। উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে—

মোহিনী। ও মা, সকাল হয়ে গেল যে! চল দিদি, ভাল করে চান আর হল না, একটা ডুব দিয়ে আসি।

মোহিনী উঠিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিরাজও উঠিল

বিরাজ। চল্।

উভয়ে নদীর পথে নিষ্ক্রান্ত হইল। একটু পরে এক বালক একটি প্রকাণ্ড হুইল বাঁধা ছিপ ও মাছ ধরিবার সরঞ্জামপূর্ণ একটি রঙ্গীন নকসা করা থলি হাতে প্রবেশ করিল। বালকটির পরিধানে ময়লা ধুতির উপর মূল্যবান সিল্কের পুরাতন সার্ট, তাহার গায়ের চেয়ে অনেকটা বড়। তাহার পিছনে অল্প ব্যবধানে রাজেন্দ্র আসিতেছে। তাহার পরণে পায়জামার উপর ড্রেসিং গাউন, ডান হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ও বাম হাতে সিগারেটের টিন ও দেশলাই। সে অন্য মনে মাটির দিকে চাহিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ সে থামিয়া চারিদিকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল—

রাজেন্দ্র। এ কোথায় চার করেছিস রে বিশু? কতদূরে চলেছিস?

বিশু। এজ্ঞে রাজাবাবু, উই যে পাকুড় গাছটা দেখছেন, উরি নাবোয়। দেখবেন হুজুর—

রাজেন্দ্র। (মৃদু হাস্য করিয়া) তা দেখব বই কি। কিন্তু ওপারের আমার নতুন ঘাট কী অপরাধ করলে বিশ্বনাথ? তুমি সে ঘাট ছেড়ে আঘাটায় নিয়ে এলে যে, এতে মঙ্গল হবে ত?

বিশু। হুজুর যদি রোষ না করেন তো দয়া করে একটা অবজ্ঞা করি।

রাজেন্দ্র। (সহাস্যে) না না রোষ করব না, তুমি দয়া করে অবজ্ঞা কর বিশ্বনাথ।

বিশু। এজ্ঞে, ঘাট আপনি পিস্তুত করেছেন কিছু অমন্দ নয়, আর এতদিন আকিঞ্চে করে ছিপ ফেলে বসেও ত আখলেন, একটা পুঁটি মাছের ক্সাজাও উঠ্‌ল না।

রাজেন্দ্র। আর এপারে তোমার ঐ যে কী বল্লে কাঁকুড় গাছ না পাঁকুড় গাছ, ওরই নাবো থেকে আর ডগা পর্য্যন্ত বুঝি রুই কাতলায় বোঝাই আছে? হাঁ বিশ্বনাথ?

বিশু। এজ্ঞে, দেখুন না একবার আমার কথাটা অমান্যি করে। যে ঘাটের জল সরা ভরা হয়, তেল ঘি পড়ে, মচ্ছ আপনার সেইখেনে থাকেন কিনা।

রাজেন্দ্র। তা বেশ, চল যেখানে মচ্ছ আছেন, সেইখানেই চল। আমার এপার ওপার দুই সমান।

দুইপদ অগ্রসর হইযা দূরে গাছপালার ফাঁক দিযা কী যেন দেখিয়া রাজেন্দ্রর এই অনাগ্রহ অলসভাব মুহূর্ত্তে কাটিযা গেল। সে ব্যস্তভাবে বলিল-

রাজেন্দ্র। বিশু, দে দেখি ছিপটিপগুলো আমার হাতে। তুই যা, দৌড়ে যা, দেখ ত আমার টাকার ব্যাগটা কোথায় পড়ে গেছে পথে—

বিশু। এজ্ঞে বেগ্? টাকার বেগ্? যার মধ্যি—

রাজেন্দ্র। (অধীর হইযা) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মধ্যে অনেক টাকা আছে। ছুটে যা। পাঁচ টাকা বক্‌শিস্ দেব। এইদিকে কোথায় পড়ে আছে নিশ্চয। যা—

ছিপ ইত্যাদি লইযা রাজেন্দ্র সামনে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল এবং বিশু যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ছুটিবার জন্য মালকোঁচা মারিতেছে, এমন সময দরজা খুলিয়া পীতাম্বর আবির্ভূত হইল। তাহার কাঁধে একটা গামছা, মুখে দাঁতন ও হাতে গাড়ু

পীতাম্বর। কে রে? কী করছিস্?

বিশু। (মুখ তুলিযা) এজ্ঞে, আমি বিশ্বনাথ দাদাঠাকুর।

পীতাম্বর। বিশে? তুই এখানে কী করছিস্? মারামারি?

বিশু। এজ্ঞে না, ছুটব। বেগ্ দেখেছেন ?

পীতাম্বর। এঃ, বেটা বেগবান অশ্ব হয়েছে! বেগ আবার কী দেখব রে ?

বিশু। আমাদের হুজুরের ট্যাকার বেগ। পড়ে গিইছেন কোথা, তাই ঢুঁড়তেছি দাদাঠাকুর। ট্যাকা বোঝাই বেগ গো—

বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পীতাম্বর নদীর দিকে যাইতেছিল, কিন্তু ফিরিল ও পথের এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে বিশুর পথে চলিল। একটু পরে নদীর দিক হইতে বিরাজ ও মোহিনী প্রবেশ করিল। সদ্যস্নাত মূর্ত্তি, ভিজা কাপড় গামছা, জলপূর্ণ ঘটি হাতে। তাহারা কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইতেছিল

বিরাজ। নিজেদের ঘাটে, চোরের মতন চান করা।

মোহিনী। তাই বলছিলুম দিদি, এখান থেকে যাও তুমি। বার বার বলছি বলে রাগ কর না, তোমার যাওয়া দরকার।

বিরাজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোহিনীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—

বিরাজ। কেন বল্ দেখি ? তুই এত করে যেতে বলছিস্ কেন ?

মোহিনী। দিন-কতক সরে থাক না দিদি। দোহাই তোমার, তোমাকে যেতেই হবে, না গেলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

বিরাজ। তুই কি ঐ নতুন ঘাটের জন্যে বলছিস্ ?

মোহিনী। হুঁ।

বিরাজ। কিন্তু ঘাট ত আজই হয় নি।

মোহিনী। (নতমুখে) কাল সুন্দরী—

বিরাজ। সুন্দরী এসেছিল ?

মোহিনী নীরবে মাথা নাড়িল

বিরাজ। একটা কুকুরের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব ?

মোহিনী। কুকুর পাগল হলে তাকে ত ভয় করতেই হয় দিদি।

বিরাজ। না, কোন মতেই যাব না। বরং সেই কুকুরকে—

মোহিনী আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ অদূরে গাছের আড়ালে রাজেন্দ্রকে দেখিয়া চমকিত হইল। রাজেন্দ্র অন্যদিকে মুখ করিয়াছিল

মোহিনী। (সভয়ে) ও মা গো!

তাহার চক্ষু অনুসরণ করিয়া বিরাজ সব বুঝিতে পারিল। মুহূর্ত্তের একটা অংশ মাত্র সে দ্বিধা করিল, তারপর ছোট-বৌয়ের একটা হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—

বিরাজ। দাঁড়াস্ নে ছোট-বৌ, চলে আয়।

তাহাকে পাশে লইয়া দ্রুতপদে দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া হঠাৎ সে কী ভাবিয়া থামিল। বলিল—

যা তুই।

ভীতা মোহিনী বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। বিরাজ তাহার হাতের ঘটি ও ভিজা কাপড় রাখিয়া ধীরপদে গিয়া রাজেন্দ্রর অদূরে দাঁড়াইয়া ডাকিল—

(কঠিন কণ্ঠে) শুনুন!

রাজেন্দ্র চমকিত হইল, কিন্তু ফিরিল না

হাঁ, আপনাকেই বলছি।

এবার রাজেন্দ্র ফিরিল। কিন্তু বিরাজের দৃষ্টি সহিতে পারিল না, চোখ নামাইল

আপনি ভদ্রসন্তান, বড়লোক, বোধহয় লেখাপড়াও শিখেছেন কিছু। এ কী প্রবৃত্তি আপনার?

রাজেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, জবাব দিল না

আপনার জমিদারী যত বড়ই হোক, যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেটা আমার জমি। আপনি যে কতবড় ইতর, তা (হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া)

ঐ ঘাটের প্রত্যেক টুকরোটা পর্য্যন্ত জানে, আমিও জানি। কিন্তু যেমনই হোন, আপনারও মা আছেন, বোন আছেন।

রাজেন্দ্র তথাপি নীরব

অনেকদিন আগে আমার দাসীকে দিয়ে এখানে ঢুকতে নিষেধ করেছিলাম, তা আপনি শোনেন নি। আমার স্বামীকে আপনি চেনেন না, চিন্‌লে কখনই আসতেন না। তাই আজ বলে দিচ্ছি। আর কখনও এদিকে আসবার আগে তাঁকে চেনবার চেষ্টা করে দেখবেন।

বলিয়া ধীরে ধীরে সে বাড়ির দিকে ফিরিল। রাজেন্দ্র অদৃশ্য হইল।
পীতাম্বর প্রবেশ করিল

পীতাম্বর। বৌঠান্, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইছিলে সে ওই জমিদারবাবু, না?

বিরাজের মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল

বিরাজ। হাঁ।

পীতাম্বর বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। বিরাজ কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া তাহার ঘটি ইত্যাদি লইয়া ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহার একটু পরে বিশু প্রবেশ করিল, সে হেঁট মুণ্ডে মাটির দিকে চাহিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে পিছু হাটিয়া আসিতেছে ও নিজের মনে বকিতেছে—

বিশু। হেই বাবা তারকনাথ, মিলিয়ে দে মা, হেই মা কালী, পাঁচ পাঁচটা ট্যাকা লোকসান করো নি বাবা।

বলিতে বলিতে পুনরায় সামনে চলিল

মঞ্চ ঘুরিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীলাম্বরের বাটী

মঞ্চ ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা ক্রন্দন ও তর্জনের শব্দ শোনা যাইতেছিল। দৃশ্য প্রকট হইলে, বেড়ার ওদিক হইতে ক্রন্দন ও তর্জনের শব্দ স্পষ্টতর হইল। ভূলুণ্ঠিতা মোহিনী ও চটিজুতা হাতে পীতাম্বরকে পিছন হইতে দেখা গেল।

পীতাম্বরের ও মোহিনীর কণ্ঠ শোনা যায়ঃ

···বড় বাড় বেড়েছ বটে···ওগো, থাম চেঁচিও না···আজ তোকে খুন করে ফেলব··· এখনি হয়েছে কী···তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ঘরে গিয়ে···ঘরে আর ঢুকতে দেব···ডুব দিয়ে দিয়ে···ইত্যাদি কথার টুকরা কখনও আলাদা আলাদা কখনও যুগপৎ শোনা যাইতে লাগিল।

বিরাজ প্রবেশ করিয়া রান্নাঘরের রকের খুঁটি ধরিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। নীলাম্বরের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতর হইতে নীলাম্বর সদ্য-ঘুমভাঙ্গা চোখে রকের উপর দাঁড়াইল ও ক্রন্দন ইত্যাদির শব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণে ব্যাপারটা কী এবং কোথায় হইতেছে উপলব্ধি করিয়া ছুটিয়া উঠানে নামিয়া আসিল এবং জোর করিয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া পীতাম্বরের অংশে গিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বরের উপস্থিতিমাত্র সকল শব্দ থামিয়া গেল, যমের মত বড় ভাইকে সম্মুখে দেখিয়া পীতাম্বরের মুখ বিবর্ণ হইল।

নীলাম্বর। ঘরে যাও মা, কোন ভয় নেই।

কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বেশবাস সম্বরণ করিয়া মোহিনী ভিতরে চলিয়া গেল

বৌমার সামনে আর তোর অপমান করব না, কিন্তু এই কথাটা আমার ভুলেও অবহেলা করিস্ নে যে আমি যতদিন ওবাড়িতে আছি, ততদিন এসব চলবে না। যে হাতটা তুই ওঁর গায়ে তুলবি, তোর সেই হাতটা আমি ভেঙ্গে দিয়ে যাব।

সে ফিরিয়া আসিতেছিল। পীতাম্বর সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিল—

পীতাম্বর। বাড়ি চড়াও হয়ে যে মারতে এলে, কিন্তু কারণটা জান?

নীলাম্বর। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) না, জানতেও চাই নে।

পীতাম্বর। তা চাইবে কেন? তা হ'লে আমাকে দেখছি নিতান্তই ভিটে ছেড়ে পালাতে হবে। চোখের ওপর এসব—

নীলাম্বর। ভিটে ছেড়ে পালাতে হবে কাকে সে আমি জানি। তোকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ তোকে সবুর করে থাকতেই হবে। সেই কথাটাই তোকে জানিয়ে গেলাম।

বলিয়া আবার ফিরিবার উপক্রম করিতেই, পীতাম্বর সহসা সামনে আসিয়া বলিল—

পীতাম্বর। তবে তোমাকেও জানিয়ে দিই দাদা, পরকে শাসন করার আগে ঘর শাসন করা ভাল।

নীলাম্বর চাহিয়া রহিল। পীতাম্বর সাহস পাইয়া বলিল—

ওপারের ঐ নতুন ঘাটটা কার জান ত? বেশ। আমি সেই থেকে ছোট-বৌকে নদীর ঘাটে যেতে মানা করে দিইছি। আজ দেখি রাত থাকতে উঠে বৌঠানের সঙ্গে নাইতে গিয়েছিলেন··· এমনই হয় ত রোজই যান, কে জানে?

নীলাম্বর। (বিস্মিত হইয়া) এই দোষে তুই তাঁর গায়ে হাত তুল্‌লি?

পীতাম্বর। আগে শোন। ওই জমিদারের ছেলে—রাজেনবাবু না কী নাম ওর, দেশবিদেশে সুখ্যাতি ওর ধরে না, সেই তার সঙ্গে আজ বৌঠান যে আধ ঘণ্টা ধরে গল্প করছিলেন, কেন? কিসের এত গল্প?

নীলাম্বর। (বুঝিতে না পারিয়া) কে কথা কইছিল রে? বিরাজ-বৌ?

পীতাম্বর। হাঁ, তিনিই।

নীলাম্বর। তুই দেখেছিস ?

পীতাম্বর। (হাসিবার মত মুখের ভাবটা করিয়া) তুমি আমাকে দেখতে পার না জানি—আমার সে বিচার নারায়ণ করবেন—

নীলাম্বর। (ধমকাইয়া উঠিল) আবার ঐ নাম মুখে আনে! কী বলবি বল।

পীতাম্বর চমকিয়া উঠিল

পীতাম্বর। (ঈষৎ রুষ্টস্বরে) না দেখে কথা কওয়া আমার স্বভাব নয়। নিজের ঘর শাসন করতে না পার, পরকে তেড়ে মারতে এস না।

নীলাম্বরের মাথার উপর যেন বাড়ি পড়িল, ক্ষণকাল উদ্‌ভ্রান্তের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল—

নীলাম্বর। আধ ঘণ্টা ধরে গল্প করছিল—বিরাজ-বৌ ? তুই চোখে দেখেছিস ?

পীতাম্বর দুই-এক পা ফিরিয়া গিয়াছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল—

পীতাম্বর। চোখেই দেখেছি। আধ ঘণ্টার হয় ত বেশিও হতে পারে। সমস্তক্ষণ ত দেখি নি—মিছে কথা বলতে পারবো না।

নীলাম্বর। (আবার একটুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া) ভাল, তাই যদি হয়, কী করে জানলি তার কথা কইবার আবশ্যক ছিল না ?

পীতাম্বর। (মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া) হ্যাঁ, তা বটে। আবশ্যক ছিল হয় ত, কথাও হয় ত কন, সে কথা জানি নে, তবে আমারও মার ধর করা উচিত হয় নি। কেন না, ঘাট তৈরী ছোট-বৌয়ের জন্যে হয় নি।

মুহূর্তের উত্তেজনায় নীলাম্বর হাত তুলিয়া ছুটিয়া আসিল। পীতাম্বর ভয়ে কুঁকড়াইয়া গেল। কিন্তু নীলাম্বর আত্মসংবরণ করিল

নীলাম্বর। তুই জানোয়ার, তাতে ছোট ভাই। বড় ভাই হয়ে আমি আর তোকে অভিসম্পাত করব না, আমি মাপ করলুম। কিন্তু আজ তুই যে কথা গুরুজনকে বল্‌লি, ভগবান তোকে মাপ করবেন না। যা।

পীতাম্বর ভিতরে চলিয়া গেল

নীলাম্বর ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। বিরাজ এতক্ষণ কাঠ হইয়া সব শুনিতেছিল, লজ্জায় ঘৃণায় তাহার আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিতেছিল। স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া সে ছুটিয়া রান্নাঘরের ভিতর পলাইয়া গেল। নীলাম্বর দেখিয়াও দেখিল না। সে ভাঙা বেড়া বাঁধিয়া দিয়া উঠানে পায়চারি করিতে লাগিল।

ওদিকে বেড়ার ওপাশে পীতাম্বরের আবির্ভাব হইল, তাহার কাঁধে কোট, বগলে ছাতি। নীলাম্বর সিঁড়িতে বসিল

পীতাম্বর। যার জন্যে চুরি কর সেই বলে চোর। ধুত্তোর সংসার! (পরে চীৎকার করিয়া) আমার জন্যে রান্না-বান্না করতে হবে না, খবরদার, এই বলে দিলুম।

সে বাহির হইয়া গেল

ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বিরাজ দাওয়ার উপর দাঁড়াইল। একটু যেন দ্বিধা করিল, তারপর উত্তেজিতভাবে নীলাম্বরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর মুখ তুলিতেই সে বলিল—

বিরাজ। কেন, কী করেছি? কথা কইছ না যে বড়?

নীলাম্বর। (মৃদু হাসিয়া) পালিয়ে গেলে কথা কই কার সঙ্গে?

বিরাজ। পালিয়ে গেছি? তুমি ডাকতে পার নি?

নীলাম্বর। যে লোক পালিয়ে বেড়ায়, তাকে ডাকলে পাপ হয়।

বিরাজ। কী বল্‌লে? পাপ হয়! তাহলে ঠাকুরপোর কথা তুমি বিশ্বাস করেছ বল?

নীলাম্বর। সত্যি কথা, বিশ্বাস করব না?

বিরাজ রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল—

বিরাজ। সত্যি নয় গো, সত্যি নয়। ভয়ঙ্কর মিছে কথা। কেন তুমি বিশ্বাস করলে?

নীলাম্বর। তুমি আজ নদীর ধারে তার সঙ্গে কথা বল নি?

বিরাজ। (উদ্ধত ভাবে) হাঁ, বলেছি।

নীলাম্বর। আমি ঐটুকুই বিশ্বাস করেছি।

বিরাজ। যদি বিশ্বাসই করেছ, তবে ঐ ইতরটার মত শাসন করলে না কেন?

নীলাম্বর আবার হাসিল। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত নির্ম্মল হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। ডান হাত তুলিয়া বলিল—

নীলাম্বর। তবে আয়, কাছে আয়। ছেলে-বেলার মত আর একবার কান মলে দিই।

বিরাজ স্বামীর পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর নীরবে তাহার মাথার উপর হাত রাখিল। একটু পরে বিরাজ চোখ মুছিয়া, কিন্তু মুখ না তুলিয়াই বলিল—

বিরাজ। কী তাকে বলেছিলুম জান?

নীলাম্বর। জানি, তাকে আসতে বারণ করেছিলে।

বিরাজ। (মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে) কে তোমাকে বল্‌লে?

নীলাম্বর। (মৃদু হাসিয়া) কেউ বলে নি। কিন্তু একটা অচেনা

লোকের সঙ্গে যখন কথা কয়েছ, তখন অনেক দুঃখেই কয়েছ। সে কথা ও ছাড়া আর কী হতে পারে বিরাজ?

বিরাজ আনন্দে চোখ বুজিল, সেই মুদ্রিত চোখ হইতে আবার জল পড়িল

কিন্তু কাজটা ভাল কর নি। আমাকে জানানো উচিত ছিল। আমি গিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতুম। আমি অনেক দিন আগে তার মনের ভাব টের পেয়েছি। যেদিন ঘাট বানাচ্ছিল ওখানে, সেই দিনই আমি বলেছিলুম—ওকে বলে আসি, গেরস্ত বাড়ির সামনে ও ঘাট চলবে না। আর ভাল কথায় না শোনে ত ঘাট ফাট-টান মেরে ভেঙ্গে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি। তুমিই বারণ করেছিলে বলে এতদিন একটা কথা কই নি।

বিরাজ। ভালই করেছিলে।

নীলাম্বর। ভাল করেছিলুম কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু আর নয়। চুপ করে থাকা আর নয়। আজই এর একটা নিষ্পত্তি করব। আজ সারাদিন ওর প্রতীক্ষায় থাকব, দেখি—

কথায় কথায় নীলাম্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া
বিরাজ ভয় পাইয়া বলিল—

বিরাজ। কেন? কেন?

নীলাম্বর। দুটো কথা না বললে ভগবানের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে হবে, তাই।

বিরাজ। তুমি যাবে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করতে?

নীলাম্বর। বিবাদ আমি করতে চাই না, কিন্তু যদি হয় ত কী করব? বড়লোক বলে যা ইচ্ছে অত্যাচার করবে তাই সয়ে থাকতে হবে?

বিরাজ। অত্যাচার করছে তুমি প্রমাণ করতে পার ?

নীলাম্বর। (রাগ করিয়া) আমি মুখ্‌খু লোক, এত তর্কের ধার ধারি নে। স্পষ্ট দেখছি অন্যায করছে, আর তুই বলিস প্রমাণ করতে পার। পারি না পারি, সে আমি বুঝব।

বিরাজ। (ভয় পাইয়া) না না, সে হবে না, এ নিয়ে তুমি তাকে একটি কথাও বলতে পাবে না।

নীলাম্বর। (বিস্মিত হইযা) কেন তুমি এত বারণ করছ, আমি বুঝতে পাবছি না। আমি স্বামী, আমার কি একটা কর্ত্তব্য নেই ?

বিরাজ। (বলিযা ফেলিল) স্বামীর অন্য কর্ত্তব্য আগে কর, তারপর এ কর্ত্তব্য করতে যেও। যাদের দুবেলা ভাত জোটে না, তাদের মুখে একথা শুনলে লোকে গায়ে থুথু দেবে।

নীলাম্বর। কী ?

বলিয়া সে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কথাটা বলিযা ফেলিয়া বিরাজ ভয়ে লজ্জায় এতটুকু হইয়া মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। নীলাম্বর দুই হাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া উঠানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি দ্রুত পাদচারণা করিল, তারপর গম্ভীর আর্ত্তকণ্ঠে বলিল—

নীলাম্বর। আমি যে কত বড় অপদার্থ বিরাজ, তা তোর কাছে যেমন শিখি, তেমন আর কারও কাছে নয়।

বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। নতমুখে বসিয়া বিরাজ নিজের কপালে বার বার করাঘাত করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে কাঁদিতে কাঁদিতে মোহিনী আসিয়া একেবারে বিরাজের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল ও বলিল—

মোহিনী। ও দিদি, শাপ-সম্পাত দিও না তুমি, আমার মুখ চেয়ে ওঁকে তুমি মাপ কর। ওঁর কিছু হলে আমি বাঁচব না দিদি।

বিরাজ। (হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া বসাইয়া ধীর গম্ভীর স্বরে) তখনকার কথা বলচিস ? না, আমি অভিসম্পাত দেব না বোন। আমার অনিষ্ট করবার সাধ্যও ওর নেই, কিন্তু তোর মতন সতীলক্ষ্মীর দেহে বিনাদোষে হাত তুললে মা দুর্গা সহ্য করবেন না যে।

মোহিনী শিহরিয়া উঠিল, চোখ-মুছিয়া বলিল—

মোহিনী। কী করব দিদি, ঐ ওঁর স্বভাব। যে দেবতা ওঁর দেহে অমন রাগ দিয়েছেন তিনিই মাপ করবেন। তবুও এমন ঠাকুর দেবতা নেই যাঁর কাছে এ জন্যে মানত করি নি। কিন্তু মহাপাপী আমি, আমার ডাকে কেউ কান দিলেন না। এমন একটা দিন যায় না দিদি যে আমাকে—

হঠাৎ সে থামিয়া গেল

বিরাজ। (তাহার কপালের দিকে দেখিয়া সভয়ে) ও কী রে ছোট-বৌ ? তোর কপালে ওটা কি মারের দাগ না কি রে ?

ছোট বৌ তাড়াতাড়ি কপালে হাত চাপা দিয়া মাথা নিচু করিল

বিরাজ। কী দিয়ে মারলে ?

মোহিনী। (লজ্জিত মৃদু স্বরে) রাগ হলে ওঁর জ্ঞান থাকে না দিদি ?

বিরাজ। তা জানি, তবু কী দিয়ে মারলে ?

মোহিনী। (নত মুখে) পায়ে চটি জুতো ছিল—

বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার দুই চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। খানিক পরে চাপা বিকৃতকণ্ঠে বলিল—

বিরাজ। কী করে সহ্য করে রইলি ছোট-বৌ ? কী করে রইলি ?

মোহিনী। (ঈষৎ মুখ তুলিয়া) আমার অভ্যেস হয়ে গেছে দিদি।

বিরাজ। আবার তারই জন্যে তুই মাপ চাইতে এসেছিস ?

মোহিনী। হ্যাঁ দিদি, তুমি প্রসন্ন না হলে ওঁর যে অকল্যাণ হবে। আর সহ্য করার কথা বলছ দিদি, সে তোমার কাছেই শেখা। আমার যা কিছু সবই তোমার পায়ে—

বিরাজ। (অধীর কণ্ঠে) না ছোট-বৌ, না। মিছে কথা বলিস নে। এ অপমান আমি সইতে পারি না, কিছুতেই পারি না।

মোহিনী। (মৃদু হাসিয়া) নিজের অপমান সইতে পারাটাই কি খুব বড় পাবা দিদি ? তোমার মত স্বামী-সৌভাগ্য সংসারে মেয়ে-মানুষের অদৃষ্টে জোটে না। তবুও তুমি যা সয়ে আছ, সে সইতে গেলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাই।

বিরাজ। ওরে না রে, আমি অলক্ষ্মী। তুই জানিস নে, সহ্য শক্তি যদি থাকতো তাহলে এমন করে কি ওঁকে জ্বালা দিতে পারতুম।

মোহিনী। জানি আমি দিদি, সহ্যই করছ তুমি। অমন সদানন্দ স্বামীর মুখে হাসি নেই, মনে সুখ নেই, ঘরে অভাব, বাইরে দেনা, তোমাকে রাতদিন চোখে দেখতে হচ্ছে, অমন স্বামীর অত কষ্ট সহ্য করতে তুমি ছাড়া আর কেউ পারত না দিদি।

এই প্রশংসা বিরাজকে যেন চাবুক মারিতে লাগিল। সে প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াও পারিল না, শুধু নীরবে মাথা নাড়িতে লাগিল। ছোটবৌ খপ্ করিয়া তাহার পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—

মোহিনী। বল দিদি, ওঁকে ক্ষমা করলে ? বল। তোমার মুখ থেকে না শুনলে আমি কিছুতেই পা ছাড়ব না। তুমি প্রসন্ন না হলে ওঁকে কেউ রক্ষে করতে পারবে না দিদি।

বিরাজ পা সরাইয়া হাত দিয়া ছোট-বৌয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিল—

বিরাজ। মাপ করলুম বোন, আমি মাপ করলুম।

ছোট-বৌ পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিয়া আনন্দিত মনে প্রস্থান করিল।
বিরাজ তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ নিজের
কপালে পুনরায় করাঘাত করিতে করিতে বলিল—

বিরাজ। ওকে দেখে শেখ্ রে হতভাগী, ওকে দেখে শেখ্!

তৃতীয় দৃশ্য

ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপ

চালে খড় নাই, রক ধ্বসিয়া গিয়াছে, চালার এক অংশ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অন্ধকার রাত্রি। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই অন্ধকারে একটা ভিজা গামছা মাথায় দিয়া সুন্দরী প্রবেশ করিল

সুন্দরী। এ কী জলের ছিষ্টি বাপু, তিন তিনটে দিনে ছাড়ান নেই একদণ্ড।

বিদ্যুৎ চমকিল

আবার চেপে এল যে।

বলিয়া সে চালার নীচে দাঁড়াইতে যাইতেছে, এমন সময় আবার বিদ্যুৎ চমকিল। সেই আলোকে সুন্দরী দেখিল চণ্ডীমণ্ডপের ধারে একটি শীর্ণ স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া নিদারুণ ভয়ে তাহার মুখ দিয়া অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল—

ও মাগো, কে গা?

বিরাজ। (চমকিয়া) কে রে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

সুন্দরী। ওমা, বৌমা? তুমি? (কাছে আসিল) তুমি এই এক প্রহর রাতে অন্ধকারে একলা এখানে?

বিরাজ। কে সুন্দরী? (ক্লান্ত ভগ্ন কণ্ঠে) পিদীমটা জ্বেলে আনছিলুম, নিবে গেল। আর যেতে পারি নে। (সিঁড়িতে উঠিয়া বসিল)

সুন্দরী। কোথা পিদীম? দেশলাই আছে?

বিরাজ। আছে বোধহয় ঐখানে কুলুঙ্গিতে।

সুন্দরী উঠিয়া ভিতরে গিয়া দেশলাই আনিয়া বিরাজের হাতের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—

সুন্দরী। ও মা! এ কী শরীর হয়েছে বৌমা? অসুখ করেছে বুঝি? তা ঘরে না থেকে, এই ঝড়ে জলে বাইরে কেন?

বিরাজ। (ধুঁকিতে ধুঁকিতে) তিন দিন পরে আজ বোধ হয় জ্বরটা ছেড়েছে মনে হচ্ছে। ঘরে থাকতে পারলুম না সুন্দরি, ঘর যেন গিলতে আসে, তাই বাইরে এসে পড়ে আছি।

সুন্দরী। বড়বাবু বাড়ী নেই? এই রোগা শরীরে একলা ফেলে কোথা গেছেন?

বিরাজ। কী করবে বল। শ্রীরামপুরে এক শিষ্যের বাড়ি শ্রাদ্ধ না কী হল, বিদেয়ের জন্যে পরশু সেখানে গেছে। ওদিকে ছোট-বৌ ও-মাসে বাপের বাড়ি গেছে, ভাইয়ের অসুখ দেখতে। ঠাকুরপো কাল তাকে আনতে গেছে। বাড়িতে আর কে থাকবে বল।

সুন্দরী। আহা রে, নিছক একলাটি। তা বড়বাবুরই বা কী আক্কেল! পরশু গেছেন, আজ অবধি এলেন না, এমন কী ছেরাদ্দ বাপু!

বিরাজ। তাই ভেবেই ত ঘরে থাকতে পারছি না সুন্দরি। বলে গেল—যেমন করে পারি, রাত্তিরে ফিরে আসবই। তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে যাচ্ছি, যত রাতই হোক, শ্রীরামপুরে থাকব না। সেই জায়গায় আজ তিন দিন কী যে হল। এই দুঃখ কষ্ট অনাহার অনিদ্রায়

দেহ তাঁর কাহিল, তারপর যে মানুষ, বসে ত থাকবেন না, কাজের বাড়িতে খাটাখাটনি করে অসুখেই পড়লেন, কি পথে গাড়ীঘোড়া—

শিহরিয়া উঠিল

সুন্দরী। ও কী অলক্ষুণে কথা বৌমা ?

বিরাজ। তুই বল্ সুন্দরি, ভাল আছে ত, ভালয় ভালয় ফিরবে ? বল্ তুই।

সুন্দরী। ও কী কথা বৌমা, ফিরবেন না ত কী। এই এলেন বলে, দেখ না। বড়মানুষের বাড়ির কাজ, গুরুকে ছাড়তে চায় কি ? কথায় বলে গুরুর আদর। পাওনা-থোওনা আছে ভাল, তাই আসতে পারেন নি। ছি, অমন করে ভাবতে নেই। ঘরে চল বৌমা।

বিরাজ। না, ঘরে আর যাব না। আর ঘরে থাকা আমার ঘুচে গেল বুঝি সুন্দরী। এই শ্রাবণ মাস ত শেষ হতে চল্ল, মাঝে ভাদ্দর মাসটা। তারপরে আশ্বিন মাস পড়লেই উনি যাবেন কলকাতায় কোন বাউলী না কেত্তনউলীর সঙ্গে খোল বাজাতে। তবে দুটো ভাত জুটবে।

সুন্দরী। (আন্তরিক সহানুভূতির সুরে) আর তুমি একলা পড়ে থাকবে এই অরণ্য পুরীতে ?

বিরাজ। ততদিন আর থাকতে না হয় তাই বল। যে পথে চলেছি সেই পথটা যেন ঠাকুর তাড়াতাড়ি পার করিয়ে দেন।

সুন্দরী। ছি বৌমা, অমন কথা বলতে নেই, ঘরে যাও। আমি আসি তবে, একটু ধরন করেছে। তুমি ঘরে গিয়ে শোও মা, আর ঠাণ্ডায় থেক না। আমি আসি।

সুন্দরী যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল—

সুন্দরী। ভাল কথা, হাঁ বৌমা, জ্বর ছেড়েছে বল্‌লে—পথ্যি কিছু করেছ ?

বিরাজ। সে যা হয় হবে'খন। সবে বিকেলে জ্বরটা ছেড়েছে, কিছু খাব না।

সুন্দরী। দেখ বৌমা, আমি পাপিষ্ঠি মেয়েমানুষ, ছোট জাত, তোমার কাছে অপরাধও করেছি, শাস্তিও পেয়েছি। তবু যাই হই, এ বাড়িকে আমি আজও পরের বাড়ি মনে করতে পারি না বৌমা। ঠিক ক'রে বল, আমার কাছে লজ্জাই বা কী—ঘরে পথ্যি কিছু—

বিরাজ। না না, সে যা হয় হবে। ক্ষিদে তেষ্টা আমার উড়ে গেছে সুন্দরী, এই যে দুটো দিন খালি জল খেয়ে আছি—

হঠাৎ চুপ করিয়া গেল, পরে

সে যাক, আগে ফিরুক সে। তুই যা, আর দেরি করিস নে। দুর্যোগের রাত।

সুন্দরী। আচ্ছা আসি বৌমা, সাবধানে থেকো।

প্রস্থান

বিরাজ বসিয়া বসিয়া শেষে মাটিতে আঁচল বিছাইয়া শুইতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ কাহার পদশব্দ কানে আসিতে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল ও ধড় মড় করিয়া উঠিয়া সিঁড়ি দিয়া দ্রুত নিচে নামিল এবং নীলাম্বর মনে করিযা বলিল—

বিরাজ। এলে তুমি?

ততক্ষণে আগন্তুক সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বিশু। মাথায় তাহার একটা টোকা, কাদা মাখা খালি পা, গায়ে গেঞ্জি।

বিশু চীৎকার করিয়া ডাকিল—

বিশু। ও মাঠান—(তারপর হঠাৎ সামনে বিরাজকে দেখিযা) ওমা, এই যে মাঠান, বাইরে রইছ গো! আমি বিশ্বনাথ গো।

বিরাজ নীরব

মাঠান, দা' ঠাউর একটা শুকনা কাপড় চাইলেন, দ্যাও।

বিরাজ যেন বুঝিতে পারিল না

বিরাজ। কে চাইলে ?

বিশু। দা' ঠাউর গো। আবার কে কাপড় চাইবে গো ?

বিরাজ। কাপড় চাইলেন ? কোথায় তিনি ?

বিশু। ও-পাড়ার গোপাল ঠাউরের বাড়ি। তেনার বাপের গতি করে এই মাত্তর সবাই ফিরে এলেন না ? আমায় দেখতে পেয়ে বল্লেন যা ত বিশু—

বিরাজ। গোপাল ঠাকুরপোর বাপের গতি করে ? তবে শ্রীরামপুরে যান নি ?

বিশু। এই তিরপুনি থাকতে ছিরামপুরে অতদূরে যাবে কেন গো ? এ মাঠান কী বলে দেখ। পরশু সব তিরপুনি গিয়েলেন না ? বুড়ো চক্কত্তিকে গঙ্গাযাত্তা করে ? কী কাঠ পেরাণ গো মা, বুড়ো মলো কিনা আজ দুকুরে। সব্বাই তাই বলতেছে, বলে এ তল্লাটে দা' ঠাউরের মতন এমন ক্ষ্যামতা আর কার আছে ? নাড়ী ধরে পেরমাই কদ্দিন কয়ে দেবে। তারই জন্যে ত গোপাল ঠাউর ছাড়লেক নি, দা' ঠাউরকে তিরপুনি পর্য্যন্ত ধরে নিয়ে গিয়েছ্যাল পরশু। দ্যাও মাঠান, কাপড় খান্ দ্যাও। দিয়ে আমাকে আবার ছুটতে হবে, রাজাবাবু চলে যাচ্ছে।

বিরাজ। রাজাবাবু কে ?

বিশু। এই আমাদের হুজুর গো, তোমরা রাজন না কী বল, আমি বলি রাজাবাবু। কাল ভোরে চলে যাচ্ছে। কী পেল্লায় বজরা মা, হেই তোমাদের খিড়কির ঘাটের উত্তুর দিকে। কই দ্যাও না কাপড়।

বিরাজ টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। বিশু তাহার ট্যাঁক হইতে একটি অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট বাহির করিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া প্রদীপের আগুনে ধরাইয়া টানিতে লাগিল। পরে বিরাজের পদশব্দে সিগারেট লুকাইয়া ফেলিল।

বিরাজ একখানি কাপড় আনিয়া তাহার হাতে দিল।
বিশু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

বিরাজ। হ্যাঁরে বিশু, একটি কাজ করবি বাবা ?

বিশু। হুঁ করব। কী কাজ ?

বিরাজ। এই বাগানের ধারে চাঁড়ালদের—না থাক, আমিই যাচ্ছি। ভিজে কাপড়ে রয়েছেন, তুই যা কাপড় নিয়ে।

বিশুর প্রস্থান

বিরাজ ধীরে ধীরে প্রদীপ লইয়া বাহির হইতেছিল। তারপরে কী ভাবিয়া ফিরিয়া প্রদীপ রাখিয়া অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বিরাজকে ধরিয়া তুলসী ঢুকিল, তাহার হাতে একটি ছোট টিনের লণ্ঠন। বিরাজের কাপড়ে কাদা মাখা।

তুলসী। বল কী বৌমা, এই আঁধারে তুমি বনের মধ্যে কোথা যাচ্ছিলে ? আহা বাছারে ! কাদায় পড়ে গিযে গতর চুন্ন হযে গেছে যে। ধন্যি সাহস তোমার মা ! এই বুনো পেছল পথে, এই জলে কি যায় মা। ভাগ্যি আমি বেরিয়েছিনু নতুন ছাগলের বাচ্চাটারে খুঁজতি। নাও, বসো। কোথা যাচ্ছিলে ?

বিরাজ সিঁড়িতে বসিল

বিরাজ। পেলি ছাগল ?

তুলসী। না মা, সে গ্যাছে শ্যালের পেটে। যাকগে মরুকগে। দুখ্‌খুর অদেষ্ট। তা নইলে আর মগরার কারখানাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে কেন বল। যা হোক, দুটো পযসা আসছিল শুধু ত। কী বল মা ?

বিরাজ। হুঁ।

তুলসী। কী বলব মা, তোমাদের হ'ল সখের কাজ। সখ করে দুদিন করলে—

বিরাজ। তুলসী!

তুলসী। কেন গা বৌমা?

বিরাজ। আমি তোরই কাছে যাব বলে বেরিয়েছিলুম তুলসী।

তুলসী। (সবিস্ময়ে) আমার কাছে? এই রাত্তিরে আমার কাছে, কেন মা?

বিরাজ। তুলসী, আমায় চাট্টি চাল দে তুই।

তুলসী। চাল দেব? আমি?

সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

বিরাজ। দাঁড়িয়ে থাকিস নে তুলসী, শিগ্‌গির করে এনে দে।

তুলসী। কি বলছ তুমি মা, সত্যি চাল এনে দেব? না, তুমি ঠাট্টা করছ, কিছু বুঝতে পারছি না।

বিরাজ। না তুলসী, সত্যিই বলছি। ঐ জন্যেই যাচ্ছিলুম। তাড়াতাড়ি দরকার, দিবি এনে?

তুলসী। তুমি বলছ, দিচ্ছি এনে, আমার অপরাধ নিও নি মা। কিন্তু আমাদের সে মোটা যোকড়া চালে কী কাজ হবে মা? সে ত আর তোমাদের খাবার নয় বোমা।

বিরাজ। তা হোক, আমার ওতেই হবে কাজ।

তুলসী। তবে বোসো মা। আমি নিয়ে এসতেছি।

বিরাজ। না, আমিও যাই তোর সঙ্গে। (উঠিল) এই রাত্তিরে তুই কতবার যাওয়া-আসা করবি?

তুলসী। (ব্যস্ত হইয়া) তুমি বোসো বৌমা, তুমি বোসো, আমি যাব আর এসব। আবার পড়ে যাবে মা, ওগা শরীরে আঁধার আতে—

বিরাজ। (আকাশের দিকে চাহিয়া) মেঘ ফিকে হয়ে আসছে। তা ছাড়া, আমার কিছু হবে না, মরব না রে তুলসী, এত শিগ্‌গির মরব সে ভাগ্যি নয়। আয় তুলসী, আর দাঁড়াস্‌ নে মা, তুই আয়।

বলিতে বলিতে তাহার অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল

তুলসী। (ব্যস্ত হইয়া) অ বৌমা, দাঁড়াও গো, অমন করে যেও নি—

বলিয়া তাহার ছোট লণ্ঠনটা লইয়া পিছনে পিছনে ছুটিল

ক্ষণকাল পরে অপর দিক হইতে নীলাম্বর প্রবেশ করিল। কোঁচার খুঁট গায়ে, হাতে ভিজা কাপড় চাদর। তাহার প্রায় পিছনে পিছনে বিশু ঢুকিয়া চণ্ডীমণ্ডপের ওপাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল

নীলাম্বর। কে রে ?

বিশু। আমি গো দা'ঠাউর।

নীলাম্বর। বিশে ? কোথায় চল্‌লি আবার ?

বিশু। ঐ রাজাবাবুর কাছে, তোমাদের খিড়কির উই দিকপানে।

নীলাম্বর। এত রাত্তিরে আবার সেথায় কেন রে ?

বিশু। (মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া) আছে গো কথা আছে, রাজাবাবু কাল ভোরে চলে যেতেছে না ? আচ্ছা, কাউরে বলো নি দাঠাউর, বাবা পঞ্চানন্দের দিব্যি, আমি রাজাবাবুর কাজ করি ত ? তাই আমারে বলেছেন এক সাল পরে কলকাতায় নিয়ে যাবেন, রাজবাড়ির খানসামা করে লিবেন।

নীলাম্বর। বটে ?

বিশু। হিঁ গো। কাউকে বল না দা'ঠাউর, মা কালীর দিব্যি।

বিশু চলিয়া গেল

নীলাম্বর দাওয়া হইতে প্রদীপ লইয়া ক্লান্তপদে বাটীর ভিতর চলিল

মঞ্চ ঘুরিল

চতুর্থ দৃশ্য

নীলাম্বরের বাটী

একখানি মাত্র ঘর খাড়া আছে। রান্নাঘরের স্থানে একটা মাটীর স্তূপ। তাহারই একধারে তালপাতা দিয়া একটি ক্ষুদ্র চালা কোনরকমে তৈয়ারী করা হইয়াছে। সেইখানেই রান্নার কাজ হয়। উঠানে ক্ষীণ চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রকের উপর প্রদীপটি জ্বলিতেছে। সিঁড়ির পৈঠাতে স্বীয় অভ্যস্ত আসনে নীলাম্বর বসিয়া আছে। যেন আচ্ছন্নের মত। হঠাৎ চোখ খুলিয়া একবার ডাকিল—বিরাজ! কাহারও সাড়া না পাইয়া আবার ঢুলিতে লাগিল।

বিরাজ প্রবেশ করিল, তাহার আঁচলে ক্ষুদ্র চালের পুঁটুলি। পদশব্দে নীলাম্বর একবার মুখ তুলিয়া দেখিল। বিরাজ কাছে আসিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া সেটি হাতে লইয়া স্বামীর মুখের সামনে ধরিয়া বলিল—

বিরাজ। সারাদিন খাওয়া হয় নি ত?

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু বিরাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে মাথা নীচু করিল

বিরাজ। দেখি চোখ দুটি।

নীলাম্বর মুখ তুলিল না

তা বেশ।

বলিয়া বিরাজ প্রদীপ লইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, নীলাম্বর সহসা ডাকিল—

নীলাম্বর। শোনো। এত রাত্তিরে একা কোথায় গিয়েছিলে?

বিরাজ। (দাঁড়াইয়া পড়িয়া এক মুহূর্ত্ত হতস্ততঃ করিয়া) ঘাটে।

নীলাম্বর। (অবিশ্বাসের সুরে) না, ঘাটে তুমি যাও নি।

বিরাজ। তবে যমের বাড়ি গিয়েছিলুম।

বলিয়া সে চলিল

নীলাম্বর ঝিমাইতে লাগিল। রান্নাঘরে চাল রাখিয়া প্রদীপ হাতে বিরাজ বাহিরে আসিল। রকের উপর হইতে জলের ঘটি লইয়া পুনরায় রান্নাঘরে আসিতেছে, নীলাম্বরের পুনরায় খেয়াল হইল, সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া পূর্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি করিল—

নীলাম্বর। কোথায় গিয়েছিলে বল ?

বিরাজ। বলব গো বলব।

নীলাম্বর। না, আগে বল।

বিরাজ। আগে চাল কটা ফুটিয়ে দিই, দুটো খেয়ে-দেয়ে শোও, সে কথা কাল শুনো।

নীলাম্বর। (মাথা নাড়িয়া) না, রান্না থাক, আজ এখনই শুনব। কোথায় ছিলে বল।

তাহার জিদের ভঙ্গী দেখিয়া এত দুঃখেও বিরাজ হাসিয়া ফেলিল

বিরাজ। যদি না বলি ?

নীলাম্বর। বলতেই হবে, বল।

বিরাজ। আমি তা কিছুতেই বলব না। আগে খেয়ে-দেয়ে শোও, তখন শুনতে পাবে। তিন দিন তোমার পেটে ভাত পড়ে নি—আর দেরি করে দিও না—

বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল। দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নীলাম্বর মুখ তুলিল—সে চোখে আচ্ছন্ন ভাব আর নাই, হিংসা ও ঘৃণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ভীষণ কণ্ঠে সে বলিল—

নীলাম্বর। না, কিছুতেই না। কোনমতেই না। না শুনে তোমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত আমি খাব না।

বিরাজ চমকিয়া উঠিল, বুঝি কালসর্প দংশন করিলেও মানুষ এমন করিয়া চমকায় না। তাহার হাত হইতে ঘটি পড়িয়া গেল। সে টলিতে টলিতে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—

বিরাজ। কী বল্‌লে? আমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত তুমি খাবে না?

নীলাম্বর। না, কোনমতেই খাব না।

বিরাজ। কেন?

নীলাম্বর। (চীৎকার করিয়া) আবার জিজ্ঞেস কর্‌ছ কেন?

বিরাজ নিঃশব্দে স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে বলিল—

বিরাজ। বুঝেচি, আর জিজ্ঞেস করব না। আমিও কোনমতেই বলব না। কেন না কাল যখন তোমার হুঁস হবে তখন নিজেই বুঝবে—

নীলাম্বর। এখন বুঝব না?

বিরাজ। না, কাল বুঝবে, এখন তুমি তোমাতে নেই।

নেশার ইঙ্গিতে নীলাম্বর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইল

নীলাম্বর। কী বল্‌তে চাস্ তুই? গাঁজা খেয়েছি, এই বলছিস্ ত? গাঁজা আজ আমি নতুন খাই নি যে জ্ঞান হারিয়েছি। বরং জ্ঞান হারিয়েছিস্ তুই। তুইই আর তোতে নেই।

বিরাজ তেমনই মুখের পানে চাহিয়া রহিল

কার চোখে ধূলো দিতে চাস বিরাজ? আমার? আমি অতি মুখ্‌খু, তাই পীতাম্বরের কোন কথা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু সে ছোট ভাই, যথার্থ ভায়ের কাজই করেছিল। দেখেছি তোর আঁচলে টাকা বাঁধা, দেখেও দেখি নি, কিছু ভাবি নি। এখন বুঝ্‌তে পারছি সব। নইলে কেন তুই বলতে পাচ্ছিস না—কোথা ছিলি এত রাত্তিরে? কেন তুই মিছে কথা বল্‌লি—ঘাটে ছিলি?

বিরাজের দুই চোখ তখন ঠিক পাগলের মত ধক্‌ধক্ করিতেছিল। তথাপি সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া জবাব দিল—

বিরাজ। মিছে কথা বলেছিলুম—একথা শুন্‌লে তুমি লজ্জা পাবে, ছুঃখু পাবে, হয় ত তোমার খাওয়া হবে না, তাই। কিন্তু সে ভয় মিছে, তোমার লজ্জাসরমও নেই, তুমি আর মানুষও নেই। মিছে কথা বলেছি, আমি! তুমি মিছে কথা বল নি? একটা পশুরও এত বড় ছল করতে লজ্জা হত, কিন্তু তোমার হল না। সাধুপুরুষ! রোগা স্ত্রীকে ঘরে একা ফেলে রেখে কোন শিষ্যের বাড়িতে বসে তিনদিন ধরে গাঁজার ওপর গাঁজা খাচ্ছিলে, বল?

নীলাম্বর। বলছি। এই বলছি।

বলিয়া হাতের কাছের পানের ডিবাটা বিরাজের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। ডিবা কপালে লাগিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া নিচে পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বিরাজের চোখের কোণ বাহিয়া, ঠোঁটের প্রান্ত দিয়া রক্তে মুখ ভাসিয়া গেল। সে বাঁ হাতে কপাল টিপিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—

বিরাজ। আমাকে মারলে? তুমি আমাকে মারলে?

নীলাম্বর। (তাহার ঠোঁট মুখ কাঁপিতেছিল) না, মারি নি। কিন্তু তুই দূর হ, দূর হ আমার সুমুখ থেকে, ও-মুখ আর দেখাস্ নে, অলক্ষ্মী দূর হয়ে যা।

বিরাজ। যাচ্ছি। (দুই পা গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) কিন্তু সহ্য হবে ত? যখন শুনবে চাঁড়ালদের দযায ঘরে কাজ করে রোজগার করেছি, কাল যখন মনে পড়বে জ্বরের ওপর আমাকে মেরেছ, তাড়িয়ে দিয়েছ, আমি তিন দিন খাই নি, তবু এই অন্ধকারে এই বৃষ্টিতে তোমার জন্যে ভিক্ষে করে এনেছিলুম, চাঁড়ালদের ঘর থেকে, সইতে পারবে ত? এই অলক্ষ্মীকে ছেড়ে থাকতে পারবে ত?

রক্ত দেখিয়া নীলাম্বরের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে।
সে মূঢ়ের মত চুপ করিয়া রহিল

(আঁচল দিয়া রক্ত মুছিয়া) অনেক দিন থেকে যাই যাই করছি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি নি। চেয়ে দেখ, দেহে আমার কিছু নেই। চোখে ভাল দেখতে পাই না, এক পা চলতে পারি না। আমি যেতুম না, কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপবাদ আমাকে দিলে আর আমি তোমায় মুখ দেখাব না। আর এ মুখ দেখাব না (একটু থামিয়া) তোমার পায়ের নিচে মরবার লোভ আমার সবচেয়ে বড় লোভ। সেই লোভটাই আমি কোনমতে ছাড়তে পারছিলুম না আজ ছাড়লুম।

কপালের রক্ত মুছিতে মুছিতে বিরাজ খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া গেল। নীলাম্বর উঠিতে গেল, পারিল না, কথা কহিতে গেল, জিব নড়িল না। তড়িতাহত ব্যক্তির মত অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে আলোক মৃদু হইতে হইতে নিবিয়া গেল। ক্রমে সেই অন্ধকারে নিস্তব্ধ বাড়িটার মধ্যে ভূতের মত নীলাম্বরের উদ্‌ভ্রান্ত মূর্ত্তি ঘোরা-ফেরা করিতেছে দেখা গেল। সে মূর্ত্তি ঘর হইতে উঠানে, উঠান হইতে ঘরে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে। একবার মূর্ত্তি ছুটিয়া বাহিরে গেল, পরক্ষণে অনেক দূর হইতে একটা অস্পষ্ট ডাক যেন শোনা গেল।

ক্রমে আলোক উজ্জ্বল হইল। পাগলের ন্যায় নীলাম্বর আসিয়া ঢুকিল, শূন্য উঠানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, এ ঘরে ও ঘরে দেখিয়া দেখিয়া আবার বাহিরে গেল।

আলোক পুনরায় মৃদু হইতে হইতে নিবিয়া গেল।

একটা দিন কাটিয়া গেল

পঞ্চম দৃশ্য

আবার আলোক ফুটিল। সেই দৃশ্য।

পীতাম্বরের অংশে মোহিনী ও তুলসী

মোহিনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি হতভাগী যদি বাপের বাড়িতে দেরি না করতুম। পরশু কেন দিনের গাড়ীতে এলুম না, সন্ধ্যে-বেলায় আমি এসে পড়লে ত এমন সর্বনাশ হয় না। যা তুলসি, কাল থেকে তুই খাস্ নি দাস্ নি, কেঁদে কেঁদে ঘুরছিস্। তুই তার অনেক করেছিস্ তুলসী, তুই তার মেয়ে ছিলি—

তুলসী। ছাই ছিনু ছোট-বৌমা, সাধে কি আমাদের ছোটনোক চাঁড়াল বলে। আক্কুসি আমি নিজের পিণ্ডি আঁধবার নেগে সাথে এলুম নি। আমি যদি বৌমার সাথে চালটে দিতি আস্‌তাম, তা'লে কি এমন কাণ্ড করতি পারে বৌমা। কী জানি, কী হল, কী মনে ছ্যাল মায়ের, কেন এমন করে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলি মা। ওগো মাগো—

আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল

মোহিনী। কাঁদিস্ নে তুলসী, তুই কী করবি? তুই কি আর জানতিস্?

তুলসী। তা-ও না এনু, এট্টু পরে চাঁদ উঠেছে, দেবতা ধরণ করেছেন দেখে আবার বেরোনু বাচ্ছাটারে খুঁজতি। জলের ধারে মা আমার দেখা দিলে গো, তবু আমি আবাগি চেয়ে দেখলুম নি। (হঠাৎ নিজের দুই গালে চড়াইতে চড়াইতে) পোড়ারমুকি, আক্কুসি, ছাগল খুঁজবি, ট্যাকা পাবি, না? আক্কুসির ভূতের ভয়, মরতে হবে নি তোরে? তোরে যমের বাড়ি যেতে হবে নি?

মোহিনী। (বাধা দিয়া) ও কী করছিস্ তুলসী—ও কী—

তুলসী। পোড়ারমুকি, তুই ভূতের ভয়ে পালিয়ে এলি—

মোহিনী। (তাহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিয়া) অমন করে না, ছিঃ, তোর দোষ কী? যা তুই বাড়ি যা তুলসী, কাল থেকে মুখে কিছু দিস্ নি—যা ঘরে যা।

তুলসী। মুখে দেব বই কি, মুখে চুলোর আংরা গুঁজে দেব। তাই দিই গে যাই।

উভয়ে বাহিরে গেল

পরক্ষণে পীতাম্বর ও পশ্চাতে মোহিনীর প্রবেশ

পীতাম্বর। তা আমি কী করব বল?

মোহিনী। সে কথা আমি বলে দেব? তোমার না মায়ের পেটের ভাই? তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরী? দুঃখে কষ্টে দিদি আত্মঘাতী হলেন, তবুও আমরা পর হয়ে থাকব? তুমি থাকতে পার থাকগে, আমি আজ থেকে ওবাড়ির সব কাজ করব।

পীতাম্বর। তা না হয় কোরো। কিন্তু আত্মঘাতীই যে হয়েছেন—না না, সে কী কথা?

মোহিনী। না ত কী? দিদি গেলেন কোথা? তুলসী দেখেছে, সেই রাত্তিরে জলের ধারে বসে কে যেন আঁচল দিয়ে নিজের হাত-পা বাঁধছিল। ও ভয়ে পালিয়ে এসেছে, ভাল করে চায় নি, তাই কেঁদে মরছে এখন। নিশ্চয়ই সে দিদি। আমাদের খিড়কির ঘাটে আর কে আসবে অত রাত্তিরে? কত বড় দুঃখে তুলসীর ঘর থেকে চাল ভিক্ষে করে এনেছেন, কত বড় ধিক্কারে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছেন—

বলিতে বলিতে কান্নায় কথা শেষ করিতে পারিল না

পীতাম্বর। (মাথা নাড়িয়া) কিন্তু—তা হ'লে তাঁর দেহ ভেসে উঠবে ত ?

মোহিনী। না উঠতেও পারে। ভরা শ্রাবণের নদী, স্রোতে ভেসে গিয়েছেন, সতীলক্ষ্মীর দেহ, মা গঙ্গা হয় ত বুকে তুলে নিয়েছেন। তা ছাড়া কেবা সন্ধান করছে, কেইবা খুঁজে দেখেছে।

পীতাম্বর। সে খোঁজ আমি ভোর থেকেই করাতে লাগিয়ে দিয়েছি। পাঁচু চৌকিদার গেছে তার দলবল নিয়ে নদীর ধারে ধারে। তুমি যা ভয় করছ তা যদি হয়, তা হ'লে নদীতে এত বাঁক, এত ঝোপ-ঝাড়, লাশ কোথাও না কোথাও আট্‌কাবে নিশ্চয়। আচ্ছা দেখ, বৌঠান্ মামার বাড়ি চলে যান্ নি ত ?

মোহিনী। কখ্‌খনো না। দিদি বড় অভিমানী, তিনি কোথাও যান্ নি। নদীতেই প্রাণ দিয়েছেন।

পীতাম্বর। আচ্ছা, সে আমি দেখছি।

প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ

পীতাম্বর। দেখ ছোট-বৌ—

মোহিনী। কী ?

পীতাম্বর একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল—

পীতাম্বর। দেখ, আমি যদুকে ডেকে পাঠাচ্ছি—একলা বাড়িতে থাকা, ও যেমন কাজ করছিল তেমনি করুক। আর ও এলে আগে এই বেড়াটা ভাঙ্গিয়ে দাও, আর যা পার কর। দাদার মুখের পানে ত চাইতে পারা যায় না। পাগলের মত রাতদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই এতটা বেলা কোথায় যে আছেন—আর এখনো পর্য্যন্ত কী যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তা বুঝি না।

মোহিনী। তুমি সে বুঝবে না। কিন্তু যে মুখের পানে তুমিও চাইতে পারছ না, সে মুখ না জানি কী হয়ে গেছে তাই ভাবছি।

পীতাম্বর চলিয়া যাইতেছিল। মোহিনী বলিল—

মোহিনী। শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফিরো। যা হোক ছুটো রান্না বই ত নয়। শেষ হতে দেরি হবে না আমার।

পীতাম্বর বাহিরে ও মোহিনী ভিতরে প্রস্থান করিল

ক্ষণকাল পরে এ অংশে নীলাম্বর প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিলে পাগল ব্যতীত আর কিছু মনে হয় না। মাথায় রুক্ষ কেশ, কণ্টকিত শ্মশ্রু গুম্ফ, ধুলি-মলিন দেহ, অত্যন্ত মলিন বস্ত্র, নগ্ন পদ, সর্ব্বোপরি চোখে লক্ষ্যহীন বিভ্রান্ত দৃষ্টি। এক একবার সেই দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ সজীব হইয়া উঠিতেছে। পরক্ষণে নিবিয়া যায়। সে উঠানের মধ্যস্থলে চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিহ্বল উদাস দৃষ্টি তীক্ষ্ণ উৎসুক হইল, সে প্রায় ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল। ঘরের ভিতর দেখিয়া হতাশ প্রাণহীন ভাবে উঠানে ফিরিয়া রকের ধারে খুঁটি ঠেস দিয়া বসিল। ঘরের দেওয়ালে একটা রাধা-কৃষ্ণের পট ঝোলান ছিল, সে বসিয়া বসিয়া সেই পটের দিকে চাহিয়া হাত জোড় করিয়া বিড় বিড় করিয়া কী বকিতে লাগিল। ক্রমে ধ্যান-মগ্নের ন্যায় চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে মোহিনী আসিল, তাহার মাথায় অল্প ঘোমটা। অনতিদূরে দাঁড়াইয়া সে ডাকিল—

মোহিনী। বাবা!

নীলাম্বর শুনিতে পাইল না

(আরও একটু উচ্চ স্বরে) বাবা!

নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া চাহিল

আমি আপনার মেয়ে বাবা, চান করে আসুন। আজ আপনাকে ছুটি খেতে হবে।

নীলাম্বর। (বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া) আমায় বলছ মা? কী বলছ?

মোহিনী। চান করে আসুন বাবা, রান্না হয়ে গেছে।

এতক্ষণে নীলাম্বর বুঝিল। সে আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল—

নীলাম্বর। রান্না হয়ে গেল মা?

মোহিনী নীরবে ঘাড় নাড়িল

কত দিন কেটে গেল, আবার আমাকে খেতে ডাকলে? এ বাড়িতে আবার রান্না হল?

মোহিনী। হাঁ বাবা, আপনি চান করতে যান। আহ্নিকের জায়গা করেছি, ক'দিন খান নি।

নীলাম্বর। মাগো, আমি খাব বলেই ত ভিক্ষে করে এনেছিল, রাঁধতেই ত যাচ্ছিল মা, তুমি জান না মা—

মোহিনী। আপনার কাছে সব শুনব বাবা, কিন্তু আগে আপনি খেতে বসবেন, তখন শুনব বাবা।

নীলাম্বর। সব কথা শুনলে তুমি আমাকে খেতে ডাকবে না মা। সে-ও ত শুধু ঐটুকুই বলেছিল—"আগে খেয়ে নাও, তার পর শুনো।" জ্বর, তিনদিন মুখে কিছু দেয় নি, ভিক্ষে করা চালক'টি নিয়ে রাঁধতে যাচ্ছিল আমার জন্যে, বল্লে—আগে দুটি খাও। এই অপরাধে আমি তাকে খুন করলুম মা, কী মর্ম্মান্তিক অপমান করে, নিজে হাতে করে তাকে মেরে ফেললুম। এইখানে বসে। এ বাড়িতে আবার আমি খেতে বসব কোন মুখ নিয়ে মা?

মোহিনী। আপনি এখানে বসবেন না বাবা, আপনার মেয়ের ঘরে খাবেন। আসুন।

নীলাম্বর। কিন্তু যত দোষই করে থাকি না কেন, জ্ঞানে ত করি নি, তবে কী করে সে মায়া কাটিয়ে চলে গেল? আর সইতে পারছিল না, তাই কি গেল মা?

মোহিনী। দিদি এখানকার মানুষ ছিলেন না, শাপে এসেছিলেন, শাপমোচন হল তাই চলে গেলেন।

নীলাম্বর। তাই হবে মা, তোমার কথাই ঠিক। এখানকার মানুষ সে ছিল না। সময় হল তাই চলে গেল। কিন্তু আমার বুকে যে শেল বিঁধে রইল! যে অন্যায় করেছি আমি, সে কথা কাকে বলব।

মোহিনী ঘরের ভিতর হইতে কাপড় ও গামছা আনিয়া রাখিল

মোহিনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) সব কথা আমি শুনব বাবা, না শুনে আমারও বুক জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু আগে আপনি দুটো ভাত মুখে দিন। আমি আপনার মুখ্খু মেয়ে, আপনাকে কী বোঝাব বাবা, কিন্তু যেখানেই থাকুন তিনি, আপনার এই অবস্থা দেখে স্বর্গে গিয়েও তিনি শান্তি পাচ্ছেন না, তা ত আপনি জানেন বাবা। দুটো খেয়ে নিন।

নীলাম্বর। ঠিক বলেছ মা, আমার জন্যে স্বর্গে গিয়েও তার প্রাণ ছটফট করছে, সে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

উঠিল ও গামছা কাপড় লইয়া বাহিরে গেল। যাইতে যাইতে ক্রন্দনার্ত স্বরে বলিয়া উঠিল—

ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়, এ আমি সইতে পারব না, সইতে পারব না—

প্রস্থান

অঞ্চলে চোখ মুছিয়া মোহিনী ঘরের দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। পীতাম্বর প্রবেশ করিল

পীতাম্বর। এই ত দাদা বাড়ি এলেন দেখলুম, আবার কি বেরোলেন না কি?

মোহিনী। না, চান করতে পাঠালুম। যাহোক দুটো ভাতে হাতে যদি করাতে পারি। তার পর সব কথা শুনব, ওঁর বুকটা খালি না হলে বুক ফেটে মারা যাবেন।

পীতাম্বর। তুমি কি দাদার সঙ্গে কথা কইছ না কি?

মোহিনী। হ্যাঁ, বাবা বলি, তাই কইছি।

পীতাম্বর। (ম্লান হাসিয়া) লোকে কিন্তু শুনলে নিন্দে করবে ছোট-বৌ। জান ত গাঁয়ের লোক সব কেমন।

মোহিনী। (রুষ্ট স্বরে) লোকে আর কী পারে যে করবে? করুক নিন্দে। তাদের কাজ তারা করুক, আমার কাজ আমি করি: এ যাত্রা ওঁকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারি ত লোকের নিন্দে আমি মাথায় পেতে নেব।

চলিয়া যাইতেছিল

পীতাম্বর। পেঁচো এসেছিল।

মোহিনী। (সাগ্রহে) চৌকিদার পাঁচু? কী বললে? পেয়েছে?

পীতাম্বর। না, কই আর পেলে? তবে এখনও সন্ধান ছাড়ে নি, ওরা নৌকো নিয়ে বেরিয়েছে। হাঁ, দেখ গা, সিন্দুকটা খুলে কিছু টাকা বার করে আন ত। ওদের খরচ-পত্তর দিতে হবে।

ট্যাঁক হইতে চাবি বাহির করিয়া দিল

মোহিনী। (সবিস্ময়ে) তোমার চাবি? আমি খুলব সিন্দুক?

পীতাম্বর। হ্যাঁ। আর ওটা তোমার কাছেই রাখো।

মোহিনী বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল

ছোট-বৌ, সমবয়সী ছিলুম, অনেক দিন অনেক ছুটোছুটি খেলা, অনেক ঝগড়া, অনেক ভাব করেছি দুজনে—এই বাড়িতে। তখন এত বড় হই নি, তখন পয়সা চিনি নি। আজ মৃতদেহটাও যদি পাই ত দুটো পায়ের ধুলো নিয়ে মাপ চেয়ে নি। আমি একবার পেঁচোকে পাঠাই কেষ্টরামপুরে, তুমি যাই বল, একবার দেখেই আসুক তাঁর মামার বাড়িটা—

মোহিনী। পাঠাতে চাও, পাঠাও। আমার ত মনে হয় যে অভিমানী দিদি—

পীতাম্বর। তা ত জানি। কিন্তু এত খোঁজাখুঁজিতেও লাশের কোন খবর পাওযা গেল না। দেখ, একটা কথা শুনলুম—

মোহিনী। কী?

পীতাম্বর। শুনলুম, তুমি রাগ ক'র না—(ইতস্ততঃ করিয়া) শুনতে পাচ্ছি সেই রাত্রেই নাকি জমিদারের বজরাটা ছেড়েছে—জমিদারও—

মোহিনী। (জিব কাটিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া) ওগো থামো গো থামো। আর অপরাধ বাড়িয়ো না। তাহলে ঠাকুর দেবতাও মিছে, দিনও মিছে রাতও মিছে।

পীতাম্বর। না না, আমি তা বলছি না। গুণ্ডা বদমায়েস লোক যদি জোর করে—

মোহিনী। অসম্ভব। কারও সাধ্যি নেই। পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে যে। (দেওযালের অন্নপূর্ণার ছবির দিকে দেখাইয়া) দিদি ঐ মা অন্নপূর্ণার অংশ ছিলেন, এ কথা আর কেউ জানুক না জানুক আমি জানি।

মোহিনী দ্রুত পদে চলিয়া গেল। পীতাম্বর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া অন্নপূর্ণার ছবিকে একটা প্রণাম করিয়া ফেলিল। তারপর সেও প্রস্থান করিল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চণ্ডীমণ্ডপ, কিছু সংস্কার হইয়াছে। দুপুর-বেলায় নীলাম্বর একখানা কম্বলের আসনের উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছে। দেহ অত্যন্ত কৃশ, মুখ ঈষৎ পাণ্ডুর, মাথায় ছোট ছোট জটা, চোখে বৈরাগ্য ও বিশ্বব্যাপী করুণা। সম্মুখে একটি চৌকির উপর তাহার পুরাতন মহাভারতখানি খোলা রহিয়াছে। সিঁড়িতে যদু বসিয়া আছে, তাহার মুখে ও মাথায় বার্দ্ধক্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ। নীলাম্বরের অদূরে শুভ্রবস্ত্র পরিহিতা মোহিনী উপবিষ্টা। নীলাম্বর শান্তিপর্ব পড়িতেছিল। কয়েকছত্র পড়িয়া থামিল

যদু। (গামছায় চোখ মুছিল) আহা, কথাগুনো বুকের মধ্যি নিকে রাখতে হয়।

নীলাম্বর। আজ এইখানেই থাক, কী বল মা? তোমার কাজ রয়েছে।

মোহিনী। না বাবা, আমার কাজ কিছু নেই। তবে আপনার কষ্ট হচ্ছে, অনেকক্ষণ থেকে পড়ছেন। থাক্।

নীলাম্বর। আমার কষ্ট? মহাভারত পড়তে কষ্ট! কিন্তু তোমার কাজ নেই বলছ, রান্না কি হয়ে গেছে সব? ওদের অতগুলি লোকের রান্না, এরই মধ্যে কখন করলে মা?

যদু উঠিয়া গেল

মোহিনী। রান্না আমি করি নি। ওদিকের রান্না ঠাকুরঝির, সঙ্গে যে লোক এসেছে সে-ই করছে।

নীলাম্বর। সে ভালই হয়েছে। কিন্তু আমাদের মায়ে-পোয়ের দুটো ভাতে-ভাত—সেটা তোমাকেই ত করতে হবে মা।

মোহিনী। আপনার রান্নাও ঠাকুরঝিই করাচ্ছে। আমাকে বারণ করে গেছে।

নীলাম্বর। ওই এক পাগল! আর তোমার? তুমি ঐ খোট্টা লোকটার হাতের রান্না খাবে ত?

মোহিনী নীরবে মাথা নাড়িল

নীলাম্বর। তবে? তুমি রাঁধবে না বুঝি? না মা, সে হবে না, একলা নিজের জন্যে তুমি রাঁধবে না বুঝতে পারছি। আমি যদুকে ডাকি উনুনটা ধরিয়ে দিক্—

বলিতে বলিতে নীলাম্বর ব্যস্তভাবে উঠিতেছিল. মোহিনী নত মুখে বলিল—

মোহিনী। আজ একাদশী।

অকস্মাৎ মাথায় কঠিন আঘাত পাইয়া মানুষ যেমন করিয়া বসিয়া পড়ে, অর্দ্ধোত্থিত নীলাম্বর তেমনই করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল এবং কয়েক মুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিল না। পরে ধীরে ধীরে আর্ত্তস্বরে বলিল—

নীলাম্বর। মা গো! আজ ছ'মাস হতে চল্‌ল, এখনও আমার অভ্যেস হল না, এখনও স্মরণ থাকে না একাদশীর কথা! (ক্ষণপরে নিজেকে সংবরণ করিয়া) তবে আর আমার জন্যে রান্না কিসের মা? তুমি বলে দাও নি পুঁটিকে?

মোহিনী। বলেছিলুম বাবা, যে আপনি খান না কিছু, শুনে ঠাকুরঝি রাগ করতে লাগল। বল্‌লে, সে আমি বুঝব। সত্যি বাবা, আপনি খান না, আমার বড় কষ্ট হয়।

নীলাম্বর। আর আমার বুকে বুঝি কষ্ট বলে কিছু নেই? মা, পরমেশ্বর যে করুণাময়, তা এই পরম দুঃখের মধ্যে যেমন করে বুঝছি, এমন কখনও বুঝি নি। নিজের দোষে যার সর্বনাশ হয় তাকেও তিনি

ভোলেন না। তাই নিঃসন্তান আমাকে তোমার মতন একটি মেয়ে দিয়েছেন। সেই মেয়েকে উপোসী রেখে আমি মুখে ভাত তুলব— আমি কি পাষাণ মা ?...লোকে বলে ব্রহ্মশাপ না হলে সর্পাঘাত হয় না— (হঠাৎ কাতরস্বরে) বৌমা, মা আমার, তুমি বিশ্বাস কর আমাকে, আমার পীতাম্বরের ওপর আমার একবিন্দু রাগ ছিল না। তাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছিলুম, বিশ্বাস কর তুমি।

মোহিনী। অমন করে বলে আমাকে অপরাধী করবেন না বাবা। সংসারে কারও ওপরই যে আপনার রাগ নেই, তা কি আমি জানি না ?

যদু আসিয়া হুঁকা দিল

নীলাম্বর। আমার নিজের অপরাধের সীমা নেই, শাস্তিও তারই পাচ্ছি, আমি রাগ করব কার ওপর ? পীতাম্বর যাই করুক, সে যে ছোট ভাই, তা আমি একটা দিনও ভুলি নি যদু, একটা দিন ভুলি নি।

মোহিনী। বইটা তুলে রেখে দিই বাবা।

মহাভারত লইয়া মোহিনী ঘরের ভিতর গেল

যদু। তাই যদি ভুলবেন, তা হ'লে আর বড় ভাই হবেন কেন ? কী বলব বড়বাবু, ওসব কিছু নয়। যাকে ভগবান টানেন তাকে কে রাখবে কন ত।

নীলাম্বর। বড় হতে পারলুম কোথায় রে ? সে ত দাদা বলে এই পা দুটোর ওপর মুখ গুঁজে পড়ে রইল, বললে—রোজা, ওষুধ, মন্তর-তন্তর কিছু চাই নে দাদা, শুধু তোমার পায়ের ধুলো মাথায় দাও, এতে যদি না বাঁচি ত বাঁচতেও চাই নে। সেই দাদা তার কী করলে ? কী করতে পারলে ?

উদ্গত অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল

যদু। ছোট-বৌমা আসছেন বড়বাবু, আপনি স্থির হন।

নীলাম্বর চোখ মুছিল। মোহিনী আসিল

মোহিনী। যদু, একবার দেখ না, ঠাকুরঝি এত বেলা করছে কেন? পূজো কি এখনও হয় নি।

যদু। তিন বছর পরে গাঁয়ে এসেছে, গপ্প করতে লেগেছে হয় ত।

মোহিনী। তুমি গিয়ে ডেকে আন যদু। অনেক বেলা হল যে।

যদুর প্রস্থান

নীলাম্বর। সব সহ্য করেছি মা। কিন্তু আমার পীতাম্বরের মত আমার বিরাজকেও ভগবান নিজে টেনে নিলেন না কেন? এ কী হল? পুঁটি এখন বড় হয়েছে, তার জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে, তার মায়ের মত বৌদিদির এ কলঙ্ক শুনে, বল ত মা তার বুকের ভেতর কী করছে?

মোহিনী। ঠাকুরঝিকে না জানালেই হত বাবা।

নীলাম্বর। কী করে লুকোব মা? ভেবে দেখ ত কত আহ্লাদ করে কাল পুঁটি আমার আসছিল। শ্বশুর থাকতে একবার পাঠায় নি, একটা খবর পর্য্যন্ত নিতে দেয় নি। এত বিপদের কথা কিছুই সে জানে না। কত আনন্দ নিয়ে এসেছে। আর সেই যে ইষ্টিশনে নেমে যদুর কাছে শুনেছে, সারা পথটা কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। দেখলে ত মা, কী রকম করে ছুটে এসে আমার কোলে মুখ গুঁজে পড়ল। সারারাত এক মুহূর্ত্ত তার চোখের জলের বিরাম ছিল না। সেই অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে পুঁটি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলে—বৌদির কী হয়েছিল দাদা? তখন আর কী জবাব দেবার ছিল আমার, বল ত মা?

মোহিনী। যে কথা সকলে জানে, দিদি নদীতে প্রাণ দিয়েছেন, তাই বললেই হ'ত।

নীলাম্বর। তা হ'ত না মা, তা হ'ত না। শুনেছি পাপ গোপন করলেই বাড়ে। আমরা তার আপনার লোক, আমরা তার পাপের ভার আর বাড়িয়ে দেব না।

মোহিনী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, পরে অতি সঙ্কোচের সহিত বলিল—

মোহিনী। এসব কথা হয় ত সত্যি নয় বাবা।

নীলাম্বর। কোন সব কথা মা ?...তোমার দিদির কথা ?

ছোট-বৌ নতমুখে মৌন হইয়া রহিল

নীলাম্বর। সত্যি বই কি মা, সব সত্যি। তা নইলে আমার কাছে যেচে এসে একথা সুন্দরী বলবে কেন ?

মোহিনী। সুন্দরীকে দিদি বকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এতদিনের কাজ থেকে, সেই রাগেও ত সে—

নীলাম্বর। না মা, সুন্দরী যেমনই হোক, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রীর নামে মিথ্যে করে এত বড় দুর্নাম দিতে তার মুখ খুলতো না। সব মানুষের বুকের মধ্যেই ভগবান আছেন। অনুতাপের আগুনে পুড়িয়ে তিনি মানুষকে শুদ্ধ করে নেন্। আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল সুন্দরী, সে কান্না তার মিথ্যে নয় মা।

মোহিনী। কিন্তু কেন সে এত দিন পরে বলতে এল ওসব কথা ? কী দরকার ছিল ?

নীলাম্বর। মনে করেছিল তার দুর্গতির কথা শুনলে রাগে ঘৃণায় আমার দুঃখ চাপা পড়ে যাবে। ওর যেমন বুদ্ধি তেমনই মনে করেছে।

মোহিনী। না বাবা, যে যাই বলুক, এ হতে পারে না, কখনও হতে পারে না।

নীলাম্বর। পারে মা পারে। জান ত মা, রাগ হলে সে পাগলীর জ্ঞান থাকতো না। যখন এতটুকুটি ছিল, তখনও তাই, যখন বড় হল

তখনও তাই। তাতে যে অত্যাচার, যে অপমান স্বামী হয়ে আমি করেছিলুম, সে সহ্য করতে বোধ করি স্বয়ং নারায়ণও পারতেন না, সে ত মানুষ। শরীরের কষ্টে, মনের দুঃখে আর অপমানের জ্বালায় সে যে আত্মহত্যাই করতে গিছলো, তা ত তুমি জান। তারপর কেন যে আত্মহত্যা করল না, সে বোঝবার চেষ্টা আমি করি না। শুনেছি পাগল না হলে মানুষ আত্মহত্যা করে না। সে যা করেছে তা আত্মহত্যারও বেশি। পাগল হয়েছিল বলেই এমন কাজ করেছে।

ছোট-বৌ কাঁদিতেছিল, কথা কহিল না। ক্ষণকাল পরে বলিল—

অনেক কথাই তুমি জান, তবু শোন মা। কী করে জানি নে, সেই রাত্রেই অজ্ঞান উন্মত্ত সে সুন্দরীর বাড়িতে গিয়ে ওঠে, তারপর—উঃ, টাকার লোভে সুন্দরী পাগলীকে আমার সেই রাত্রেই রাজেনবাবুর বজরায় তুলে দিয়ে আসে—

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মোহিনী লজ্জা সরম
ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মোহিনী। কখ্খনো সত্যি নয় বাবা, কখ্খনো সত্যি নয়। দিদির দেহে প্রাণ থাকতে অমন কাজ তাকে কেউ করাতে পারবে না। তিনি যে সুন্দরীর মুখ পর্য্যন্ত দেখতেন না।

নীলাম্বর। (শান্ত স্বরে) তাও শুনেছি। হয় ত তোমার কথাই সত্যি মা। দেহে তার প্রাণ ছিল না, ভাল করে জ্ঞান বুদ্ধি হবার আগেই সেটা আমাকে দিয়েছিল, সে ত নিয়ে যায় নি। আজও তা আমার কাছেই আছে।

সে চোখ বুজিয়া যেন নিজ হৃদয়ের অন্তস্তলটি দেখিয়া লইল। মোহিনী মুগ্ধ হইয়া সেই শান্ত পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নীলাম্বর উঠিয়া ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর

গেল। মোহিনী তাহার উদ্দেশে সেইখানে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল—

মোহিনী। তুমি চিনেছিলে দিদি, তাইতেই একটি দিনও ছেড়ে থাকতে চাইতে না।

সে ভিতরে যাইতেছিল, এমন সময় হরিমতি, তাহার স্বামী যোগীন এবং তাহার শিশুপুত্র কোলে দাসী প্রবেশ করিল। হরিমতির পরণে গরদের শাড়ী, সর্ব্বাঙ্গে গহনা। যোগীনও গরদের ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়াছে। উভয়ের কপালে হোমের ফোঁটা।

মোহিনী। এত বেলা করলে ভাই ঠাকুরঝি পূজো দিতে? কাল রাত থেকে খাও নি, পূজোর পেসাদ মিষ্টি কিছু মুখে দিয়েছ ত?

হরিমতি। সে হবে'খন।

তাহার কথার ভঙ্গীতে বোঝা যায় সে কথা কহিতে তেমন ইচ্ছুক নয়

মোহিনী। (দাসীর প্রতি) দাও, আমাকে দাও।

বলিয়া হাত বাড়াইল, দাসী সে আহ্বান গ্রাহ্য করিল না।

হরিমতি। (দাসীকে) ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন আর জাগাস্ নে বিন্দু। যা তুই, জামাটা খুলে দিয়ে শুইয়ে দি গে।

দাসী ভিতরে গেল। ম্লানমুখে মোহিনীও চলিয়া গেল। বিরক্তভাবে হরিমতি চলিয়া যাইতেছে, যোগীন বলিল—

যোগীন। আমার সম্বন্ধেও কি এই ব্যবস্থা?

হরিমতি। কী ব্যবস্থা?

যোগীন। যা দেখলুম—নীরবে প্রস্থান?

হরিমতি। জানি নে।

যোগীন। কিন্তু অপরাধটা কী, তাও জানতে ইচ্ছে হয় ত মানুষের?

হরিমতি। কে বলেছে অপরাধ? অপরাধ আবার কার?

যোগীন। এই আমার। এবং ঐ বেচারী ছোট-বৌদিদির।

হরিমতি। অপরাধের ফিরিস্তি দিতে আমি চাই নে, কারুকে কিছু বলতেও চাই নে। কিন্তু আমার রাজার মতন দাদাকে যারা এত দুঃখু দিয়েছে, এমন রোগা-শোগা পাগলের মতন করে দিয়েছে, তাদের মুখ দেখতে আমার ইচ্ছে করে না।

দুঃখে, অভিমানে তাহার চোখে জল আসিল। সে চোখ মুছিয়া বলিল—

তোমার আপত্তি থাকে, আমি একলাই দাদাকে নিয়ে চলে যাব কোথাও।

যোগীন। (পরিহাসের সুর ত্যাগ করিয়া কোমলকণ্ঠে) সর্ব্বনাশ! না গো, তার দরকার হবে না। তবে আমি বলছিলুম মাস-খানেক থাকো না, তোমার হাতের সেবা যত্ন পেলে দেখ না এইখানেই দাদার—

মোহিনী। না না, এখানে হবে না। দাদাকে তুমি জান না, এখান থেকে না নড়াতে পারলে দাদা আমার বাঁচবে না। আমি কালই যাব।

বলিতে বলিতে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল

যোগীন। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে, আমি দেখছি।

হরিমতি। দাদাকে যদি সারিয়ে তুলতে পারি তবেই ফিরব, নইলে তোমাদের বাড়ি আর আমি ফিরব না। শ্বশুর আর বাপ ভিন্ন নন, ছোড়দাও মায়ের পেটের বড় ভাই, গুরুজন, দুজনেই স্বর্গে গেছেন—নিন্দে করব না, নালিশও আমি করব না—কিন্তু একটিবার যদি আমি এসে দাঁড়াতে পারতুম তাহলে কি ঘরে-বাইরে এমন করে সর্ব্বনাশ ঘটতে পারে? না, এ কথা আমি ভুলতে পারব কোনদিন?

যোগীন। বাবা বেঁচে থাকতে তাঁর কোন ব্যবস্থায় আমি কথা কই নি, অন্যথা করতে পারি নি। সে দোষ আমারই, সে ক্ষালন করবার চেষ্টাও আমি করব না। কিন্তু তোমার ছোট-বৌদিদির সম্বন্ধে তুমি—

হরিমতি। থাক ও কথা।

যোগীন। তাই থাক। আমি ষ্টেশনে পাঠাই কারুকে, যদি টিকিট কিনতে পারে আগাম।

মোহিনীর প্রবেশ

মোহিনী। তোমার ঠাঁই করা হয়েছে ভাই ঠাকুরজামাই।

যোগীন। এই যে যাই।

হরিমতি নীরবে চলিয়া গেল

হ্যাঁ বৌঠান, আমাদের রামলালটাকে সকাল থেকে দেখেছেন বলে মনে হচ্ছে? ও-বেটারও কি এই গাঁয়েই শ্বশুরবাড়ি নাকি?

মোহিনী। রামলালকে বললুম বড় ঘরটায় তোমাদের মোটঘাট-গুলো খুলে গুছিয়ে রাখতে। কাল অত রাত্তিরে—

যোগীন। না না, ওকে বারণ করুন। এদিকে ডেরা ওঠাবার হুকুম এসেছে যে ওপরওলার কাছ থেকে।

মোহিনী। সে কী? ওপরওলা আবার কে?

যোগীন। নাঃ, আপনি এ যুগের মানুষ নন বৌঠান।

মোহিনী। (অপ্রতিভ হইয়া) সত্যি ভাই ঠাকুরজামাই, আমি বড় বোকা।

যোগীন। এইরকম বোকাই থাকুন বৌঠান, তবু একটু জুড়োবার ঠাঁই পাওয়া যাবে পৃথিবীতে। এখন আপনার ননদের যে আদেশ হয়েছে দাদাকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যেতে হবে।

মোহিনী। তা বেশ ত, যাবে। দুটো দিন থাকো এখানে, কত কাল পরে এলে—

যোগীন। তবে আপনি নিজের ননদটিকে চেনেন না। দুটো দিন ছেড়ে এ বাড়িতে আর একটা বেলা থাকলে দাদাকে সারানো শক্ত হবে। নেহাৎ কাল ভোরের আগে পশ্চিমের গাড়ী এ স্টেশন দিয়ে যাবে না, তাই আজ রাতটা কোন রকমে কাটাতেই হবে।

মোহিনী। কালই ভোরে ?

যোগীন। হুঁ। অতএব আর দেরি করবেন না, চটপট আপনার গোছগাছ যা করবেন, এই বেলা সারুন।

মোহিনী। আমার গোছানোর জন্যে ভাবনা নেই ভাই।

যোগীন। গোছানোর ভাবনা নেই ? একটা সংসার উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া—যাকে আমরা বলি মেজর অপারেশন। শেষকালে গাড়ীতে এক পা মাটীতে এক পা, আঁচলে হাত দিয়ে বলবেন—(সুর করিয়া বলিল) ঐ যাঃ ঠাকুরঝি, নোড়া গাছটা বাঁধব বাঁধব করে ভুলে গেছি। আর যাঁতাটা যে উঠোনে ফেলে এসেছি, কাগে নিয়ে যাবে,কী হবে ভাই ?

মোহিনী হাসিয়া ফেলিল, যোগীন সিগারেট ধরাইতে প্রবৃত্ত হইল

মোহিনী। না ভাই, তা বলব না, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

নেপথ্যে খড়মের শব্দ

যোগীন। দাদা এদিকে আস্‌ছেন বুঝি।

ব্যস্ত হইয়া সিগারেট লুকাইয়া বাহির হইয়া গেল।
ভিতর হইতে নীলাম্বর ঢুকিল

নীলাম্বর। শুনেছ ত মা তোমার পুঁটির খেয়াল ? পশ্চিমের হাওয়া না খেলে ওর দাদা নাকি বাঁচবে না।

মোহিনী। এই শুনলুম বাবা, ঠাকুরজামাই বলছিলেন। ভাল কথাই বলেছে ঠাকুরঝি। আপনার যা শরীর হয়েছে।

নীলাম্বর। শরীরের জন্যে ভাবছি না, কিন্তু হাঁ না বল্‌লে ত ও ছাড়বে না। যাতে ও ভুলে থাকে—নিদারুণ আঘাত পেয়েছে। কিন্তু কাল ভোরেই বেরোতে চায় যে। এই একটা বেলার মধ্যে তোমার সব জোগাড় করে নিতে পারবে কি? সেই ভাবছি আমি।

মোহিনী। জোগাড়ের আর কী আছে বাবা। সংসারের সব জিনিসই ত আপনি ত্যাগ করেছেন। দুখানা কাপড় চাদর আর একটা কম্বল বই ত নয়, সে দিতে আর কতক্ষণ লাগবে?

নীলাম্বর। (সহাস্যে) মহাভারতখানা সঙ্গে নিতে ভুলো না মা। সে তুমি ফেলে যাবে না জানি।

মোহিনী। দেব বইকি বাবা।

পুত্রক্রোড়ে হরিমতি আসিয়া দাদার পাশে দাঁড়াইল

নীলাম্বর। যদু বাড়িতে থাকবে। ঘরটা দোরটা আগলাবে—

মোহিনী। ও যদি যেতে চায় যাক না বাবা, বুড়ো হয়েছে। আমি ত আছি, আর তুলসীকে বলব'খন—

নীলাম্বর। (সাশ্চর্য্যে) সে কী কথা? তুমি যাবে না মা?

ছোট-বৌ নীরবে মাথা নাড়িল

নীলাম্বর। না না, সে হয় না মা, তুমি একলাটি কেমন করেই বা থাকবে? আর থেকেই বা কী হবে মা? চল।

মোহিনী। (নত মুখে) না বাবা, আমি কোথাও যেতে পারব না।

নীলাম্বর। কেন মা? এত বড় বিপদ গেল, তবু তুমি একটা দিনও কোথাও যাও নি। তোমার বাবা কতবার এসেছেন নিয়ে যেতে, তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ। সে না হয় বুঝলুম আমার জন্যে যাও নি। কিন্তু

এখন ত সে কারণ থাকছে না। তবে কেন কোথাও যেতে পারবে না মা?

মোহিনী চুপ করিয়া রহিল

নীলাম্বর। না বল্‌লে ত আমার যাওয়া হবে না মা।

মোহিনী। আপনি যান বাবা, আমি থাকি।

নীলাম্বর। কিন্তু কেন?

ছোট-বৌ একটা সঙ্কোচের জড়তা প্রাণপণে কাটাইয়া বলিল—

মোহিনী। কখনও যদি দিদি আসেন—তাই আমি কোথাও যেতে পারব না বাবা।

নীলাম্বর চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংবরণ করিয়া অতি ক্ষীণ একটু হাসিয়া বলিল—

নীলাম্বর। ছি মা, তুমিও যদি এমন খ্যাপার মত কথা বল, এমন অবুঝ হয়ে যাও, তাহলে আমার উপায় কী হবে?

ছোট-বৌ চোখ বুজিয়া যেন নিজের বুকের মধ্যে দেখিয়া লইল, পরক্ষণে সংশয়লেশহীন, স্থির মৃদু কণ্ঠে বলিল—

মোহিনী। অবুঝ হই নি বাবা। আপনারা যা ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উঠতে দেখব, তত দিন কারও কোন কথায় আমি বিশ্বাস করব না।

ভাইবোন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে তেমনই সুদৃঢ় কণ্ঠে বলিতে লাগিল—

মোহিনী। স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরণের বর দিদি চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বর কোনমতেই নিষ্ফল হতে পারে না। সতীলক্ষ্মী দিদি

আমার নিশ্চয় ফিরে আসবেন—যতদিন বাঁচব এই আশায় পথ চেয়ে থাকব। আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে বলবেন না বাবা।

এক নিশ্বাসে অনেক কথা কহার জন্ত সে মুখ হেঁট করিয়া হাঁফাইতে লাগিল। নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না। যে কান্না তাহার গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, তাহাকে মুক্তি দিবার জন্ত সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। হরিমতি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর কাছে আসিয়া তাহার ছেলেকে পায়ের নিচে বসাইয়া দিয়া বিধবা ভ্রাতৃজায়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া বলিল—

হরিমতি। কথনো তোমাকে চিনতে পারি নি ছোট-বৌদি, তোমার কাছে আমি বড় অপরাধে অপরাধী, আমাকে মাপ কর তুমি।

ছোট-বৌ কাঁদিয়া ফেলিল। পায়ের কাছ হইতে
শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল—

মোহিনী। অমন কথা বল না ঠাকুরঝি, তোমার অপরাধ কী? অপরাধ আমার পোড়া কপালের। তা নইলে অমন দিদি আমার চলে যাবেন কেন? তবে আমার ওপর তোমার রাগ যদি গিয়ে থাকে, একটা অনুরোধ করি—তোমার ছোড়দাদাকে তুমি মাপ ক'রো ভাই, সময়ে এলে দেখতে পেতে তিনি নতুন মানুষ হয়েছিলেন। তাঁকেও তোমার ভাই বলে মনে ক'রো। সবাই তাঁকে মন্দ বলেই জেনে রাখলে—এই দুঃখুই……

বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন সামলাইতে প্রস্থান করিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

হুগলীর হাসপাতাল

প্রশস্ত বারান্দার এক অংশ। পিছনে রোগী থাকিবার হল, খোলা দরজার ও জানালার ভিতর দিয়া রোগীদের খাট সারি সারি দেখা যায়। দূরে পেটা ঘড়িতে সাতটা বাজিল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও এক রমণী ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল

রমণী। তা হোক, তুমি জিজ্ঞেস কর না গা। একটিবার বলেই দেখ না।

পুরুষ। বলতে গেলে রাগ করবে ডাক্তারবাবু। এই দেখ না সাড়ে ছটা পর্য্যন্ত থাকবার নিয়ম, সাতটা বেজে গেল, দেখতে পেলে বকাবকি করবে না?

রমণী। বাজলই বা সাতটা। আমরা ত অন্যায় কিছু করি নি। ঐটুকু ছেলে, মাকে ছেড়ে কখনও থেকেছে, না থাকতে পারে? আঁচল চেপে ধরে থাকলে মানুষ কেমন করে ছিনিয়ে নিয়ে আসে বল ত? তুমি না বলতে পার, আমায় নিয়ে চল। আমি তাঁর পায়ে ধরে বলব—

পুরুষ। আরে এটা হাসপাতাল, এখানে কি তোমার জন্তে আলাদা নিয়ম হবে না কি? কেন ভয় করছ, ঐ ত ও কোণে যে মেয়েটি রয়েছে—আমাদের খোকনের চেয়ে ছোট, বেশ ভাল হয়ে আসছে। আচ্ছা, ঐ ত ডাক্তারবাবু আসছেন—

রমণী। (দেখিয়া) না না, ও-ডাক্তারবাবু নয়। সেই বুড়ো ডাক্তারবাবুর কাছে চল। তিনি ভাল লোক, চল, তাঁর নিশ্চয় দয়া হবে—

বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল, পুরুষটি তাহাকে অনুসরণ করিল

অপর দিক হইতে ডাক্তার ও একটি বাঙ্গালী নার্স প্রবেশ করিল

ডাক্তার। তোমরা জানবে না ত জানবে কে? এ ডাক্তার সেন পাও নি, যে যা খুশী করবে হাসপাতালে। কাল ঐ হিন্দুস্থানী বুড়ীর নাতি এলে বলে দেবে, তার নানীকে আর তার হুঁকো কলকে নিয়ে বাড়ি চলে যাক, বাড়ি গিয়ে যত খুশী তামাক খাইয়ে মারুক বুড়ীকে। এখানে চলবে না।

নার্স। যে আজ্ঞে। আর ঐ বাইশ নম্বরের কেসটা কী রকম যেন ঠেকছে। একবার দেখবেন?

ডাক্তার। বাইশ নম্বর? ঐ কোণের? ও আর দেখতে হবে না, বুড়ো আজ রাত্তিরেই টঁাসবে বোধ হয়। একটু নজর রেখো।

চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া বলিল—

হ্যাঁ, সাত নম্বর বেড্‌টা খালি হয় নি কেন? ওকে বলেছিলে আর থাকা চলবে না? এটা ত রাজার অতিথিশালা নয়। অসুখ যা ভাল হবার তা হয়েছে, যা হয় নি তা আর হবেও না। ছ মাস কেটে গেল—আর মিথ্যে বেড্‌ জুড়ে থাকলে চলবে না।

নার্স। বলেছিলুম ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার। বলেছিলুম ফলেছিলুম নয়। কাল ও-বেড্‌ আমি খালি দেখতে চাই। যেখানে খুশী যাক। পেসেণ্ট্‌ এড্‌মিট্‌ করতে পারছি না।

ডাক্তার ও পশ্চাতে নার্স ঘরের মধ্যে প্রস্থান করিল। একটু পরে প্রবেশ করিল বিরাজ। রোগে ও দুর্দ্দশায় তাহার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে চিনিতে পারা যায় না। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, একটি চোখ ও একটি হাত অকর্ম্মণ্য। কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী রোগের ফলে দেহে ও মুখে বিবর্ণ শীর্ণতা। দৃষ্টিও সর্ব্বদা সুস্থ নয়

বিরাজ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) হাঁ গো হাঁ, ভাল হবে। কেন ভাল হবে না? হবে বই কি।

পিছনে পূর্ব্বোক্ত রমণী প্রবেশ করিল

রমণী। কে মা তুমি? ভাল হবে বলছ? ভাল হবে?

বিরাজ। হাঁ গো, তাই ত বলছি। আর যদি এক কাজ করতে পার—

রমণী। নিশ্চয় করব, বল মা।

বিরাজ। তাকে যদি একবার ডেকে আনতে পার, তাহলে আর কোন ভাবনা থাকবে না। দেখো।

রমণী। (সাগ্রহে) কাকে মা? কাকে বল। আমি এক্ষুণি গিয়ে নিয়ে আসব, যত টাকা লাগে, কোথায়, কী নাম বল?

বিরাজ। (সলজ্জ হাসিয়া) ও মা, নাম কি বলতে পারি গা। নাম দরকার নেই, একবার দাদাঠাকুর বলে দাঁড়ালেই হবে, টাকা সে চায় না—

বলিতে বলিতে চলিয়া গেল

রমণী। ঠিকানাটা বলে দাও মা, ও মা—

পুরুষের প্রবেশ

পুরুষ। কার সঙ্গে বকছ? কাল শুনলে না, ওর মাথার ঠিক নেই, পাগল? চল।

রমণী। হোক পাগল। সংসারে কে পাগল নয় বল? আমিও ত পাগল হয়েই আছি। ওর মুখ দিয়ে যদি মা মঙ্গলচণ্ডী আমার ওপর দয়া করে থাকেন, (প্রণাম করিল) মা গো! আমি জোড়া পাঁঠা দিয়ে—

বলিতে বলিতে চলিয়া গেল

পুরুষ। আবার চল্‌লে কোথায়? নাঃ ভাল বিপদ—

অনুসরণ করিল

নার্স ও একটি বর্ষিয়সী রোগিনীর প্রবেশ

রোগিনী। হাঁ গো বাছা, রাত্তিরে একটু মাছ দিতে বলো না গা। পোড়ারমুখোরা সব চুরি করে নিজেদের পেটে পুরছে, কোম্পানী মুখপোড়া কি মরেছে নাকি?

নার্স। চেঁচামেচি ক'র না বাপু। ওদিকে ডাক্তারবাবু রয়েছেন, শুনতে পেলে তোমার মাছ খাওয়াও বার করে দেবে, তোমাকেও বার করে দেবে।

রোগিনী। (সুর ফিরাইয়া) ওমা, চেঁচামেচি করব কেন? আমরা তেমন ঘরের মেয়ে নই, ছি ছি।

নার্স। আমি বলে দেব'খন তোমাকে যাতে মাছ দেয়। বুড়ো মানুষ, একটু সাবধানে খেয়ো!

রোগিনী। ও মা! মেয়ের কথা শোন! আমি ঠাট্টা করে বলছিনু গা। পোড়া কপাল খাওয়ার। খাওয়া আবার কী? তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক, বড় ভাল মেয়ে। কী বলব মা, তোমাদের ত সোয়ামী পুত্তুর থাকতে নেই, মনের মতন ভাব-সাব হোক, সুখে থাকো। (নার্স চলিযা যাইতেছিল) ঐ যদ্দিন বয়েস আছে মা তদ্দিন সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকো, তারপর—

বকিতে বকিতে অপর দিকে প্রস্থান

নার্স। এই যে সাত নম্বর।

বিরাজের প্রবেশ

বিরাজ। আমাকে বলছ?

নার্স। তা না ত আর কাকে বলব বল? তুমি ছাড়া আর সাত নম্বর কটা আছে এ ঘরে?

বিরাজ। না, আর নেই ত। খালি আমি আছি, নয়? তা হ্যাঁ গা, তোমরা বুঝি সাতগাঁ চেন? তাই আমাকে খালি সাত নম্বর সাত নম্বর বলে ডাক?

নার্স। না, না, তোমার বিছানার নম্বর যে সাত। দেখ, কাল তোমাকে বলেছিলুম না, তুমি ভাল হয়ে গেছ, আর ত এখানে থাকা চলবে না।

বিরাজ। (বিমূঢ়ের ন্যায়) চলবে না, এ ঘরে থাকা?

নার্স। না।

বিরাজ। তবে কোন্ ঘরে থাকব?

নার্স। তোমার নিজের ঘরে যাবে।

বিরাজ। নিজের ঘর? আমার নিজের ঘর?

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখে জল ভরিয়া আসিল,
সে কী যেন স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল

নার্স। কী করবে বল? হাসপাতালে ত বেশি দিন থাকবার নিয়ম নেই। এবার অন্য কোথাও যাবার ব্যবস্থা কর।

বিরাজ। (চিন্তিত মুখে) আচ্ছা।

নার্স। রাগ ক'র না বাছা, কিন্তু জিজ্ঞেসা করি, যাঁরা তোমাকে রেখে গিয়েছিলেন, কই তাঁরা ত এই ছ-সাত মাসের মধ্যে একদিনও দেখতে এলেন না। তাঁরা কি তোমার আপনার লোক নয়?

বিরাজ। না। তাঁরা কে তা জানি না। সব কথা মনে পড়ে না কিনা। এক দিন বর্ষার রাত্তিরে কোথায় যেন জলে ডুবে যাই। জল থেকে কী করে উঠে কাদের দোরে পড়েছিলুম জানি না, তারাই বোধ হয় দয়া করে এখানে রেখে গিয়েছিলেন।

নার্স। আহা, জলে ডুবে গিয়েছিলে? কেমন করে? নৌকোয় করে যাচ্ছিলে বুঝি?

বিরাজ। না গো, বজরা করে যেতে যেতে, জলে ঝাঁপ দিয়েছিলুম। না, না গো, পড়ে গিয়েছিলুম।

নার্স। তা, তারা তোমায় তুল্‌লে না? তোমার আপনার লোক যারা ছিল বজরায়?

বিরাজ। না না, সে আপনার লোক নয়, আপনার লোক নয়। সে শত্রু, মহা শত্রু সে, আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। না, না, ধরে নয়—

নার্স। (স্বগতঃ) পাগল। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। তাহলে তুমি যাবার ব্যবস্থা কর।

বিরাজ। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না বুঝি?

নার্স। না, বিশ্বাস করব না কেন।

বিরাজ। হাঁ গা, সত্যি করে বল ত, আমি কি পাগল হয়ে গেছি? আমার সব কথা মনে পড়ে না, এই এটা ত শ্রাবণ মাস—

নার্স। এটা মাঘ মাস পড়েছে—

বিরাজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাঘ মাস। আমার কেবল মনে হয়, এটা শ্রাবণ মাস। সেই যে শ্রাবণ মাসের রাত্তিরে—সে কী জলের সৃষ্টি মা, সেই জলে আমাকে বেরোতে হল—সেই জলে আমার সব ভেসে গেল—আমার বাড়ি ঘর আমার সোয়ামী সংসার ধর্ম্ম—সব ভেসে গেল মা—(কাঁদিয়া ফেলিল)

নার্স। আহা! তা তুমি এখন শোও গে যাও বাছা।

বিরাজ। তুমি মনে করছ পাগলের মত বকছি? ঐ ওদের বৌটি, যার ছেলেটিকে কাল এনেছে—তার সোয়ামী বল্‌লে পাগল।

কিন্তু আমি ত পাগল হই নি। সব কথা ত ভুলে যাই নি। আমাকে কেউ জলে ফেলে দেয় নি, সত্যি বলছি আমাকে কেউ ছোঁয় নি, ওমা, মিছে কথা বলি না আমি—আমার ছায়াটা পর্য্যন্ত কেউ ছোঁয় নি—বেশ মনে আছে, খালি বজরায় উঠেছিলুম মাত্র, তবু আমার দোষ হবে?

নার্স। না, দোষ কেন হবে। পাগল হও নি ত তুমি। তুমি ত ভাল হয়ে গেছ। এই এত দিন ধরে চিকিৎসা হল, ভাল হয়েছ বলেই ত যাবার কথা বলছি।

বিরাজ। হ্যাঁ মা, চলে যাব। কাল সকালেই চলে যাব। কিন্তু পাগল হই নি আমি। পাগল হয়েছিলুম আমি সেই সে রাত্তিরে—সে কী জল মা, এমন জল তুমি কোথাও দেখ নি। মাথার ওপর অঝোর ঝরে জল ঝরছে, আর পায়ের নিচে নদীর সে কী মূর্ত্তি, সেই রাত্তিরে জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান থাকলে আর সুন্দরীর নৌকোয় উঠি। কিন্তু মা দুর্গা রক্ষে করলেন। জেগে উঠতেই শুনতে পেলুম জলের ভেতর থেকে মা দুর্গা ডাকলেন—ওরে, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।

নার্স। এসব কথা কারুকে ব'ল না যেন। তুমি ইচ্ছে করে জলে ডুবেছিলে বললে পুলিশে ধরবে, আদালতে নিয়ে যাবে।

বিরাজ। (সভয়ে) না না, আমি বলব না। কিছু বলব না। তুমি বড় ভাল মেয়ে মা।

নার্স। তোমার বাড়ি কোথায় গা?

বিরাজ। বাড়ি? বাড়ি কি আছে মা? সব ভেসে গেছে।

নার্স। আহা, ফি বছরেই এমনি কত লোক আসে, বাণে ঘর-দোর ভেসে যায়। তা, তুমি এখন কোথায় যাবে?

বিরাজ। যাব? যাব—(চিন্তা করিয়া) কেষ্টরামপুর জান? আমি সেই খানেই যাব। তারা কি একটু জায়গা দেবে না?

নার্স। (দয়ার্দ্র কণ্ঠে) তাই যাও বাছা। একটু সাবধানে থেকো। ভাল হয়ে যাবে।

বিরাজ। আর ভাল কি হবে মা! এ চোখটাও ভাল হবে না, এ হাতও সারবে না।

নার্স। তা কেন সারবে না? সারতেও পারে।

বিরাজ। আর সেরেছে। আরও কত শাস্তি ভগবান দেবেন। তা নইলে বেঁচে উঠলুম কেন।

নার্স। তুমি যাও, নিজের বিছানায় যাও। এখুনি খাবার দিতে আসবে। আমি যাই।

বিরাজ। খাবার চাই নে মা, মানা করে দিও। তার বদলে—(সিঁথিতে হাত দিয়া) একটা উপকার যদি কর মা। এখানে কোথাও একটু সিঁদুর পাওয়া যাবে না? তাঁর যে অকল্যাণ হবে।

নার্স। হাঁ, পাওয়া যাবে না কেন। আমি দেখছি।

বিরাজ। কিন্তু আমার কাছে ত কিছু নেই, দাম দেব কী করে?

নার্স। দাম আবার কী লাগবে? আমাদের রুক্মিনী ঝির কাছ থেকে চেয়ে আনব, তার আবার দাম কী?

বিরাজ। তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি মা।

নার্স। কষ্ট আর কী। এই ত পাশেই ওর ঘর।

প্রস্থান

পূর্ব্বোক্ত রোগিনীর প্রবেশ

রোগিনী। (আঁচল হইতে পান বাহির করিয়া এক খিলি মুখে পুরিয়া) ও দিদি, বসে আছ?

বিরাজ। হুঁ।

রোগিনী। পান খাবে না কি ?

বিরাজ। না।

রোগিনী। বলি, ও-মাগী অত কী বলে ? চলে যেতে বলছিল বুঝি ?

বিরাজ। হ্যাঁ।

রোগিনী। খবরদার যাবে না। কেন যাবে ? ওর বাবার হাসপাতাল ? আমাদের সেবা করবার জন্যে কোম্পানী রেখেছে ওকে, ওর অত কী ? সবাই চলে যাই, আর উনি যত ছোঁড়া ডাক্তার-গুনোকে নাচিয়ে নিয়ে রাজত্বি করুন এখেনে, বটে ! আমায় বলে বুড়ো মানুষ, সাবধানে খেও। আর উনি আঁটসাঁট করে কাপড় পরে ছুঁড়ি আছেন, দশ মুখে খাবেন। বলে, কাপড় দিয়ে বেঁধে যদি বয়েস ধরে রাখা যেত, তা হ'লে আর রাজার রাণী বুড়ী হত না ; না কী বল গো দিদি ?

বিরাজ। হুঁ।

রোগিনী। খাবার দিতে মানা করছিলে নাকি ?

বিরাজ। হ্যাঁ।

রোগিনী। ভাল করে কথাই নয় কইলে দিদি। আমরাও ছোটনোক নই, খোলার ঘরে থাকি নে—খালি হুঁ, আর হ্যাঁ—

বিরাজ। না বোন, ছোটলোক কেন হবে। আমার ক্ষিদে পায় না, তাই বললুম খাবার দিতে হবে না।

রোগিনী। তুমি বড় আত্মসর্ব্বস্বি মেয়ে বাপু, তা যাই বল। ঐ ওঘরে একটা ছেলে পেট ভরে' খেতে পায় না বলে কাঁদছিল। নিজে না খাও, আমাকে দিও, তাকে দিয়ে আসব। তুমি খাবে না আর সব যাবে ঐ চোর মাগীর পেটে—

নার্স একটি ছোট আরসি ও একটি পুঁটুলি লইয়া প্রবেশ করিল

এস মা, এস। তাই বল্‌ছি দিদিকে, যা দরকার এঁকে বলো। মানুষের মত মানুষ যাকে বলে। খাবে না কী? রোগা শরীরে রোজ রোজ—

বলিতে বলিতে সরিয়া গেল

নার্স। (কাগজের মোড়ক, আরসি ও কাপড় দিল) এই নাও সিঁদুর। আর এই আরসিটাও এনেছি। আর দেখ, কিছু মনে কর না, হাসপাতালের কম্বল ত রেখে যেতে হবে। এই শীতে, তোমার রোগা শরীর, তাই আমার একটা ছেঁড়া গায়ের কাপড়—আর ওর কোণে ক'গণ্ডা পয়সা বাঁধা আছে।

বিরাজ। এ কেন মা? না না—

নার্স। রাখো মা, নিঃসম্বল পথে বেরোতে নেই। আমি যাই, ডাক্তারবাবু ডাক্‌ছেন।

প্রস্থান

পুঁটুলি হাতে লইয়া বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল—

বিরাজ। পয়সা? ছেঁড়া কাপড়? সত্যিই ভিখিরি হয়ে গেছি?

ধীরে ধীরে আরসি তুলিয়া লইয়া মুখের সামনে ধরিয়া চমকিয়া বলিয়া উঠিল—

ও মাগো! এ কে গো?

নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, আবার আরসি তুলিয়া
ধরিল। দেখিয়া আরসি ফেলিয়া দুই হাতে
মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল—

ঠাকুর! এ কী করলে তুমি? এ মুখ কেমন করে তাঁর সাম্‌নে বার করব? ওগো এ কী হল আমার—

তাহার কান্না শুনিয়া রোগিনীটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

রোগিনী। আবার কী হল গা? কাঁদ্‌ছ কেন?

বিরাজ নীরবে ক্রন্দন সংবরণ করিতে প্রয়াস পাইল

ই কী কাণ্ড? হঠাৎ ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লে কেন? ঐ মাগী বুঝি বলেছে কিছু?

বিরাজ। না, কেউ কিছু বলে নি। কিছু হয় নি।

সে ভিতরে চলিয়া গেল

রোগিনী। (ভেঙচাইযা) কেউ কিছু বলে নি, কিছু হয় নি। ঢঙ্‌! তবে ঢঙ্‌ করে কান্নাই বা কেন?

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

প্রয়াগের বাসা

টিনের চালা, লাল সিমেণ্ট করা রক। সামনে পথ। পথে পথিক, ভিক্ষুক প্রভৃতি যাতায়াত করিতেছে। প্রবেশ করিল যোগীন ও হরিমতি। হরিমতি বার বার পথের দিকে চাহিতেছে

যোগীন্‌। কেন ব্যস্ত হচ্ছ? দাদাকে তোমার কেউ চুরি করে নিয়ে যাবে না গো, কেউ নিয়ে যাবে না। আর প্রয়াগে এসে হারিয়ে যাবার মত ছেলেমানুষটিও নন।

হরিমতি। সে কথা হচ্ছে না। একলাটি বসে রইলেন, আমরা চলে এলুম, তাই বল্‌ছি। দেখ না একটু এগিয়ে—

যোগীন। দেখ পুঁটুরাণী—

হরিমতি। আঃ, কী বেহায়াপানা কর পথের মাঝখানে।

যোগীন। হলই বা পথ, পরস্ত্রীকে ডাক্‌ছি, এমন সন্দেহ কেউ

করবে না। তবে ঐ সুন্দর নামের জন্যে যদি বল, নামটি ত আর আমি দিই নি—

হরিমতি। (রাগ করিয়া) বেশ, আমার নাম খারাপ হোক, ভাল হোক, আমারই আছে, তোমার কী তাতে ?

যোগীন। তার মানে ? ঘোটকটি পেয়েছি, ঘোটকের ছায়াটি পাই নি ? তোমার দেহ মন প্রাণ জীবন যৌবন সব সমর্পণ করেছ, কেবল নামটি—

হরিমতি। তুমি থামবে ? না, আমি যাব দাদাকে খুঁজতে, তাই বল। ভোর-বেলায় বাসিমুখে কখন বেরিয়েছেন—

যোগীন। দোহাই তোমার, তুমি দাদাকে খুঁজতে যেও না। মানুষটাকে তোমার তীক্ষ্ণ সেবার কামড় থেকে এক মুহূর্ত্ত রেহাই দাও। দু'দণ্ড মন্দিরে বসে আছেন, থাকতে দাও, আর তাড়া ক'র না।

হরিমতি। কী ? আমি তাড়া করছি ?

যোগীন। দেখ পুঁটু, ঐকান্তিক ভগ্নীস্নেহ বাস্তবিকই স্বর্গীয় বস্তু। কিন্তু এদিকে পৃথিবীর মানুষ বই ত নয়। এই যে প্রায় একটা বছর নগরের পর নগর, তীর্থের পর তীর্থ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ, তোমার বলতে নেই সোমথ বয়স, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সুস্থ দেহ, আর দেশ ভ্রমণের আনন্দও আছে—

হরিমতি। এ আমার দেশ ভ্রমণের ঘোরা ? তা ত বলবেই। দাদার জন্মে আমার বুকের ভেতরটা কী যে করে তা তুমি বুঝবে কী করে ? সে দাদাকে তুমি ত দেখ নি। কথায় কথায় হাসি, সকল কথায় গান, কী করলে আমার সেই সদানন্দ দাদাকে আবার ফিরে পাব—

বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল

যোগীন। (সান্ত্বনার সুরে) হবে, হবে, এত হতাশ হচ্ছ কেন? ক্রমে হবে।

হরিমতি। হতাশ ত এক দিনে হই নি। এতদিন আমিও ত তাই মনে করতুম, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত দাদা যেন আরও জীর্ণ-শীর্ণ, আরও বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। এত মন্দির, এত মঠ, পাহাড় পর্ব্বত, কিছু কি চোখ তুলে দেখেন না, কিছু কি ভাল লাগে না?

যোগীন। ভালো লাগবে কার? আসল মানুষটা কি বেঁচে আছে? প্রাণহীন দেহটাকে তুমি টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছ বই ত নয়।

হরিমতি। এক জেগে ওঠেন দেখি ছোট-বৌদিদির চিঠি এলে। কত আশা করে যেন চিঠি খোলেন।

যোগীন। তুমি বিশ্বাস কর আর না কর ডাক্তারীটা আমি সত্যিই পাশ করেছিলুম। ভয় নেই, তোমার দাদার চিকিৎসা আমি করতে চাই না, তবে আমার পরামর্শ যদি নাও ত বলি—এবার ওঁকে বাড়ি নিয়ে চল। কাশী গয়া দিল্লী আগ্‌রা প্রয়াগ ত অনেক হল, কিন্তু মন যে পড়ে আছে সাতগাঁর একটি ভাঙা বাড়িতে একটি ভাঙা ঘরের মধ্যে—

হরিমতি। কই, এখনও দাদা এলেন না। আপন মনে উঠে কোথাও চলে-টলে গেলেন নাকি। তুমি এস না গো।

যোগীন। নাঃ, এই দুই পাগলের মাঝখানে পড়ে আমিও পাগল হব দেখছি। চল।

হরিমতি। (দ্বারের ভিতর ডাকিয়া) ও বিন্দু, দোরটা দিয়ে যা। কত রকমের লোক ঘুরছে।

উভয়ে পথে নামিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দূরের পানে চাহিয়া যোগীন বলিল—

যোগীন। নাও, আর তোমাকে ছুটতে হবে না। ঐ আস্‌ছেন। আমি তবে একটু ঘুরে আসি। আর ত আমাকে দরকার নেই ?

হরিমতি। (হাসিয়া) না, এখন তুমি যেতে পার।

যোগীন। তা জানি, ইংরেজিতে যে বলে জলের চেয়ে রক্ত গাঢ়, তা এখন আমি খুব বিশ্বাস করি।

হরিমতি। বেশি দূরে যেও না কিন্তু, দরকারের সময় যেন পাই।

যোগীন। বুঝতে পেরেছি। রঙ্গমঞ্চে না থাকলেও নেপথ্যে হাজির থাকতে হবে, কেমন ? একবার 'কোই হ্যায' বলে ডাকার ওয়াস্তা আর 'জনাব' বলে ছুটে আসা।

হরিমতি। ফাজলামি ক'রো না, কোথা যাচ্ছ যাও। দাদা শুনতে পাবেন।

যোগীন। সত্যি বল্‌ছি পুঁটু, যদি কায়মনোবাক্য সমেত তোমাকে ভাল না বাসতুম তবে বলতুম—ভগবান, আমাকে তুমি পুঁটির দাদা করে দাও।

প্রস্থান

হরিমতি হাসিয়া ফেলিল। তারপর বিপরীত দিকের পথের পানে চাহিয়া হাসি থামাইয়া উৎসুক নয়নে অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রবেশ করিল নীলাম্বর

নীলাম্বর। একলাটি দাঁড়িয়ে যে দিদি ? আমার জন্যে বুঝি ?

হরিমতি জবাব দিল না

কী হয়েছে ?

হরিমতি তথাপি কথা কহিল না, ঘরের ভিতর হইতে একটি চৌকি আনিয়া রকে পাতিয়া দিল। নীলাম্বর বসিলে, সে সহজ সুরে বলিল—

হরিমতি। দাদা, বাড়ি যাই চল।

নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া চাহিল

একটা দিনও আর থাকতে চাই নে। কালই বাড়ি যাব।

নীলাম্বর। সে কী রে পুঁটি? এই বললি—প্রয়াগে মাস-খানেক থাকব। তারপর হরিদ্বার—তারপর আরও কোথায় যেন বললি—

হরিমতি। না, আর বেড়াতে চাই নে। তোমাকে মিথ্যে ঘুরিয়ে মারছি, এক দণ্ড বিশ্রাম দিচ্ছি না, তুমি হাঁপিযে উঠছ—

নীলাম্বর। কে বলেছে এমন কথা? যোগীন বুঝি?

হরিমতি। কেন, আমার চোখ নেই? কী করতে থাকা? তোমার ভাল লাগছে না। তুমি যাই যাই করে প্রতিদিন শুকিয়ে উঠ্ছ। না, আমি কিছুতেই আর থাকব না। ঘরে ফিরে যাই চল।

নীলাম্বর। ফিরে গেলেই কি ভাল হয়ে যাব রে? এ দেহ সারবে বলে আর আমার ভরসা হয় না পুঁটি। তবে তাই চল্ বোন, ঘরেই চল্। যা হবার ঘরে গিয়েই হোক।

হরিমতি। (কাঁদিয়া ফেলিল) দেহ সারতে দিলে কই তুমি? কেন তুমি সদাসর্ব্বদা তাকে এমন করে ভাববে? শুধু ভেবে ভেবেই ত এমন হয়ে যাচ্ছ।

নীলাম্বর। কে বললে আমি তাকে সর্বদা ভাবি?

হরিমতি। কে আবার বলবে, আমি নিজেই জানি।

নীলাম্বর। তুই তাকে ভাবিস্ না?

হরিমতি। (চোখ মুছিয়া, উদ্ধতভাবে) না, ভাবি না। তাকে ভাবলে পাপ হয়।

নীলাম্বর। (চমকিয়া) কী হয়?

হরিমতি। পাপ হয়। তার নাম মুখে আনলে মুখ অশুচি হয়, মনে আনলে চান করতে হয়।

বলিয়াই সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দাদার স্নেহ-কোমল দৃষ্টি এক নিমিষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর বোনের মুখের প্রতি চাহিয়া কঠিন স্বরে বলিল—

নীলাম্বর। পুঁটি—

ডাক শুনিয়া হরিমতি ভীত ও অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে কখনও দাদার কাছে ভর্ৎসনা পায় নাই। ক্ষোভে ও অভিমানে তাহার মাথা হেঁট হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে চোখে আঁচল চাপা দিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল। নীলাম্বর উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে বিন্দু দাসী একটি রেকাবে কয়েকটি মিষ্টান্ন ও এক বাটি দুধ আনিয়া রাখিল, নীলাম্বর দেখিল না।

বিন্দু। বড়বাবু, অনেক বেলা হয়েছে।

নীলাম্বর। (তাহার দিকে না চাহিয়া) হুঁ।

বিন্দু। বৌদিদি বল্লেন—সকালে আজ কিছু খেয়ে বেরোন নি।

নীলাম্বর। আচ্ছা।

বিন্দু। (কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া) দুধ এনেছি বড়বাবু।

নীলাম্বর জবাব দিল না। শুনিয়াছে কিনা বোঝা গেল না। বিন্দু আর কথা কহিতে পারিল না। হঠাৎ নীলাম্বরের দৃষ্টি তাহার পানে পড়িল

নীলাম্বর। কী চাই ?

বিন্দু। আপনার দুধটুকু—

নীলাম্বর। ও! (চৌকিতে বসিয়া) দুধ আর খেতে পারব না বিন্দু, ক্ষিদে নেই।

বিন্দু। অনেক বেলা হয়েছে, সকাল থেকে কিছু খান নি—

নীলাম্বর। কিছু খাই নি ? আচ্ছা। (বলিয়া একটা মিষ্ট তুলিয়া মুখে ফেলিয়া বলিল) আর খেতে পারব না বিন্দু।

তাহার স্বর সহজ, কোন উত্তাপ নাই। বিন্দু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। নীলাম্বর শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছে, হরিমতি নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠে মুখ রাখিল

নীলাম্বর। (বোনটির মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে কোমল স্বরে) কী রে ?

হরিমতি। আর বলব না দাদা।

বলিয়া সে পিঠ ছাড়িয়া কোলের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল

নীলাম্বর। না, আর ব'ল না। (পুঁটি নীরবে রহিল। নীলাম্বর তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল) সে তোর গুরুজন। শুধু সম্পর্কে নয় পুঁটি, তোকে মায়ের মত মানুষ করে তোর মায়ের মতই হয়েছে সে। অপরে যা ইচ্ছে বলুক, কিন্তু তোর মুখে ও-কথায় গভীর অপরাধ হয়।

হরিমতি। (মুখ তুলিয়া ও চোখ মুছিয়া অভিমানক্ষুব্ধস্বরে) কেন সে আমাদের এমন করে ফেলে রেখে গেল ?

নীলাম্বর। কেন যে গেল পুঁটি, সে শুধু আমি জানি, আর যিনি সর্ব্বান্তর্যামী তিনি জানেন। সে নিজেও জানত না, তখন সে পাগল হয়েছিল। তার এতটুকু জ্ঞান থাকলে সে আত্মহত্যাই করত, এ কাজ করত না।

হরিমতি। কিন্তু এখন ? এখন ত আসতে পারে। কেন আসে না তবে ?

নীলাম্বর। কেন আসে না ? আসবার জো নেই বলেই আসে না দিদি। (বলিয়া সে নিজেকে জোর করিয়া সংবরণ করিয়া বলিল) যে অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে গেছে, তার এতটুকু ফেরবার পথ থাকলে সে ফিরে আসতই, একটা দিনও কোথাও থাকত না। একথা কি তুই নিজেই বুঝিস না বোন ?

হরিমতি। বুঝি দাদা।

নীলাম্বর। (উদ্দীপ্ত হইয়া) তাই বল বোন। সে আসতে চায়, পায় না। সে যে কী শাস্তি পুঁটি, তা তোরা দেখতে পাস না বটে, কিন্তু চোখ বুজলেই আমি তা দেখি। সেই দেখাই আমাকে নিত্য ক্ষয় করে আনছে রে, আর কিছুই নয়।

দাদার মুখের পানে চাহিয়া পুঁটির চোখে জল ঝরিতে লাগিল

সে তার দুটো সাধের কথা আমাকে যখন তখন বলত। এক সাধ শেষ সময়ে আমার কোলে যেন মাথা রাখতে পায়, আর এক সাধ—সীতা সাবিত্রীর মত হয়ে, মরণের পর যেন তাদের কাছেই যায়। হতভাগীর সব সাধই ঘুচেছে।

পুঁটি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। নীলাম্বর রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—

তোরা সবাই তার অপরাধ দিস, বারণ করতে পারি নে বলে চুপ করে থাকি। কিন্তু ভগবানকে ফাঁকি দিই কী করে বল দেখি? তিনি ত সবই দেখছেন। —না বোন, সংসারের চোখে সে যত কলঙ্কিনীই হোক, তার বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ নেই। নিজের দোষে এ জন্মে তাকে পেয়েও হারালুম, ভগবান করুন যেন পরজন্মেও তাকে পাই।

হরিমতি। তোমার যেখানে ইচ্ছে চল দাদা, আমি কিছু বলব না, যেখানে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে একটি দিনও একলা ছেড়ে দেব না।

নীলাম্বর সুদূর-প্রসারি দৃষ্টি মেলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সেই নীরব নিস্পন্দ মূর্তির মত ভাবলেশহীন মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া হরিমতি যেন ভয় পাইয়া ডাকিল—'দাদা', সাড়া না পাইয়া, পায়ে হাত দিয়া ডাকিল—

হরিমতি। দাদা, ও দাদা—

নীলাম্বর তেমনই অন্য মনে সাড়া দিল

নীলাম্বর। য়্যাঁ—

হরিমতি। আমার ভয় করে দাদা, তুমি যেন কোথায় চলে যাচ্ছ—

নীলাম্বর। জানলে ত যেতুম। জানি নে যে। ভয় নেই, কোথাও যাব না, কোথাও যাব না বে—

মঞ্চ ঘুরিল

চতুর্থ দৃশ্য

মাঠের উপর পথের রেখা। একপাশে এক বৃক্ষতলে নিদ্রিতা ভিখারিণী বিরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—

বিরাজ। কোথাও যাব না, আর আমি কোথাও যাব না গো—

অপর এক বৃক্ষতলে সেই মাত্র এক বৃদ্ধ সাধু তাহার ঝুলি নামাইয়া বসিতেছিল। সে শুনিয়া বলিল—

সাধু। কী হোয়েছে মায়ি? ক্ষ্যাপা মায়ি, রোতি হো কেঁও?

বিরাজ। আমি যাব না গো—(হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া) য়্যাঁ, কে? ও, সাধুবাবা!

উঠিয়া বসিল

সাধু। যায়েগা নেহি ত, রামজী কহে, মাৎ যাও। কোন যানে বোলতা বেটি? যহাঁই রহো।

সবহি ঘটমে হরি বসে, যৌও গিরিসুতমে জ্যোতি।
জ্ঞানগুরু চকমক বিনা কৈসে প্রকট হোতি॥

বিরাজ। (চারিদিক চাহিয়া) এত বেলা ? তবে কি সব স্বপ্ন দেখলুম ? এই যে সন্ধ্যে-বেলায় আমি তুলসী-তলায় পিদীম জ্বেলে দিলুম, শাঁখ বাজালুম। কতদিন পরে রান্নাঘরে রান্না করলুম, আমি যে তাঁকে ভাত বেড়ে দিলুম গো, তিনি গ্রহণ করলেন আমার সেবা—সে কি মিথ্যে ? আমার সেবা নেন নি ?

সাধু। রামজী কহে, কাহে নেহি লেঙ্গে ? সবকোইকো পূজা লে লেতেহেঁ মেরে রঘুনাথজী।

বিরাজ। না, না, তিনি গো, তিনি নিযেছেন আমার পূজো। নইলে এমন স্বপ্ন কেন দেখলুম ? এতদিন পরে এমন করে হতভাগীকে দেখা দিলেন কেন ? তবে কি অপরাধ মাপ করেছেন—

কাঁদিতে লাগিল

দুইজন ভিখারিণীর প্রবেশ

১ম ভিখারিণী। কই গো, এখনও বসে আছ ? বেলা হল, কখন যাবে ?

বিরাজ। কোথায় ?

২য় ভিখারিণী। ওমা, কোথায় কী গো ? ছিক্ষেত্তর যাচ্ছি না ? এই যে কাল বিকেলে বল্‌লে, যাবে আমাদের সঙ্গে ?

বিরাজ। শ্রীক্ষেত্তর ? সে কোন দিকে ?

১ম ভিখারিণী। ভয় নেই, হুগলী জেলার দিকে নয় গো, হুগলী জেলার দিকে নয়। তার উল্টো দিকেই যাচ্ছি। চল।

বিরাজ। না, না, উল্টো দিকে নয়—

১ম ভিখারিণী। কথায় পেত্যয় না হয়, শুধোও না বাছা পাঁচ-জনকে। মিছে কথা বলে আমার লাভ কী বল ? তুমিই কাল বল্‌লে যদি

হুগলী তিরপুনির দিকে না হয় তাহলে যাব। কে জানে তোমার হুগলীতে কী হয়েছে—

২য় ভিখারিণী। তুই যেমন ন্যাকা। কোথায় কী কাণ্ড করে এসেছে, এ আর বুঝিস নে? পুলিশের ফুলিয়া না কী বলে আছে পেছনে। ও যাবে না বাপু, তুই আয়। তোর টান দেখে বাঁচি নে।

১ম ভিখারিণী। টান আর কী মাসি, অনেক দিন ভিক্ষের অন্ন ভাগ করে খেয়েচি, তাই। নইলে ভিখিরির আবার টান! তাহলে যাবে না তুমি?

বিরাজ। না মা, ওদিকে আর যাব না। আর দূরে যাব না আমি, এবার ফিরতে হবে।

২য় ভিখারিণী। ছিক্ষেত্তরের মেলা মস্ত মেলা, কত লোক—কত পাওনা থোওনা। তা মাগীর বরাতে নেই। লোকে যে বলে তা মিছে নয়। তিনি না ডাকলে কি কেউ যেতে পারে? এত কাছে এসে ফিরে চল্‌ল, তিনি যে ডাকেন নি—

বিরাজ। ও-কথা বল না গো। তিনি ডেকেছেন, আমাকে তিনি ত ঘেন্না করেন নি, সকল সময় ডাকছেন, আমি হতভাগী শুনি নি এতদিন—

২য় ভিখারিণী। শোন কথা! জগবন্ধু ডাকেন নি, ওঁকে কোন যমে ডেকেছে ও-ই জানে। আয় বাছা, তুই চলে আয়।

১ম ভিখারিণী। তাই চল।

উভয়ের প্রস্থান

বিরাজ। একটা কথা বলব বাবা?

সাধু ইতিমধ্যে ঝুলি হইতে গোটা-চারেক ছাতুর লাড়ু বাহির করিয়া আহারের আয়োজন করিতেছিল

সাধু। পইলে মেরে বাত ত শুনো মায়ি। কাল দিনমে দেখা য়ঁহাই শো গয়ি তুম, আভি মালুম হোতা কি য়ৈসাই পড়ী হো, রামজী কহে, ভোজন উজন কুছ কিয়া মায়ি ?

বিরাজ। না বাবা, উঠ্‌তে আর পারি নি ; কাল সারাটা দিন বড্ড জ্বরটা এসেছিল, বুকের ব্যথাটাও বেড়েছে, ভিক্ষেয যেতে পারি নি বাবা।

সাধু। সীযারাম, সীযারাম! লে মাযি, কুছ্‌ পরসাদ খা লে পইলে।

পাতা-শুদ্ধ লাড়ু কযটি ঠেলিয়া দিল

বিরাজ। সে কী বাবা ? ও তোমার সেবার জন্যে ছিল।

সাধু। আরে লে বেটি লে।

বিরাজ। তোমার আর আছে ত বাবা ?

সাধু। (শুধু জল পান করিযা) নেহি হায ত ক্যা হুযা। রামজী কহে, অব্‌ তুম্‌হারে ভুখ্‌ লাগা, তব নে রঘুনাথজী ভেজায দিযা, ফিন্‌ যব্‌ ইসিকো (আপনাকে নির্দেশ করিযা) ভুখ্‌ লাগেগা, হমারে রামচন্দ্র ক্যা নেহি ভেজেঙ্গে ?

বিরাজ। তুমি বুড়োমানুষ যে বাবা—

সাধু। (হাসিল) বুঢ্‌ঢা ত হো গযা মাযি, রামচন্দ্রজী বহুৎ রোজ খিলায়া, তব না বুঢ়া হুযা। আভি এক রোজ নেহি খিলায়েঙ্গে ও রামজীকো কৃপা, খিলাযেঙ্গে ওভি রামজীকো কৃপা। শোচো মৎ, রামজী কহে।

বিরাজ খাদ্য গ্রহণ করিল

সাধু। আভি কাঁহা যাওগি মায়ি ? রামজী কহে, কাঁহা যানে কা হিচ্ছা হায় ?

বিরাজ। এবার আমি ঘরে যাব বাবা।

সাধু। (মাথা নাড়িয়া) অচ্ছি বাৎ। বহুৎ অচ্ছি বাৎ। রামজী কহে ত ঘরই যাও।

বিরাজ। হাঁ বাবা, ঘরই যাব। তুমি আশীর্ব্বাদ কর—

বলিতে বলিতে তাহার কাশি সুরু হইল। কাশির দমকে বুক চাপিয়া ধরিল ও মুখে অতি কাতর যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিল। ক্রমে কাশির বেগ কমিলে, বলিল—

আশীর্বাদ কর বাবা, যেন কোনমতে দেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ে ফেলতে পারি। পথে পড়ে এটা শেষ না হয় যেন।

সাধু। (কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) কাঁহা তেরি ঘর হৈ, কৌন তেরি আপনা হৈ, রামজী জানতেহৈ ; সবহি রাম রঘুপতিকা হৈ। ইয়ে ঘর, ইয়ে পথ, ইয়ে জঙ্গল, ইযে সনসার, ইয়ে শরীর মন্ পাপ পুন্, সব্ হি উন্হিকা। লে, খা লে মায়ি, রামনাম ভজনকে লিয়ে শরীর রাখনা চাহিয়ে।

বিরাজ। ঠিক ত বাবা। এই দেহটা কি আমার আপনার, যে তাঁর অনুমতি ভিন্ন এমন করে নষ্ট করছি ? অপরাধ হয়ে থাকে, সে বিচার করবার ভার কি তোর ওপর হতভাগী ? এখনও তোর অহঙ্কার ? যার জিনিস তিনি বুঝবেন।—বাবা, তুমি কোথা যাবে ?

সাধু। রামজী কহে, ইধার ভি যা সেকতা হুঁ, উধার ভি যা সেকতা হুঁ। চাহে নেহি ভি যা সেকতে হুঁ। হাঃ হাঃ হাঃ—

হাসিল

বিরাজ। তুমি পুরুষোত্তম দর্শনে যাবে না বাবা ?

সাধু। হাঁ, রামজী লে যাবে ত আলবৎ যাবে। আগর নহি লে

যাবে ত কভি নেহি যায়েঙ্গে। হামার রাম রঘুপতি পুরুষোত্তম আছে, দুসরো কোই নেই।

সব বন তুলসী ভেয়ো, সব পাহাড় শালগেরাম।
সব পানি গঙ্গা ভেয়ো, যেস্ ঘটমে বিরাজে রাম॥

উড়িষ্যামে যো জগন্নাথ, কাশীমে ওহি বিশ্বনাথ, বিহারমে সোহি বৈজনাথ, সোহি তুমহারে বাঙ্গলামে তারকনাথ হো গয়া। ও ক্যা একহি জাগামে বৈঠ্ রহতে হেঁ? নহি মায়ি নহি, ও বহুৎ চঞ্চল হৈ।

বিরাজ। (সাগ্রহে) তারকনাথ তুমি জান বাবা? ওখানে যাবে? ওইদিকে আমার ঘর বাবা—

বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল

সাধু। কাহে না যাবে? আভি রামজী ত ওহি কহতে হেঁ, হাম শুনতা। কহতে কী, আও মুসাফির, বাঙ্গালীন্ বেটী কী সাথ বাঙ্গলামে আ যাও। রামজী কো কৃপাসে বাঙ্গলা মুল্‌কমে ময় বহুৎ দফে গয়া। বড়ে প্রেমকা দেশ হায। ওভি মেরে রঘুনাথজী কা আপনা ঘর হায়। বাঙ্গলা মুল্‌কমে হম্ এক গীত শিখ লিযা, কই বঢ়িয়া সন্ত্‌কা গীত হোগা। শুনো—

সব্ ঠাঁই মেরে ঘর আছে, হম্ সোহি ঘর মরে খুঁজিয়া
দেশ্ দেশ্ মেরে দেশ আছে, হম্ সোহি দেশ লেব যুঝিয়া।
পরবাসী হম্ যো দুয়ার চাহি,
উসি মাঝে মেরে আছে যেনো ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা পরবেশিতে পাই, সন্ধান লেব বুঝিয়া,
ঘর্ ঘর্ আছে পরমাত্‌মীয়, তারে হামি ফিরে খুঁজিয়া।

বিরাজ। বাবা, আমায় তিনি যেন কৃপা করেন, তোমার রামচন্দ্রজীকে বল।

সাধু। তুম বোলো। রামচন্দ্রজী ক্যা হামারাই আছে বেটি, তুম্হারে না আছে?

বিরাজ। আমি যে মহাপাপী বাবা।

সাধু। রামচন্দ্রজী ক্যা পুণ্যাত্মাকাই হৈ, পাপীকা নহি হৈ? শুনা নেহি উন্হি পতিতপাবন হৈ?

(সুরে) রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।
পতিতপাবন সীয়ারাম॥
পতিতপাবন সীয়ারাম।
করুণাসাগর সীয়ারাম॥

মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কাঠের করতালি বাজাইয়া বার বার গাহিতে লাগিল

দেখো মায়ি, মেরে এক বেটি থি, রামরঘুমণি উসকো আপনে পাশ লে লিয়া। ইধার রয়নেসে তুম্হারে উমর হোতিথি। রামজী কহে, শোচো মাৎ।

বিরাজ। বাবা, আমি তোমার মেয়ে। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। যদি কেউ একদিনের তরে মুখে বলে স্বামীকে ত্যাগ করে যাব—খালি মুখে বলে বাবা, মনে বলে নি—রাগে দুঃখে অভিমানে হতভাগী অন্ধ হয়ে বলেছিল—কিন্তু কেউ তাকে ছোঁয় নি, কারও সঙ্গে কথাটা পর্য্যন্ত বলে নি, তুমি বিশ্বাস কর বাবা, কারও ছায়াও সে মাড়ায় নি—

সাধু। রামজী কহে, এতেনি বল্নেকি ক্যা কাম মায়ি? হমারে রামচন্দ্র অহিল্যাজী কো উদ্ধার কিয়া, ঔর তুম্ ত লক্ষ্মী মায়ি আছো। রামজী কহে, ডরো মাৎ।

রাম রাম সব কৈ কহে, ঠক্‌ঠকরতা চোর।
বিনা প্রেমসে রিঝাৎ নহি, তুলসী নন্দকিশোর॥

যো রোতা, উসকো হোতা। তুম্‌হারে ত হো গয়া।

বিরাজ। (এই আশ্বাস ও আশার বচনে কাঁদিয়া ফেলিল) আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয়েছে? আমাব অপরাধ ক্ষমা করেছেন তিনি? নিশ্চয় করেছেন। নইলে এমন করে দেখা দেবেন কেন? নইলে বাবা তোমার মুখে এমন আশ্বাস পাব কেন? (উঠিয়া দাঁড়াইল) না, আর সন্দেহ করব না, আর ভয় করব না।

সাধু। রামজী কহে, ডরো মাৎ।

আপন মনে গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিল—
পতিতপাবন সীযারাম, করুণাসাগর সীযারাম।

বিরাজ। এ কী অহঙ্কার পেয়ে বসেছিল বাবা? এই কুরূপ কুচ্ছিৎ মুখ বিশ্বশুদ্ধ মানুষের সামনে বার করতে লজ্জা হল না, আর যিনি মালিক, সেই আমার দেবতাকে দেখাবার লজ্জায় কেবলি দূরে পালাচ্ছিলুম। আর দেরি করতে পারব না, আর ত সময় নেই—আমি যাচ্ছি গো, আমি যাচ্ছি—

বলিতে বলিতে এক অনির্বচনীয় আবেগে তাহার মুখ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সে ছুটিয়া বাহির হইল। তাহার ঝুলি-ঝোলা সব পড়িয়া রহিল

সাধু। চলো মায়ি, হম্‌ আতেহেঁ সাথ্‌ সাথ্‌।

বলিয়া সাধু গাহিল—

তু দয়ালু, দীন হৌ, তু দানী, হৌ ভিখারী।
হৌঁ প্রসিধ্‌ পাতকী, তু পাপ পুঞ্জহারী॥

নাথ তু অনাথকো, অনাথ কৌন মো সো ?
মো সমান আরত নহি, আরতিহর তো সো।
ব্রহ্ম তু, হৌঁ জীব হৌঁ, তু ঠাকুর, হৌঁ চেরী।
তাত মাত গুরু সখা তু, সব বিধি হিতু মেরী॥
তোহি মোহি নাতে অনেক, মানিয়ে জো ভাওঁয়ে।
জোঁ-তো তুলসী কৃপালু, চরণ শরণ পাওঁয়ে॥

পঞ্চম দৃশ্য

তারকেশ্বরের মন্দিরের নিকটস্থ একটি অপ্রশস্ত ও অপ্রধান পথ। মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে। সন্ধ্যা কাল। এইমাত্র মন্দিরের আরতির বাদ্য থামিল। কয়েকটি যাত্রী, পূজার্থিনী, ভিক্ষুক ইত্যাদি যাতায়াত করিতেছে, তাহাদের কেহ নীরব, কাহারও মুখে স্থান ও কালোচিত দুই একটি উচ্ছ্বসিত বাক্য। একটি পুরুষ দণ্ডী খাটিতে খাটিতে চলিয়া গেল, তাহার সঙ্গে কয়েকটি পুরুষ ও নারী চলিল। পথে আলো নাই, দূর হইতে অল্প অল্প আলো আসিয়া পড়িতেছে।

এক ব্যক্তি এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে প্রবেশ করিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তাহার দৃষ্টি পড়িল একটি শায়িতা ভিখারিণীর প্রতি। সে দাঁড়াইয়া পিছনে চাহিয়া ডাকিল—

ব্যক্তি। ওরে, এখানে একজন রয়েছে যে। ও মহেশ, ইদিকে আয়, ইদিকে আয়।

একটি ছোট ধামা হাতে তাহার ভৃত্য মহেশ প্রবেশ করিল

কী রকম দিচ্ছিস্ তুই ? একে দিয়েছিস ?

মহেশ। ও হরি! এখানে পড়ে আছে। তা এখানে পড়ে থাকলে আমি কেমন করে দেখতে পাব বাবু ? এ রাস্তায় কটা লোক চলে ? সব ভিখিরি রয়েছে সামনে—

বলিতে বলিতে সে ধামা হইতে একটা বড় গোল রুটী বাহির করিয়া ভিখারিণীর দিকে আগাইয়া গেল। কিন্তু কাছে গিয়াই হঠাৎ থমকিয়া দুই পা পিছাইয়া আসিল ও মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—

এ হে হে, এ যে রক্ত গো বাবু! মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে নাকি মাগির? ও বাবু—

ব্যক্তি। তোর অত কথায় কাজ কী? রক্ত উঠেছে কি না উঠেছে সে ডাক্তারি করবার জন্যে তোকে ডাকা হয় নি ত। যা করতে এসেছিস করে চলে যা। আ গেলো!

মহেশ। (দূর হইতে রুটীখানা ছুঁড়িয়া দিয়া) লে বাবা, যদি বেঁচে থাকিস ত খা। দিই নি ত বলতে পারবি নি।

ব্যক্তি। কটা হল রে?

মহেশ। তিন হল। একশো তিন।

ব্যক্তি। আর পাঁচটা আছে ত? চ দেখি গে ফের ওদিক পানে, কেউ নতুন এল কি না।

মহেশ। রাত হতে চল্‌ল, আর কি কেউ আসবে? সেই বুড়ী আর তার ছেলেটা আরও চাইছিল বাবু, তাদিগে দিয়ে দিলে হয় না?

ব্যক্তি। (ভ্রূকুটি করিয়া) কেন? তাদের কেন? তাদের ত দিলি? তবে? আবার অত দয়া কেন?

মহেশ। আজ্ঞে, চাইছিল অনেক করে, তাই। একখান করে রুটিতে কি ওদের পেট ভরে?

ব্যক্তি। ও, একখানা রুটীতে পেট ভরে না, না মহেশ? তবে আমার যথাসর্ব্বস্ব এনে ওদের গহ্বরে ঢালি? ওরা যে আমার পুষ্যিপুত্তুর। কেমন? এই বুদ্ধি না হলে আর তোমার কপালে এত দুঃখু! তার চেয়ে প্রথমেই ঐ ১০৮খানা রুটী একটা লোককে ধরে দিয়ে নাচতে

নাচতে আমার মহেশচন্দর বাড়ি গেলে না কেন বাবা? আরে বেটা, একজনকে এক রাশ দান করে ফায়দাটা কী হবে? তারপর পরের জন্মে সে বেটা যদি বেইমানি করে? তা হলে? তাহলে আমি বেটা দাঁড়াই কোথা? বল?

মহেশ। ওঃ বাবা, এত কথা আছে, এত হিসেব আছে এর মধ্যে, তা কে জানে?

ব্যক্তি। হ্যাঁ, হিসেব আছে বই কি। আমাদের ব্রজেন ম্যাষ্টার বলতো—Never put all your eggs in one basket. সব টাকা কি একটা ব্যাঙ্কে রাখতে আছে রে মুখ্যু? নে চল্ এগিয়ে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বলে হিসেব। দান কি অমনি করলেই হল রে বাবা, দানের মর্ম্ম বোঝে কটা লোকে।

মহেশ। তা যা বলেছেন। তা ঠিক।

বলিতে বলিতে উভয়ের প্রস্থান

একটি যাত্রী সেই গলিপথে যাইতে যাইতে শায়িতা ভিখারিণীর কাছে থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর বিরক্তকণ্ঠে বলিল—

যাত্রী। আ গেল! একেবারে পথের ওপর শুয়ে আছে। (রাগের সুরে ডাকিল) ওরে এই, শুনছিস, সরে শো, সরে শো। যত পাপ কি এইখানে—

বিরাজ। (মুখ ফিরাইয়া) আমাকে বলছেন?

যাত্রী। তোমাকে না ত আবার কাকে? পথ ছেড়ে শুতে পারিস না?

বিরাজ। আমার অপরাধ হয়েছে বাবা। দেখতে পাই নি।

সরিয়া শুইল। তাহার নম্র কথায় যাত্রীটী একটু নরম হইল। বলিল—

যাত্রী। অমন পথের ওপর কি শোয় বাছা? মানুষজন যাবে আসবে—

বলিতে বলিতে সন্তর্পণে শুচিতা বাঁচাইয়া পা ফেলিয়া অগ্রসর হইল

বিরাজ। (হঠাৎ কী আশায় যেন উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল) হ্যাঁ বাবা, আপনার বাড়ি কোথায় ?

যাত্রী। (সবিস্ময়ে) কেন বল্ দেখি ? সে খোঁজে কী দরকার ?

বিরাজ। বলছি, আপনার বাড়ি কি সাতগাঁয়ের কাছে হবে ?

যাত্রী। কেন, সাতগাঁয়ে কী হয়েছে ?

বিরাজ। যদি দয়া করে একটা খবর পাঠিয়ে দেন বাবা। সাতগাঁর চক্রবর্ত্তীদের ছোট-বৌয়ের কাছে, তার নাম মোহিনী—

যাত্রী। না বাবা, আমরা খাস কলকাতার ছেলে, অত সাতগাঁ আটগাঁ জানি নে, মোহিনী-ফোহিনীও চিনি নে। এই আধ ঘণ্টা পরে ট্রেণ ছাড়বে—

লোকটি চলিয়া গেল

বিরাজ। ঠাকুর ! এখনও প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নি তবে ? এত কাছে এসেও পথে পড়ে মরব ? কেমন করে আমি খবর দেব ?

বিরাজ কাশিতে লাগিল। এক পুরোহিত কমণ্ডলু হস্তে আসিতেছিল, কাশির শব্দে ফিরিল

পুরোহিত। কী রে, তুই এখানে শুয়ে আছিস ? আজ চন্নামৃত নিতে যাস নি কেন ?

বিরাজ। উঠতে পারি নি বাবা।

পুরোহিত। নে ধর। (চরণামৃত দিল) বাতাসা আজ ফুরিয়ে গেছে রে।

বিরাজ। তা হোক বাবা। (চরণামৃত পান করিল) আর খেতে পারব না।

পুরোহিত। কিছু খেয়েছিস্ ? (বিরাজ জবাব দিল না) যা হয়

চেয়ে-চিন্তে নিয়ে দুটো খাবার ব্যবস্থা কর। আর যদি হত্যে দিতিস, সে আলাদা কথা। তা নয়, এমন করে চার দিন না খেয়ে পড়ে আছিস, এতে কি রোগ সারে?

বিরাজ। এ আমার সারবার রোগ নয় বাবা, সারাতেও চাই নে আমি। হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলে ত আমার চলবে না।

পুরোহিত। সারবে না কেন? বাবাকে বল্। কত লোকের কত ব্যাধি বাবার দয়ায়—, ওটা কী রে? রুটি নাকি?

বিরাজ। (দেখিয়া) তাই বোধ হয়।

পুরোহিত। খাস নি কেন?

বিরাজ। ও কে ভিক্ষে দিয়ে গেছে।

পুরোহিত। তা বুঝতে পেরেছি। নয় ত কি তুই কিনে আনতে গেছিস। খাস নি কেন তাই বলছি।

বিরাজ। (এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল) কেন খাব? মরণকাল পর্য্যন্ত ভিক্ষে করেই খাব? আমি কি ভিখিরি? না, খাব না।

পুরোহিত। তবে মর্। যা পেয়েছিস খেয়ে নে, তা নয়।

বিরাজ। কেন খাব? আর কত অপমান, কত দুঃখ সওয়াবে আমায়? আর চলতে পারছি না বলেই ত পড়ে আছি। আমি কি ইচ্ছে করে পড়ে আছি? আমি কী করে খবর দিই বল?

পুরোহিত। কত রকম পাগলই আছে সংসারে! যাই রাত হয়ে গেল।

প্রস্থান

বিরাজ। পথে পড়ে মরে থাকলে তোমার মান বাড়বে? কিন্তু কেন? তাই বা মরব কেন? আমার ঘর নেই? কী করেছি আমি? আমি

কিছু করি নি, কোনও অপরাধ করি নি। তবু আরও শাস্তি দেবে আমায়? তবু তোমার পায়ে আমায় মরতে দেবে না? তবে বলেছিলে কেন? কেন আশীর্ব্বাদ করেছিলে তবে?

বলিতে বলিতে শুইয়া পড়িল। মুখে একটি কথাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল—বলেছিলে কেন? কেন অমন কথা দিয়েছিলে? ক্রমে সে নীরব হইল।

পথে লোক যাতায়াত করিতেছিল দুই একটি। একটি লোক অন্যমনে চলিতে চলিতে পথের উপর বিরাজের পঙ্গু হাতখানি মাড়াইয়া ফেলিল। বিরাজ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

বিরাজ। উহু হুঃ, মা গো!

লোকটি চমকিয়া পিছু হঠিল। এ নীলাম্বর

নীলাম্বর। (অতিশয় লজ্জিত ও ব্যথিত কণ্ঠে) হাতটা মাড়িয়ে ফেললুম নাকি? আহাহা, কে গা? এমন করে পথের ওপর শুয়ে আছ? বড় অন্যায় করেছি আমি। বেশি লাগে নি ত?

কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিরাজ মুখের কাপড় সরাইয়া চাহিয়া
দেখিয়া একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল

নীলাম্বর। (ক্ষমা চাহিবার সুরে) আমি বুঝতে পারি নি গো, বড় কষ্ট দিয়েছি তোমায়, বুঝতে পারি নি। আমায় মাপ কর।

নীলাম্বরের মুখে দূরে কোথা হইতে আলো আসিয়া পড়িয়াছে, বুভুক্ষিত
দৃষ্টি দিয়া বিরাজ সেই মুখ দেখিতে লাগিল

নীলাম্বর দ্রুতপদে ফিরিয়া গিয়া অদূরস্থ হরিমতিকে ডাকিয়া বলিল—

নীলাম্বর। ওই রোগা মেয়ে মানুষটিকে বড় মাড়িয়ে দিয়েছি বোন। দেখ্ দেখি, যদি কিছু দিতে পারিস। বোধ হয় ভিখিরি হবে।

হরিমতি। কই, কোথায় দাদা ?

নীলাম্বর। ঐযে শুয়ে রয়েছে। আহা, বড্ড লেগেছে ওর।

হরিমতি চাহিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটি একদৃষ্টে তাহাদেরই দিকে চাহিয়া আছে। সে ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজের মুখের কিয়দংশ বস্ত্রাবৃত। তথাপি মনে হইল, এ মুখ যেন সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে

হরিমতি। একে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে যেন। কী নাম গা তোমার ? (বিরাজ জবাব দিল না, হরিমতি আরও ঝুঁকিয়া বলিল) হ্যাঁ গা, তোমাদের বাড়ি কোথায় ?

বিরাজ। সাতগাঁয় গো।

বলিয়া বিরাজ হাসিল। এই অনন্যসাধারণ ও মধুর হাসি ভুল করিবার জো নাই। হরিমতির আর সন্দেহ রহিল না। সে চীৎকার করিয়া উঠিল—

হরিমতি। ওগো, এ যে বৌদি, এই ত—

বলিয়া সে বিরাজের দেহের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

নীলাম্বর। কাঁদিস নে পুঁটি, সর্, আমাকে দেখতে দে।

হরিমতি। আর কী দেখবে ? এ যে সেই হাসি। এ হাসি আর কে হাসতে পারে গো ? ও বৌদি, দেখ চেয়ে, কে এসেছে দেখ—

সে দেখিল বিরাজের চক্ষু মুদ্রিত, মুখে সাড়া নাই

হরিমতি। বৌদিদি, ও বৌদি গো, চেয়ে দেখ। ও দাদা, এ কী হল ? বৌদি কথা কইছে না কেন ? ও বৌদি, চাও চোখ চেয়ে দেখ একবার—ওগো একী সর্ব্বনাশ হল !

নীলাম্বর। ব্যস্ত হস নে পুঁটি, বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। দুর্ব্বল দেহে এত বড় ধাক্কা সইতে পারে নি। তুই দেখ দিকি, কোথাও থেকে একটু জল যদি আনতে পারিস, ঐ দোকানে যোগীন আছে—

বলিতে বলিতে সে পথের উপর বসিয়া পড়িল ও অতি আদরে সংজ্ঞাহীন বিরাজের মাথা আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

হরিমতি। (উঠিযা) হে বাবা তারকনাথ! রক্ষে কর, ঠাকুর বাঁচিযে দাও, ফিবিযে দিযে আর কেড়ে নিও না বাবা, হে মা কালী! বুক চিরে রক্ত দেব মা, রক্ষে কর!

বলিতে বলিতে সে প্রায় উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। গভীর কণ্ঠে নীলাম্বর ডাকিল—

নীলাম্বর। বিরাজ!

সাড়া পাইল না। আবার ডাকিল—

বিরাজ! বিরাজ-বৌ!

বিরাজ। (ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া দিল) উঁ।

নীলাম্বর। বিরাজ! চেযে দেখ।

বিরাজ। (চোখ মুদ্রিত করিযাই বলিল) এ সত্যি? ওগো, আবার স্বপ্ন নয ত? চোখ চাইলে তুমি পালিয়ে যাবে না?

নীলাম্বর। না, আমি এসেছি যে। বিরাজ!

বিরাজ। তুমি ডাকবে বলে চুপ করে থাকতে চাই, কিন্তু সাড়া না দিযে যে থাকতে পারি না। আবাব ডাকো।

নীলাম্বর। বিরাজ! বিরাজ-বৌ!

বিরাজ পূর্ব্ববৎ সাড়া দিল "উঁ"। দেখা গেল তাহার হাতখানি মাটীতে ইতস্তত: কী যেন খুঁজিতেছে

নীলাম্বর। কী খুঁজছ? বিরাজ?

বিরাজ। তোমাকে একটা পেন্নাম করা হয় নি যে। পায়ের ধূলো একটু নিতে দাও আগে।

নীলাম্বর তাহার হাতটা ধরিয়া নিজের পায়ের উপর রাখিল। বিরাজ বার বার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল ও পরম আরামের সুরে বলিল—

আঃ, আঃ। আমাকে একটু ধরবে? একবার উঠে বসব।

নীলাম্বর। শুয়েই থাক না। উঠে কী করবে?

বিরাজ। করবে নয়, করবি। (হঠাৎ ছেলেমানুষের মত নালিশের সুরে বলিল) জান গো, তুমি তুই তোকারি করতে বলে রাগ করতুম, আর রাস্তার লোকে, ভিখিরিরা আমাকে তুই বলে কথা কইত। তুমি আগের মত বল।

নীলাম্বর। উঠবি কেন বিরাজ? শুয়ে থাক্ না, আমার কোলে মাথা দিয়ে—

বিরাজ। তাই থাকব বলেই ত এসেছি। কিন্তু একবার দেখি তোমাকে। কতদিন দেখি নি যে গো, একবার মুখখানি দেখব না? আমার সেই মুখখানি।

নীলাম্বরের সহায়তায় বিরাজ হাতের উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিল। উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল নিস্পন্দ হইয়া। চোখের জলে দেখার বাধা হইতেছে, চোখ মুছিয়া দেখিতেছে। আবার জল আসে, আবার মোছে। তারপর—

নীলাম্বর। এমন হয়ে গেলি কী করে বিরাজ?

বিরাজ নীরবে রক্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। তারপর বড় মধুর হাসিয়া বলিল—

বিরাজ। কেমন হয়ে গেছি? বড় কুৎসিত হয়ে গেছে মুখখানা, না?

নীলাম্বর। কুৎসিত? তা ত দেখি নি। বলছি, এত রুগ্ন এমন জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেলে কেমন করে?

বিরাজ। (পরিহাসের সুরে বলিয়া ফেলিল) তবে কী হব? তুমি কি মনে করেছিলে আমি দুধে ভাতে রাজভোগে আছি, মোটা সোটা হচ্ছি?

বলিয়াই এই কথার মধ্যেকার লজ্জাকর ইঙ্গিতটা উভয়ের মনে বিদ্যুৎ চমকের মত ফুটিয়া উঠিয়া তাহাদের স্তম্ভিত করিয়া দিল। বিরাজ মাথা নিচু করিল। এই সময়ে দূরে যোগীন ও জলের ঘটি হাতে হরিমতি প্রবেশ করিল। ইহাদের পানে চাহিয়া যোগীন ইঙ্গিতে হরিমতিকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। উভয়ে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল।

সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বিরাজ মাথা তুলিয়া বলিল—

বিরাজ। তোমার মনে কষ্ট হবে বলে একটা কথা বলতে পারছি না। সে থাক, কিন্তু এইটুকু শুধু জিজ্ঞেস করছি—তুমি সব কথা শুনেছ?

নীলাম্বর। এ কথার জবাব এখন দেব না বিরাজ। কিন্তু আমিও একটা কথা বলব, শুনে তোমার মনে কষ্ট হবে, তবুও। বিরাজ, আমি আর গাঁজা খাই না। আমাতে আমি আছি। শুধু তাই নয়, আমি তোমাতেও আছি বিরাজ। আমি কিছু শুনব না, যতক্ষণ না পথ থেকে তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যেতে পারছি। (বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল) তোর জন্যে পথে পথে ঘুরছি, তোকে যে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম বিরাজ, ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দে আগে।

বিরাজ কয়েক মুহূর্ত্ত চোখ বুজিয়া এই কথার গভীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিল। চোখ বুজিয়াই সে বলিল—

বিরাজ। আমার ঘরে? আমার ঘরে আমার ঠাঁই আছে? তবে আর আমার কিছু বলবার নেই।

নীলাম্বর। না নেই। যে ঘরে তোমার ঠাঁই বিধাতা একদিন নিজের হাতে করে দিয়েছিলেন, সে ঘর থেকে তোমাকে বঞ্চিত করার অধিকার আমার ত নেইই, তোমার নিজেরও নেই। বোধহয় স্বয়ং বিধাতারও আর নেই।

হরিমতি ও তাহার পিছনে যোগীন প্রবেশ করিল

বিরাজ। ঐ পুঁটি আসছে, না? সঙ্গে বুঝি যোগীন? হ্যাঁ গা, আমার ছোট-বৌ? সে কই? সে কেমন আছে?

নীলাম্বর জবাব দিল না

(ব্যাকুল কণ্ঠে) হ্যাঁ গা, চুপ করে আছ কেন? বল না? সে আমার পেটের মেয়ে, সে ভাল আছে ত?

নীলাম্বর। হুঁ। তুমি ঘরে চল দেখবে।• তার বিশ্বাসেই তোমাকে ফিরে পেয়েছি বিরাজ। বৌমা বাড়িতে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে, সে জানত তুমি নিশ্চয় ফিরে আসবে।

বিরাজ। (অধীর কণ্ঠে) আমায় বাড়ি নিয়ে চল। আমার ঘরে, আমার বিছানায় একবার শুইয়ে দাও গো।

হরিমতি আসিয়া বিরাজকে প্রণাম করিল

বিরাজ। ও পুঁটি, আমাকে এখুনি ঘরে নিয়ে চল্ দিদি, ঘরে নিয়ে চল্। কী জানি আজকের রাত যদি থাকি, একবার আমার সেই ঘরে শুয়ে তারপর যেন যাই।

হরিমতি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) না বৌদি, যাবার কথা ব'ল না। দেশে নয়, তোমাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব, তোমাকে আমি সাহেব ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাব—

বিরাজ। ওরে, এত কাছে এসে আর তোরা আমাকে দূরে ঠেলে দিস নে রে, তাহলে ঘরে আসা আর হবে না আমার।

নীলাম্বর। (জনান্তিকে) আর কটা দিন বোন ? যেখানে যেমন করে ও থাকতে চায়, তাই দে। আর ওকে তোরা পীড়াপীড়ি করিস নে। এবারকার মত ঘরের তেষ্টা ওর মিটুতে দে।

হরিমতি। তুমি মরো না বৌদি, আমি তোমাকে সমুদ্রে, পাহাড়ে নিয়ে যাব।

বিরাজ। (আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল) ওরে না, না—

চীৎকার করিতে গিয়া তাহার কাশির আক্রমণ আসিল। কাশিতে কাশিতে তাহার কস বাহিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িল। নীলাম্বর নিজের কাপড়ে তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া সযত্নে তাহার মস্তক নিজের বক্ষে রক্ষা করিল। অবসন্ন বিরাজ হাঁফাইতে লাগিল

হরিমতি। (স্বামীর দিকে ফিরিয়া) ওগো তুমি দেখ না, তুমি ত ডাক্তার, তবে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

যোগীন। তুমি ব্যস্ত হযো না। আমার চেযে বড় ডাক্তার ওঁকে হাতে নিযেছেন, তিনিই রোগমুক্ত করবেন।

সে কাছে আসিয়া বিরাজকে প্রণাম করিতে করিতে বলিল—

বৌদিদি, আমি যোগীন, আপনাদের কুগ্রহ।

বিরাজ। (তাহার চিবুকস্পর্শ করিযা) এস দাদা এস, দীর্ঘজীবী হও, অমন কথা বলতে নেই। তুমি আমার রাজা হও, আমার পুঁটিকে তুমি সুখী করেছ, কী আশীর্ব্বাদ করব ভাই, যেমন করে আমরা পেয়েছিলুম, তেমনই তোমরা পাও। এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমার জানা নেই।

যোগীন। দাদা, পাল্কী জোগাড় হয়েছে।

বিরাজ। হ্যাগা, আর একটা দিন ধরে রাখতে পারবে ত আমায়? একবার তোমাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াব, সে সময়টুকু পাব ত?

নীলাম্বর। তা পাবে।

বিরাজ। বাড়ি গিয়ে একবার সুন্দরীকে ডেকে পাঠিও, তাকে আমি মাপ করে যাব। আর আমার কারও ওপর রাগ নেই, কোনও ক্ষোভ নেই। ভগবান যখন আমাকে ক্ষমা করে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন—

হরিমতি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ওঃ, ভারি দয়া ভগবানের! একেবারে শেষ করে এনে দিয়েছেন—

বিরাজ। (শান্ত হাসিমুখে) চুপ কর রে, চুপ কর। তাঁর কত দয়া তোরা কী বুঝবি? পাপ আমি করি নি, কিন্তু তবু সে প্রমাণ আমি করতুম কী করে, যদি না তিনি দয়া করে আমাকে এই পায়ের তলায় এনে ফেলতেন? দেহ নিষ্পাপ না হলে স্বামীর পায়ে কেউ মরতে পায় না, এটা জানিস ত?

যোগীন। দাদা, পাল্কী এদিকে আনতে বলি?

বিরাজ। হ্যাঁ ভাই, বল। —আর দেখ গা, আমার বড় খিদে পেয়েছে, কিছু আনতে বল না। তোমার হাতে খাব বলে আজ চার দিন কিছু খাই নি।

বলিয়া বিরাজ তাহার সেই মধুর হাসি হাসিল। কিন্তু নীলাম্বর মুখ ফিরাইয়া অশ্রু দমন করিল। যোগীন ব্যস্ত হইয়া বলিল—

যোগীন? আমি আসছি, এখুনি—

বিরাজ হাত তুলিয়া বলিল—

বিরাজ। একটু দাঁড়াও ভাই। —ওগো, আমি ত বুকের মধ্যে

শুনতে পাচ্ছি, তবু সবার সামনে তুমি একবার মুখে বল, বল—আমাকে মাপ করেছ ?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল

বিরাজ। বল। মাপ করেছ ?

নীলাম্বর। (রুদ্ধস্বরে) করেছি।

বিরাজ। শুধু করেছি ? আমার নাম নেই ?

নীলাম্বর। (চোখ মুছিয়া) আমাকে কাঁদাস নে বিরাজ। মাপ করেছি কি শুধু, তোকে মাপ করেছি, কিন্তু আমাকে কে মাপ করবে ?

বিরাজ। ছি, বলতে নেই ও কথা।

সে হাত বাড়াইয়া পুনরায় বারম্বার স্বামীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিল

বিরাজ। আমি একটু শোব।

নীলাম্বর তাহাকে শোয়াইতেছে, যোগীন তাড়াতাড়ি তাহার বালিশখানি তুলিয়া বিরাজের মাথার নীচে দিতে গেল, বিরাজ হাত দিয়া তাহা সরাইয়া নীলাম্বরের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইল। তাহার মুখে প্রশান্ত তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বলিতে লাগিল—

বিরাজ। আমার সব দুঃখ এতদিনে সার্থক হল। দেহ আমার শুদ্ধ [illegible]। একবার আমায় এখানকার ঘরে নিয়ে চল। তারপর আমি আবার সেখানকার ঘরে যাব। গিয়ে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব। তার আগে আর আমাকে ছেড়ে যেও না, এমনি করে আমাকে নিয়ে থাক, এক [illegible] এই পা দুটি যেন ছাড়তে না হয়। কোথাও যেও না, আমাকে ছেড়ে কোথাও যেও না

যবনিকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা